নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

“বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প”

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

“বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)”

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা ও প্রকল্প পটভূমি	
১.০	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.১	প্রকল্পের বিবরণ	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৩	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৪	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	৩
১.৫	অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৪
১.৬	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন ও হ্রাস/বৃদ্ধি	৬
১.৭	জেলা-ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন	৬
১.৮	প্রকল্প এলাকা ভিত্তিতে সংশোধিত ব্যয় বিভাজন (ভূমি অধিগ্রহণ)	৭
১.৯	প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস এবং প্রকার/আকৃতি	৮
১.১০	ডিপিপিতে বছর-ভিত্তিক ব্যয়	৮
১.১১	লগ ফ্রেম (Log Frame)	৯
১.১২	প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান	১০
	দ্বিতীয় অধ্যায় – প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি (Methodology)	
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য ও পরামর্শকের কার্যপরিধি	১১
২.২	সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন	১২
২.৩	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১২
২.৪	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৪
২.৫	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম পরিচল্পনা	১৭
২.৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য পদ্ধতি	১৮
২.৭	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ছক	২১
	তৃতীয় অধ্যায় – ফলাফল পর্যালোচনা	
৩.১	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালানাগাদ অগ্রগতি	২২
৩.২	কেন্দ্রয়ারী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৪
৩.৩	ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৮
৩.৪	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৮
৩.৫	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩০
৩.৬	প্রকল্পের অডিট আপত্তি সম্পর্কিত তথ্য	৩১
৩.৭	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে খাতভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট এর পরিকল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা	৩৩
৩.৮	প্রকল্পের পূর্ত কাজ ও ক্রয় পর্যালোচনা	৩৪
৩.৯	পূর্ত কাজ ও ক্রয় দরপত্র নীরিক্ষা	৩৬
৩.১০	মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্পেসিফিকেশন মোতাবেক র্নিমাণ কাজের পরিমাণ ও গুনগতমান পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	৩৭
৩.১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লগ-ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা	৪৩
৩.১২	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৪৫
৩.১৩	জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা	৪৬
৩.১৪	পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা	৪৯
৩.১৫	প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ	৫০
৩.১৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ পর্যালোচনা	৫১
৩.১৭	প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা	৫১
৩.১৮	প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ	৫২
৩.১৯	প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ	৫২
৩.২০	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা	
৩.২১	প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান পর্যালোচনা	৫৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	চতুর্থ অধ্যায় – প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা	
৪.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	৫৪
৪.২	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	৫৪
৪.৩	প্রকল্পের সুযোগসমূহ	৫৪
৪.৪	প্রকল্পের ঝুকিঁসমূহ	৫৪
	পঞ্চম অধ্যায় – প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	
৫.০	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৫৭
৫.১	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি	৫৭
৫.২	কেন্দ্র-ওয়ারী আদালত ভবন নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি	৫৭
৫.৩	ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি	৫৭
৫.৪	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	৫৭
৫.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৫৭
৫.৬	প্রকল্পের অডিট আপত্তি সম্পর্কিত তথ্য	৫৭
৫.৭	সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে খাতভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট এর পরিকল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা	৫৮
৫.৮	প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় পর্যালোচনা	৫৮
৫.৯	পূর্ত কাজ ক্রয় দরপত্র নিরীক্ষা	৫৮
৫.১০	মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্পেসিফিকেশন মোতাবেক নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও গুনগতমান পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	৫৮
৫.১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য লগ-ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা	৫৮
৫.১২	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৫৮
৫.১৩	জরিপের ফলাফল	৫৯
৫.১৪	পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা	৬০
৫.১৫	প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ	৬০
৫.১৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ পর্যালোচনা	৬০
৫.১৭	প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা	৬১
৫.১৮	প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ	৬১
৫.১৯	প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ	৬১
৫.২০	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার	
৫.২১	প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান	৬১
	ষষ্ঠ অধ্যায় - সুপারিশ ও উপসংহার	
	সুপারিশমালা	৬৩
	উপসংহার	৬৩

রেফারেন্স

মূল ডিপিপি
১ম সংশোধিত ডিপিপি
২য় সংশোধিত ডিপিপি
প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি
পিআইসি সভার কার্যবিবরণী
পিএসসি সভার কার্যবিবরণী
প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন
আইএমইডি অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সংযোজনী

সংযুক্তি-ক: বিভিন্ন সংশোধনীতে ডিপিপি ব্যয় এবং ভবনের সংখ্যা।
সংযুক্তি-খ: প্রকল্প পরিচালকের সাথে একান্ত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি।
সংযুক্তি-গ: স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালার কার্যবিবরণী।
সংযুক্তি-ঘ: প্রকল্পের সুফল লাভকারীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

সংযুক্তিঃ

পরিশিষ্ট ১	প্রশ্নমালা ১ - প্রকল্পের সুবিধাভোগী/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি)
পরিশিষ্ট ২	প্রশ্নমালা ২ - প্রকল্পের সুবিধাভোগী/বিচারপ্রার্থীদের (বিবাদি)
পরিশিষ্ট ৩	প্রশ্নমালা ৩ – প্রকল্প পরিচালক
পরিশিষ্ট ৪	প্রশ্নমালা ৪ – প্রকল্পের পূর্ত কাজের মান নিয়ন্ত্রণকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলীগণ
পরিশিষ্ট ৫	প্রশ্নমালা ৫ - এফজিডি
পরিশিষ্ট ৬	প্রশ্নমালা ৬ - নিবিড় আলোচনা (KII): কর্মকর্তা
পরিশিষ্ট ৭	প্রশ্নমালা ৭ - শ্রমিক শ্রেণী ও আদালত ভবনের আশে পাশে বসবাসরত জনগণ
পরিশিষ্ট ৮	প্রশ্নমালা ৮ - বিচারকগণ
পরিশিষ্ট ৯	প্রশ্নমালা ৯ - কোর্টের সহকারী
পরিশিষ্ট ১০	প্রশ্নমালা ১০ - আইনজীবি
পরিশিষ্ট ১১	প্রশ্নমালা ১১ - আইনজীবিগণের সহকারীগণ
পরিশিষ্ট ১২	প্রশ্নমালা ১২ - GRO

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিচারিক আদালত জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু জেলা জজ আদালত ভবনে জেলা জজশীপের বিচার কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাঠামো না থাকায় নতুন ফৌজদারী আদালত স্থাপনের আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম-কে (criminal justice system) সহজ করার (facilitate) উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকার বাস্তবায়ন করছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ। আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নিজস্ব অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মূল প্রকল্পটি ৭১৩.৬৯২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫/০৪/২০০৯ তারিখে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তিতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনে ব্যয় ৮৭০.৩৭৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়। এর পরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে (১ম বার) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। অতঃপর ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয় নিরূপণ করা হয় ২৩৮৮.২৭২৭ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। অতঃপর বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে ব্যয় নিরূপন করা হয় ২৪৬৪.৬০৩৯ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। ৩য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত ডিপিপি জানুয়ারি ২০২২ মাসে দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি'র ৩ বার সংশোধন এবং ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল ৫ বছর ৫ মাস (৬৫ মাস) হতে ১৪ বছর ৫ মাস (১৭৩ মাস) অর্থাৎ ১৬৬% বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল অঙ্গগুলো ৪৩.৩১ একর জমি অধিগ্রহণ; ৫০৫১৪৪৩ বর্গমিটার বিশিষ্ট ৪১টি আদালত ভবন নির্মাণ; ১২৪১৬ রানিং মিটার ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণ; ৮৭০২১ বর্গমিটার কম্পাউন্ড রোড, কার পাকিং ও কালভার্ট নির্মাণ; ১৩৪৩০ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট এবং ২৫১৮০২ ঘনমিটার সাইট উন্নয়ন ও ৪১টি অরবরিকালচার নির্মাণ করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যপদ্ধতি, সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ভৌতকাঠামো, সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি/কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে; মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী (বাদি-বিবাদি), আইনজীবী, কোর্টের কর্মকর্তা ও বিচারক, শ্রমিক তথা প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের মতামত গ্রহণের নিমিত্তে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রসহ পরিসংখ্যানভিত্তিক সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং সমীক্ষার Key Informants Interview (KII), Focus Group Discussion (FGD), স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের পণ্য ক্রয় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ওটিএম) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পণ্য ক্রয় কাজ ক্রয়-পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পিপিআর-এর নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পূর্তকাজগুলোর ক্রয় পরিকল্পনা থোক পদ্ধতিতে রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়ায় ডিপিএম, ওটিএম/এলটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রধান সমন্বয়ক/প্রকল্প পরিচালক, অথবা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ক্রয়কার্য সম্পাদন করেছেন। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় প্রত্রিকায় এবং ওয়েবসাইটে প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সর্বনিম্ন responsive দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অডিট আপত্তি হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০১১-২০১২ সালে হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক আহবান করা দরপত্রে ঠিকাদারের Turn over প্রযোজ্য ৯৪২.৯৪ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম প্রতিপালন করা হয়নি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য অডিট কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অডিটের অনুরোধমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অডিট আপত্তি হতে আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক আদালতের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের সময়ে (২০১২ সালে) ঠিকাদার কর্তৃক বীমা না গ্রহণ কারণে ভ্যাট বাবদ সরকারের ১,৭৪,৪৩৩.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এ ব্যাপারে অডিটের সুপারিশ অনুসারে ঠিকাদারের নিকট হতে টাকা আদায় করে ও সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা আবশ্যক। আরডিপিপি'তে একই দরপত্র প্যাকেজের "ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" হিসেবে "গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর" লেখা হয়েছে যা সঠিক হয়নি।

প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'তে উল্লেখিত প্রধান প্রধান কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে ৪১টি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন (মোট ৫০৫১৪৩ বঃ মিঃ)'এর ৯৭%; ৪৩.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের ৯২%; ১২৪১৬ রানিং মিটার ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণের ৭৫%; ১৩৪৩০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৭৯%; ৮৭০২১ বঃ মিঃ কম্পাউন্ড রোড নির্মাণের ৮৩%; ২৫১৮০২ ঘঃ মিঃ সাইট উন্নয়ন কাজের ৯৯% এবং ৪১টির মধ্যে ১২টি (২৯%) অরবিকালচার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্জিত অগ্রগতি প্রকল্প বাস্তবায়নের অতিবাহিত সময়ের তুলনায় সমানুপাতিক প্রতীয়মান হয়েছে। ভোলা জেলা এবং ফিরোজপুর জেলার আদালত ভবন দুটির অগ্রগতি সময়ানুপাতিক হারের তুলনায় কম। অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ যথা পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও গাড়ি পাকিং কাজের সময়ানুপাতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অসমাপ্ত ভৌত কাজ চলমান রয়েছে এবং সেগুলোর নির্মাণের অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার কোনো উপসর্গ প্রতীয়মান হয়নি। ৪০টি আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪১টি কেন্দ্রে মোট ৭৯৫টি এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১২টি স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে (অগ্রগতি ৯০%)। ইতোমধ্যে ৩৯৭ টি এজলাসে বিচারকার্য আরম্ভ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৯২% যা সময়ানুপাতিক প্রতীয়মান হয়েছে। মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৮৪৮.৫৯ কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলিত সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকার ৮১.৭৮%।

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা আদালত ভবনগুলোর কারণে আদালতের স্পেস (space) বৃদ্ধি পেয়েছে; বৃহৎ পরিসরের আদালত ভবন নির্মাণ করার ফলে আদালতের বিচারক এবং কর্মকর্তাগণের স্বাচ্ছন্দে কাজ করার পরিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মামলার নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এজলাসের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক বিচারক কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রতি কর্মদিবসে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের সমস্যা, প্রশাসনিক জটিলতা, ঠিকাদার কর্তৃক মামলা করা, নারায়ণগঞ্জ জেলার চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে বিচার কার্য আরম্ভ করার অচল অবস্থা প্রকল্পের অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। প্রকল্পটির কারণে মামলার বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন হবে, ফলে সংশ্লিষ্টগণের বহুল শ্রম-ঘন্টা/দিবস সাশ্রয় হবে। দ্রুত বিচার সম্পন্ন হওয়ার কারণে বাদি-বিবাদগণের মানসিক শান্তি হবে এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। প্রকল্পের এ সব সুযোগ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান করা আবশ্যক। আদালত ভবনের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক কার্যকর রাখা, লিফট্ সচল ও কার্যক্ষম রাখা অপরিহার্য।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নির্মাণ সামগ্রীর মান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাক-ব্যবহার (pre-use) অথবা ব্যবহার-উত্তর (post-use) অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করানো হয়েছে এবং মান গ্রহণযোগ্য পাওয়া গেছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করা ভবনগুলোর নির্মাণ কাজের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। টাঙ্গাইল জেলা আদালত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নিম্নমানের অবস্থা নিরসনের ব্যবস্থা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, ঠিকাদারগণ কর্তৃক রীট মামলা করা, প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব, জমি অধিগ্রহণজনিত বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক সভা করা, বেশ কয়েকবার ডিপিপি সংশোধন ও ডিজাইন সংশোধন করা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনজীবীগণের আপত্তির কারণে নারায়ণগঞ্জ জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থানান্তর করতে না পারায় সেখানে অচল অবস্থা রিবাজমান রয়েছে। পিরোজপুর জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২৩ খ্রিঃ এর সম্পন্ন হবে না মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছেন। প্রকল্পের Exit Plan ডিপিপি-তে প্রদান করা হয়নি।

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে প্রদান করা; প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা; সমাপ্ত আদালত ভবনগুলো দ্রুত গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা; আদালত ভবনের বজ্র-নিরোধক ব্যবস্থা ও ভবনের অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক সার্কিটের সক্ষমতা নিয়মিত পরীক্ষা করা; মোকদ্দমার নম্বর, শুনানীর তারিখ এবং কোর্টের নাম প্রতি ফ্লোরে ইলেক্ট্রোনিক ডিসপ্লে বোর্ডে (electronic display board) প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নারায়ণগঞ্জ জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারকার্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। নির্মাণ সামগ্রীর মান প্রতি ধাপে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে ইপ্সিত মান নিশ্চিতকরণ চলমান রাখা আবশ্যক। প্রস্তাবিত ৩য় ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আদালত ভবনগুলোর নির্মাণ সমাপ্তির পরে sustainability'র উদ্দেশ্যে সেগুলো ম্যানুয়েল (Manual) অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করা সমীচীন।

সমীক্ষার ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটির ইতিবাচক প্রভাব জনগণ উপলব্দি করতে শুরু করেছেন। প্রকল্পটি যথাসম্ভব দ্রুত সমাপ্ত করে জনগণকে বিচার সেবা প্রদান করার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ADP	Annual Development Plan
AF	Analytical Framework
BAU	Bangladesh Agricultural University
BUET	Bangladesh University of Engineering and Technology
CCGP	Cabinet Committee for Government Purchase
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
CD	Charter of Duties
CJM	Chief Judicial Magistrate
CUET	Chottogram University of Engineering and Technology
DPP	Development Project Proposal
EDB	Electronic Display Board
EP	Exit Plan
FGD	Focus Group Discussion
GOB	Government of Bangladesh
IA	Important Assumption
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informants Interview
KUET	Khulna University of Engineering and Technology
MB	Measurement Book
MOV	Method of Verification
MSR	Mild Steel Rod
NCT	National Competitive Tender
NS	Narrative Summary
OTM	Open Tendering Method
OVI	Objective Verifiable Indicator
PPMC	Project Promotion and Management Consultants
PPR	Public Procurement Rules
R C C	Reinforced Cement Concrete
RDPP	Revised Development Project Proposal
RFQ	Request for Quotation
RTM	Restricted Tendering Method
RUET	Rajshahi University of Engineering and Technology
SP	Sampling Population
SUST	Shahjalal University of Science and Technology
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TA	Technical Approach
TOR	Terms of Reference

Glossary

Stakeholders: কোন একটি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত/ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, প্রকল্পের প্রবক্তা, সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, দাতাসংস্থা ও অন্যান্য সকল পক্ষ যারা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত বা আগ্রহী।

Focus Group Discussion: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা দলীয় আলোচনা একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেখানে ৮ থেকে ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচিত দল একটি প্রদত্ত বিষয় বা সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে খোলামেলা আলোচনা করে। আলোচনাটি একজন দক্ষ ও পেশাদার মডারেটর পরিচালনা করে থাকে।

Key Informant Interview: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ও মৌলিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেখানে কোন একটি প্রকল্প বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল তথ্যদাতা বা মূখ্য ব্যক্তিদের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা করা হয়।

Case Study: কেইস স্ট্যাডি একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি যেখানে সমস্যার ভেতর থেকে কোন একক ঘটনা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। বিভিন্ন অভীক্ষা ও কৌশলের সাহায্যে কোন একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের তথ্য, যেমন সামাজিক, শারীরিক, জীবনীমূলক, পরিবেশগত, বৃত্তিগত ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করাকে কেইস স্ট্যাডি বলা হয়।

Sustainability: স্থায়িত্ব হলো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যেখানে একটি উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনাগুলি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশগত টেকসই, সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ করে ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন করাই টেকসই উন্নয়ন।

Criminal Justice System: ফৌজদারী অপরাধের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার (ও দোষ সাব্যস্ত হলে দন্ড প্রদান) করার আইনসিদ্ধ কার্যপদ্ধতি।

Opportunities: সুযোগ; উযুক্ত স্থান বা সময়; সুবিধা। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ যার সদ্ব্যবহার করে প্রকল্পের উপকার optimize করা যেতে পারে।

Threats: ভয়প্রদর্শন; আসন্ন অমঙ্গালের সংকেত; ঝুঁকি। প্রকল্পের অমঙ্গাল সম্বন্ধে সংকেত প্রদান করা।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.০ প্রকল্পের পটভূমি

একটি গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের স্বীকৃত অধিকারসমূহের একটি অন্যতম অধিকার বিচার পাওয়ার অধিকার। বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত এলাকায় আদালত স্থাপিত হয়েছে ১৭৫৭ সালের পরে বৃটিশ রাজত্বের সময়ে। এর পূর্বে বাদশাহী আমলে ছিল 'কাজির বিচার' আদালত। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পূর্বে শুধুমাত্র বর্তমানের কতিপয় জেলা সদরে এবং তৎকালিন কতিপয় মহকুমা সদরে আদালত ছিল। এই সব আদালতের পরিসর ছিল খুবই ক্ষুদ্র। তখন জনসংখ্যা ছিল কম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরে ২০১০ সালে জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি। ফলে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিচারিক আদালত জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু জেলা জজ আদালত ভবন জেলা জজশীপের বিচার কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় কাঠামো না থাকায় নতুন ফৌজদারী আদালত স্থাপনের আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম-কে (criminal justice system) সহজ করার (facilitate) উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকার বাস্তবায়ন করছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ। আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নিজস্ব অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পটি ১৫/০৪/২০০৯ তারিখে একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমাদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৪। এর পরে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ পাঁচবার বৃদ্ধি করা হয়েছে: জুন ২০১৬ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত); জুন ২০১৮ পর্যন্ত (২য় সংশোধিত); জুন ২০২০ পর্যন্ত (২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি সংশোধিত); জুন ২০২১ পর্যন্ত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত ৩য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি সংশোধিত) এবং জুন ২০২৩ পর্যন্ত (৩য় সংশোধিত)।

মূল ডিপিপি-তে ২৭ জেলায় আদালত ভবন নির্মাণ এবং ৩৭ জেলায় শুধু জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে ২৭ জেলার পরিবর্তে ৪২ জেলায় আদালত ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত ২য় সংশোধনীতে ৪২ জেলার পরিবর্তে ৪১ জেলায় আদালত ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। সব মিলিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৪ বছর ১১ মাস। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে প্রায় ১ বছর ১ মাস সময় অবশিষ্ট রয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯২% অর্জিত হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীতে ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৮৪৮.৫৯ কোটি টাকা (৮১.৭৮%) ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

১.১ প্রকল্পের বিবরণ

ক-১. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)।
ক-২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ক-৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।
ক-৪ বাস্তবায়নকাল	:	ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ (৩য় সংশোধিত
ক-৫ প্রকল্প এলাকা	:	৬৪টি জেলা সদর।

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬৪ জেলা সদরে অবস্থিত। নিম্নে জেলাগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

প্রকল্প এলাকা

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম
(১)	(২)	(৩)
(ক) ভুমি অধিগ্রহণ ও ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প এলাকা		
১	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (বৃহৎ জেলা)
২	ঢাকা	টাঙ্গাইল (বৃহৎ জেলা)
৩		নারায়ণগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
৪		মুন্সিগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
৫		মানিকগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
৬		ফরিদপুর (মধ্যম জেলা)
৭		গোপালগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
৮	ময়মনসিংহ	জামালপুর (বৃহৎ জেলা)
৯	ঢাকা	ঢাকা (মধ্যম জেলা)
১০		কিশোরগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)
১১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম (বৃহৎ জেলা)
১২		কুমিল্লা (বৃহৎ জেলা)
১৩		নোয়াখালী (বৃহৎ জেলা)
১৪		লক্ষীপুর (মধ্যম জেলা)
১৫		ব্রাহ্মণবাড়িয়া (বৃহৎ জেলা)
১৬		রাঙ্গামাটি (বৃহৎ জেলা)
১৭	রংপুর	দিনাজপুর (বৃহৎ জেলা)
১৮		রংপুর (বৃহৎ জেলা)
১৯	রাজশাহী	বগুড়া (বৃহৎ জেলা)
২০		রাজশাহী (মধ্যম জেলা)
২১		জয়পুরহাট (মধ্যম জেলা)
২২		চাঁপাইনবাবগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
২৩	রংপুর	কুড়িগ্রাম (মধ্যম জেলা)
২৪		পঞ্চগড় (মধ্যম জেলা)
২৫	রাজশাহী	পাবনা (মধ্যম জেলা)
২৬		সিরাগঞ্জ (মধ্যম জেলা)
২৭	খুলনা	খুলনা (বৃহৎ জেলা)
২৮		যশোর (বৃহৎ জেলা)
২৯		ঝিনাইদহ (মধ্যম জেলা)
৩০		কুষ্টিয়া (মধ্যম জেলা)
৩১		মাগুরা (মধ্যম জেলা)
৩২		সাতক্ষীরা (বৃহৎ জেলা)
৩৩	সিলেট	সিলেট (বৃহৎ জেলা)
৩৪		হবিগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)
৩৫		মৌলভীবাজার (মধ্যম জেলা)
৩৬		সুনামগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)
৩৭	বরিশাল	বরিশাল (বৃহৎ জেলা)
৩৮		পটুয়াখালী (মধ্যম জেলা)
৩৯		ভোলা (মধ্যম জেলা)
৪০		পিরোজপুর (মধ্যম জেলা)
৪১		ঝালকাঠি (মধ্যম জেলা)
(খ) প্রস্তাবিত ২৩টি জেলার তালিকা (নির্মাণ কাজ দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে); এ পর্যায়ে শুধু ভুমি অধিগ্রহণ করা হবে।		
১	ঢাকা	গাজীপুর (মধ্যম জেলা)

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম
(১)	(২)	(৩)
২		রাজবাড়ী (মধ্যম জেলা)
৩		শরিয়তপুর (মধ্যম জেলা)
৪		মাদারীপুর (মধ্যম জেলা)
৫		নরসিংদী (মধ্যম জেলা)
৬	ময়মনসিহ	শেরপুর (মধ্যম জেলা)
৭		নেত্রকোনা (বৃহৎ জেলা)
৮	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি (মধ্যম জেলা)
৯		বান্দরবন (মধ্যম জেলা)
১০		ফেনী (মধ্যম জেলা)
১১		চাঁদপুর (মধ্যম জেলা)
১২		কক্সবাজার (বৃহৎ জেলা)
১৩	রাজশাহী	নাটোর (মধ্যম জেলা)
১৪		নওগাঁ (বৃহৎ জেলা)
১৫	রংপুর	নীলফামারী (মধ্যম জেলা)
১৬		লালমনিরহাট (মধ্যম জেলা)
১৭		গাইবান্ধা (বৃহৎ জেলা)
১৮		ঠাকুরগাঁও (মধ্যম জেলা)
১৯	খুলনা	নড়াইল (মধ্যম জেলা)
২০		চুয়াডাঙ্গা (মধ্যম জেলা)
২১		মেহেরপুর (মধ্যম জেলা)
২২		বাগেরহাট (বৃহৎ জেলা)
২৩	বরিশাল	বরগুনা (মধ্যম জেলা)

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(ক) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা।
(খ) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।
(গ) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

১.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা

- জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ৪৩.৩১ একর;
- ভবন নির্মাণ ৫০৫১৪৪৩.৪২ বর্গমিটার;
- ড্রেন ও এপ্রোন ১২৪১৫.৭৮ রানিং মিটার;
- কম্পাউন্ড রোড, কার পাকিং ও কালভার্ট ৮৭০২০.৫০ বর্গমিটার;
- বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট ১৩৪৮০.৪১ রানিং মিটার;
- সাইট উন্নয়ন ২৫২৪৪৭.৪৭ ঘনমিটার।

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

১.৪.১ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদন ক্রম	শুরু	সমাপ্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	মূল	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০১৪
২	১ম সংশোধিত	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০১৪

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদন ক্রম	শুরু	সমাপ্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩	১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত)	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০১৬
৪	২য় সংশোধিত	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০১৮
৫	২ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত)	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০২০
৬	বিশেষ সংশোধিত	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০২০
৭	৩য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত)	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০২১
৮	৩য় সংশোধিত	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	জুন ২০২৩

১.৫ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

১.৫.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(ক) রাজস্ব					
৩২২১	৩২২১১০৫	ক) মৃত্তিকা পরীক্ষণ	কেন্দ্র	৪১	৯৪.১৮
৩২৫৭	৩২৫৭১০৩	খ) মেটেরিয়াল টেস্ট	কেন্দ্র	৪১	৭৫.৯১
		যানবাহন			
৩২৪৩	৩২৪৩১০১, ৩২৪৩১০২	ক) ফুয়েল ও গ্যাস, তেল ও লুব্রিকেন্ট	থোক		৬০.০০
৩১১১	৩১১১৩২৭	খ) ড্রাইভারের ওভারটাইম	থোক		১২.০০
৩২৫৮	৩২৫৮১০১	গ) যানবাহনের মেরাতম	থোক		৫০.০০
৩২৪১	৩২৪৪১০১	ঘ) ভ্রমন ব্যয়	থোক		৫.০০
		জনবল			
৩১১১	৩১১১০১, ৩১১১৩০৬, ৩১১১৩১০, ৩১১১৩২৫, ৩১১১৩২৮, ৩১১১৩৩৫	ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	সংখ্যা	৮	২১৩.২৪
৩২১১	৩২১১১০৯	গ্রস বেতন	থোক		৩০.৮৯
৩২১১	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	থোক		১১.৬১
		কন্টিজেন্সি			
৩২৫৬	৩২৫৬১০৩	অফিস কন্টিজেন্সি (প্রধান সমন্বয়ক ও প্রকল্প পরিচালক)	থোক		২২.০০
৩২৫৫	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ইত্যাদি (পরিকল্পনা ইউনিট, আইন ও বিচার বিভাগ)	থোক		৭.০০
৩২২১	৩২২১১০৭	স্থাপত্য নকশা, ইলেভেশন, সেকশন, সাইট প্লান প্রস্তুতি ও মূদ্রণ	থোক		৮.০০
৩২২১	৩২২১১০৭	স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং, ডিজাইন, লে-আউট প্ল্যান প্রস্তুতি ও মূদ্রণ	থোক		৭.০০
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প প্রস্তুতি, মূদ্রণ ও বাঁধাই	থোক		৮.০০
৩১১১	৩১১১৩৩২	অনারিয়াম (স্টিয়ারিং কমিটি ও পিএইসি)	থোক		৮.০০
৩২১১	৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	থোক		২.০০
উপ-মোট (রাজস্ব)					**৬১৪.৮৩**

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(খ) মূলধন					
৪১৪১	৪১৪১১০১	জমির মূল্য	একর	৪৩.৩১	২৬০৪১.৫০
৪১১১	৪১১১২০১	সাইট অফিস নির্মাণ	কেন্দ্র	৪১.০০	৯৫.২১
৪১১১	৪১১১২০১	ভবন নির্মাণ (ফাউন্ডেশন, ইনক্লুডিং পাইলিং, সুপারস্ট্রাকচার, এল.সি, পোর্চ, ওভারহেট ট্যাংক, লিফট কোর এবং গ্যারেজ ইত্যাদি)	বঃ মিঃ	৫০৫১৪৩.৪২	১৩৮২৭৫.৫৫
৪১১১	৪১১১৩০৯	অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ	কেন্দ্র	৪১.০০	৩৫৮৪.৯৪
৪১১১	৪১১১৩০৯	বহিঃস্থ পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন	কেন্দ্র	৪১.০০	১৩২৪.৭৪
৪১১১	৪১১১৩০৯	৩” ডায়া পিভিসি ডীপটিউবওয়েল	কেন্দ্র	৪১.০০	৪১০.৮০
৪১১২	৪১১২৩০৩	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ	কেন্দ্র	৪১.০০	৬৫৭৭.৪১
৪১১২	৪১১২৩০৩	লিফট ইনক্লুডিং এআরডি	সংখ্যা	১২৬	৯৩২৫.৮৫
৪১১২	৪১১২৩০৩	বহিঃ বিদ্যুৎ	কেন্দ্র	৪১.০০	১০৪১৯.৯৮
৪১১২	৪১১২৩০৫	অগ্নি নির্বাপণ	কেন্দ্র	৪১.০০	৬৭০.৮০
৪১১১	৪১১১৩০৭	ড্রেন ও এপ্রোন	আর এম	১২৪১৫.৭৮	৫১৭.৩৭
৪১১১	৪১১১২০১	কম্পাউন্ড রোড, কার পার্কিং ও কালভার্ট	বঃ মিঃ	৮৭০২০.৫০	৩১৯৯.৮৩
৪১১১	৪১১১২০১	বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট	আর এম	১৩৪৩০.৪১	৩১৪৪.২৭
৪১১১	৪১১১২০১	সাইট উন্নয়ন	ঘনঃ মিঃ	২৫২৪৪৭.৪৭	৮৪৯.৩১
৪১১১	৪১১১৪০১	আরবরিকালাচার/ল্যান্ডস্কেপ	কেন্দ্র	৪১.০০	২০৫.০০
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য	থোক	০.০০	২৪৫২.৮৬
৪১১২	৪১১২৩১৪	এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন	সংখ্যা	৭৯৫.০০	৩৯৭৮.১০
৪১১২	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	কেন্দ্র	৪১.০০	১২৬৯২.০০
৪১১২	৪১১২১০১	গাড়ি ক্রয়	সংখ্যা	৩.০০	১৭৭.০০
৪১১১	৪১১৩১৭	ওয়ার্ক কন্টিজেন্সি	কেন্দ্র	৪১.০০	৩৬৮.০৭
উপ-মোট (মূলধন)					**২২৪৩১০.৫৯**
ফাউন্ডেশনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় (স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বিভাগের মতামত অনুসারে)					
গ) ব্লক এলোকেশন					৬০৮.৮৪
ঘ) ফিজিক্যাল কন্ডিজেন্সি					৫০০.০০
উপ-মোট (রাজস্ব)					৬১৪.৮৩
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					**২২৬০৩৪.২৬**

১.৬ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন ও হ্রাস/বৃদ্ধি

১.৬.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন ও হ্রাস/বৃদ্ধির তথ্য

(কোটি টাকায়)

		মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২য় সংশোধিত অনুমোদিত	বিশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	৩য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পার্থক্য (+/-) (১ম সংশোধিত এর সাথ প্রস্তাবিত)
(ক)	মোট	৭১৩.৬৯২৬	৮৭০.৩৭৩০	২৩৮৮.২৭২৭	২৪৬৪.৬০৩৯	২২৬০.৩৪২৬	-২০৪.২৬১৩ (-৮.২৯%)
(খ)	জিওবি	৭১৩.৬৯২৬	৮৭০.৩৭৩০	২৩৮৮.২৭২৭	২৪৬৪.৬০৩৯	২২৬০.৩৪২৬	-২০৪.২৬১৩ (-৮.২৯%)
(গ)	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	

১.৭ জেলা-ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন

১.৭.১ প্রকল্পের এলাকা-ভিত্তিতে সংশোধিত ব্যয় বিভাজনের তথ্য

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	মোট (লক্ষ টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১	ময়মনসিংহ (বৃহৎ জেলা)	৪২৬০.৯৬
২	টাঙ্গাইল (বৃহৎ জেলা)	৫২১১.২৬
৩	নারায়ণগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	৩৬৪২.৯৪
৪	মুন্সিগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	৪০৬৮.২২
৫	মানিকগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	৪৮৭৮.৩৫
৬	ফরিদপুর (মধ্যম জেলা)	৫২৬৮.৫২
৭	গোপালগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	২৭৮৯.৯৬
৮	জামালপুর (বৃহৎ জেলা)	৫৫৫৭.৪১
৯	ঢাকা (মধ্যম জেলা)	৫২১৩.৯৮
১০	কিশোরগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)	৫৩৩০.৭৫
১১	চট্টগ্রাম (বৃহৎ জেলা)	৪৩৩৯.৯৯
১২	কুমিল্লা (বৃহৎ জেলা)	৬৩৮৫.৯৪
১৩	নোয়াখালী (বৃহৎ জেলা)	৫৯৩৪.৭২
১৪	লক্ষীপুর (মধ্যম জেলা)	৩৮৭৯.৩৭
১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া (বৃহৎ জেলা)	৫৬৭১.৯৬
১৬	রাঙ্গামাটি (বৃহৎ জেলা)	৩৮৯৭.৭৭
১৭	দিনাজপুর (বৃহৎ জেলা)	৫০৮২.৬২
১৮	রংপুর (বৃহৎ জেলা)	৪৮৯৪.৩৩
১৯	বগুড়া (বৃহৎ জেলা)	৩৩৪৭.১২
২০	রাজশাহী (মধ্যম জেলা)	২৭৬৬.৮৯
২১	জয়পুরহাট (মধ্যম জেলা)	৪১৭৯.০৫
২২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	৪৩৭০.৯৫
২৩	কুড়িগ্রাম (মধ্যম জেলা)	৪৬৯৯.৯১
২৪	পঞ্চগড় (মধ্যম জেলা)	৪৭০৫.৩৫
২৫	পাবনা (মধ্যম জেলা)	৩৫৭৫.৮৫
২৬	সিরাগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	৫৬৩৪.৭৩
২৭	খুলনা (বৃহৎ জেলা)	৪৫৪১.৭০
২৮	যশোর (বৃহৎ জেলা)	৫৯৩৭.১৯
২৯	ঝিনাইদহ (মধ্যম জেলা)	৪৬৫৬.৬৩
৩০	কুষ্টিয়া (মধ্যম জেলা)	৪৬৮০.৭১
৩১	মাগুরা (মধ্যম জেলা)	৪৫৩৯.৫৬
৩২	সাতক্ষীরা (বৃহৎ জেলা)	৬৩৭৮.৮৯
৩৩	সিলেট (বৃহৎ জেলা)	৫৯৮৯.৯১
৩৪	হবিগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)	৬০৪৭.৫৪
৩৫	মৌলভীবাজার (মধ্যম জেলা)	৫৫০৫.২৭
৩৬	সুনামগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)	৬৯৮২.৭৩
৩৭	বরিশাল (বৃহৎ জেলা)	৪৯৬৬.৯৫
৩৮	পটুয়াখালী (মধ্যম জেলা)	৩২৫১.১৫
৩৯	ভোলা (মধ্যম জেলা)	৩৭৬০.৫২
৪০	পিরোজপুর (মধ্যম জেলা)	৬২২১.২১
৪১	ঝালকাঠি (মধ্যম জেলা)	৫৫২৬.১৬
	মোট	১৯৮৮৭১.০২

১.৮ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিতে সংশোধিত ব্যয় বিভাজন (ভূমি অধিগ্রহণ)

ক্রমিক নম্বর	জেলা	ভূমির পরিমাণ (একর)	সর্বমোট (লক্ষ টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	গাজীপুর (মধ্যম জেলা)	১.৫০	8502.06
২	নরসিংদী (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
৩	শেরপুর (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	০.০০
৪	রাজবাড়ী (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	২৮৯.২৩
৫	নেত্রকোনা (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	২২৭.১৬
৬	কিশোরগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)	১.৬৬	৫৩২.৭০
৭	শরিয়তপুর (মধ্যম জেলা)	১.৬৯	৪১৬.৪৫
৮	মাদারীপুর (মধ্যম জেলা)	০.৮০	২০৪.৪৯
৯	গোপালগঞ্জ (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
১০	জামালপুর (বৃহৎ জেলা)	০.০০	০.০০
১১	ঢাকা (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
১২	খাগড়াছড়ি (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	৭০২.৮৫
১৩	বান্দরবন (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	৩৯৩.৬৩
১৪	ফেনী (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	২৩৫১.৭২
১৫	চাঁদপুর (মধ্যম জেলা)	০.২৪৬২	২০৫.১০
১৬	রাঙ্গামাটি (বৃহৎ জেলা)	০.৫০	১০০.৫৮
১৭	কক্সবাজার (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	৩৩৯৩.৩৪
১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া (বৃহৎ জেলা	২.২৫৭২	১৬২৯.১৬
১৯	সিরাজগঞ্জ (বৃহৎ জেলা	০.০০	০.০০
২০	নাটোর (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	৪৫২.৫৫
২১	ঠাকুরগাঁও (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
২২	নীলফামারী (মধ্যম জেলা)	১.৪৫	৩৩৬.৬৪
২৩	লালমনিরহাট (মধ্যম জেলা)	১.৬০	১২৫০.০০
২৪	নওগা (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	৩৩৬.১৩
২৫	গাইবান্ধা (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	৫৭০.২৪
২৬	পাবনা (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
২৭	নড়াইল (মধ্যম জেলা)	১.১৫	৩৭৯.৯৬
২৮	চুয়াডাঙ্গা (মধ্যম জেলা)	০.৮৪৩২	১৩১৭.০০
২৯	মেহেরপুর (মধ্যম জেলা)	১.৮০	১৭৩.০৬
৩০	বাগেরহাট (বৃহৎ জেলা)	১.৮৮৫	৮৭৩.৪২
৩১	মাগুরা (মধ্যম জেলা)	১.০১	৪৮৫.৭৫
৩২	সাতক্ষীরা (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	১৫১.৩৬
৩৩	সুনামগঞ্জ (বৃহৎ জেলা)	১.৭৫	৫৫৩.১৬
৩৪	ভোলা (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
৩৫	বরগুনা (মধ্যম জেলা)	০.০০	০.০০
৩৬	পিরোজপুর (মধ্যম জেলা)	২.১৬২১	২১৩.৭৬
৩৭	ঝালকাঠি (মধ্যম জেলা)	১.৭৫	০.০০
	মোট	**৪৩.৩০৬৭**	**২৬০৪১.৫০**

১.৯ প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস এবং প্রকার/আকৃতি

(কোটি টাকায়)

অনুদানের উৎস ও প্রকার	জিওবি (বৈঃমুঃ)	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট	পি.এ. উৎস
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ঋণ/ক্রেডিট	-	-	-	-
অনুদান	২২৬০.৩৪২৬ (-)	-	২২৬০.৩৪২৬ (-)	-
মোট	২২৬০.৩৪২৬ (-)	-	২২৬০.৩৪২৬ (-)	-

১.১০ ডিপিপি অনুসারে বছর-ভিত্তিক ব্যয়

টাকা (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ		**প্রকল্প সাহায্য**	**জিওবি**
অর্থ বছর	বরাদ্দ		
১	২	৩	৪
২০০৮-২০০৯	৫.৮৪	-	৫.৮৪
২০০৯-২০১০	১৪২.১৮	-	১৪২.১৮
২০১০-২০১১	২৪২৪.৭৭	-	২৪২৪.৭৭
২০১১-২০১২	৭৪১২.৭২	-	৭৪১২.৭২
২০১২-২০১৩	১০২৬৩.৪২	-	১০২৬৩.৪২
২০১৩-২০১৪	১৭৪৮৯.৮৩	-	১৭৪৮৯.৮৩
২০১৪-২০১৫	১৯৭২৫.৫৪	-	১৯৭২৫.৫৪
২০১৫-২০১৬	১৩৪০০.২৩	-	১৩৪০০.২৩
২০১৬-২০১৭	২৮৫৫৭.৫৩	-	২৮৫৫৭.৫৩
২০১৭-২০১৮	৪০১৯২.৭৭	-	৪০১৯২.৭৭
২০১৮-২০১৯	২২৬৩৫.৬৬	-	২২৬৩৫.৭১
২০১৯-২০২০	১২৫০৫.৮১	-	১২৫০৫.৮১
২০২০-২০২১	১০০৮৫.৯৮	-	১০০৮৫.৯৮
২০২১-২০২২	২১১৮১.০০	-	
২০২২-২০২৩	২০০১১.০০	-	
মোট	**২২৬০৩৪.২৬**	-	

১.১১ লগ ফ্রেম (Log Frame):

সংক্ষিপ্ত বর্নণা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal) ১. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা। ২. গুরুত্বপূণ নথিপত্র ও দলিলাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করা।	১. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সন্তুষ্টি। ২. আইনী সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সন্তুষ্টি।	১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত রেকর্ড/তথ্যাদি। ২. বিভিন্ন জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সংরক্ষিত রেকর্ড/তথ্যাদি। ৩. প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন।	

সংক্ষিপ্ত বর্ণণা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome) ১. ৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন যথাযথ কাযোপযোগী সুযোগ সুবিধা সম্বলিত খাস কামরা, এজলাস কাঠগড়া, কনফারেন্স রুম ও ডে কেয়ার সেন্টার, অফিস স্পেস সৃষ্টি।	১. টাইপ-১, টাইপ-২ স্বতন্ত্র স্থাপত্য নকশা অনুসারে চীফ জুডিসিয়াল ম্যঅজিষ্ট্রেট আদালত ভবন=৪১টি ২. সীমানা প্রদশনের জন্য সীমানা প্রাচীর = ৪১টি ৩. সাইট উন্নয়ন = ৩২টি কেন্দ্রে। ৪. আরবরিকালচার = ৪১টি কেন্দ্রে।	১. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ২. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৩. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন। ৪. আইএমইডি এর পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন।	১. সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত। ২. যথাসময়ে ভবনটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের বহিভুক্ত করা। ৩. ভবন হস্তান্তর পরবর্তী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা।
আউটপুট (Outputs) ১. ৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নির্মিত)। ২. ৪৩.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন। ৩. কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মিত। ৪. কম্পাউন্ড রোড নির্মিত। ৫. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মিত। ৬. সাইট উন্নয়ন সম্পন্ন। ৭. আরবরিকালচার সম্পন্ন। ৮. এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপিত।	জুন ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদনঃ ১.৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন= ৫০৫১৪৩.৪২ বর্গমিটার; ২. ভূমি অধিগ্রহণ=৪৩.৩১ একর; ৩. ড্রেন ও এপ্রোন= ১২৪১৫.৭৮ আর. এম ৪. বাউন্ডারি ওয়াল= ১৩৪৩০.৪১ আরএম ৫. কম্পাউন্ড রোড= ৮৭০১০.৫০ বঃ মিঃ ৬. সাইট উন্নয়ন = ২৫২৪৪৭.৪৭০ মিঃ ৭. আরবরিকালচার= ৪১টি কেন্দ্র ৮. গাড়ী = ৩টি ৯. প্যাসেন্জার লিফট = ১২৬টি	১. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর অগ্রগতির মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন। ২. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৩. আইএমইডি এর পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন। ৪. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন।	১. সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিগত ও অফিস সহায়তা অপরিবর্তিত থাকা। ২. নিয়মিত ও পর্যাপ্ত অর্থ প্রবাহ। ৩. সময়মত নির্মিত ভবনে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হস্তান্তর।

ইনপুট (Inputs):		ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
১. জমি অধিগ্রহণ ২. স্থাপত্য নকশা ৩. কাঠামোগত নকশা ৪. ভবন, কম্পাউন্ড ড্রেন ইত্যাদির নির্মাণসামগ্রী ৫. পরিদর্শন যান ইত্যাদি ৬/ সকল নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। ৭ ভবনের নির্মাণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট জনবল। ৮. অর্থ বরাদ্ধ।	ব্যয় লক্ষ টাকা ১. ভূমি অধিগ্রহণ ২৬০৪১.৫০ ২. সাইট অফিস নির্মাণ ৯৫.২১ ৩. মৃত্তিকা পরীক্ষণ ৯৪.১৮ ৪. মূল ভবন নির্মাণ ইনক্লুডিং আভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ১৪৮৫৩৭.৯০ ৫. বহিঃস্থ বিদ্যুৎ ১০৪১৯.৯৮ ৬. অগ্নি নির্বাপণ ৬৭০.৮০ ৭. ড্রেন ও এপ্রোন ৫১৭.৩৭ ৮. কম্পাউন্ড রোড, কার পার্কিং ও কালভার্ট ৩১৯৯.৮৩ ৯. বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট ৩১৪৪.২৭ ১০. সাইট উন্নয়ন ৮৪৯.৩১ ১১. আরবরিকালচার/ ল্যান্ডস্কেপ ২০৫.০০ ১২. অন্যান্য ২৪৫২.৮৬ ১৩. এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন; ৩৯৭৮.১০ ১৪. আসবাবপত্র ১২৬৯২.০০ ১৫. গাড়ি ক্রয় ১৭৭.০০ ১৬. ওয়ার্ক কন্টিজেন্সি ৩৬৮.০৭ ১৭. আনুসাঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় ১২৬৯০.৮৮	১. গণপূর্ত অধিদপ্তরের অফিস রেকর্ড; ২. প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের অফিস রেকর্ড; ৩. গৃগম এর দলিলপত্রাদি। ৪. গণপূর্ত অধিদপ্তরের দলিলপত্রাদি; ৫. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন। ৬. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গ্রগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৭. আইএমইডি'র প্রকল্প পরিদশন ও মনিটরিং প্রতিবেদন।	১. প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ। ২. যথাসময়ে প্রকল্পের অর্থ ছাড়। ৩. যথাসময়ে প্রকল্পের কার্য ও পণ্য ক্রয়ে ঠিকাদার নিয়োগ। ৪. সময়মত স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন ও সরবরাহ। ৫. কাযোপযোগী অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকা।
	মোট = ২২৬০৩৪.২৯		

১.১২ প্রকল্পের একজিট প্ল্যান (Exit Plan)

প্রকল্পের লিখিত কোনো Exit Plan ডিপিপি-তে সন্নিবেশিত করা হয়নি। প্রকল্পটির "আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়" বাস্তবায়ন করছে। এ সংস্থার ভৌত (স্থাবর) সম্পদ (আদালত ভবনসহ সকল স্থাপনা) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক রক্ষাণাবেক্ষণ করার নিয়ম রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি (Methodology) ও সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য ও পরামর্শকের কার্যপরিধি

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভূমিকার সঙ্গে এর নকশা/পরিকল্পনা এবং ডিপিপিতে বর্ণিত বিষয়সমূহের চলক (Variable) ও নির্দেশকের (Indicator) মান/বিবরণের তুলনার মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার কার্যপরিধি (TOR) অনুসারে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা ও সমাপ্ত করা হয়েছে।

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২ প্রকল্পের অর্থবছর-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছর-ভিত্তক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রাতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যাচাই করা);

৭ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

৮ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুকিঁ, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis করা;

৯ প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ি সুফল অর্জন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হয়েছে। এছাড়া সরেজমিনে পরির্দশন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা;

১০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা, আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১২ আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.২ সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন

সারণী ২.১: বিভাগ ও জেলাওয়ারী সমীক্ষা এলাকা।

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	জেলা	জেলা ক্যাটাগরি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১-২	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	মধ্যম জেলা
		ঢাকা	মধ্যম জেলা
৩	রংপুর	রংপুর	বৃহৎ জেলা
৪-৫	চট্রগ্রাম	কুমিল্লা	বৃহৎ জেলা
		চট্রগ্রাম	বৃহৎ জেলা
৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	বৃহৎ জেলা
৭	রাজশাহী	রাজশাহী	মধ্যম জেলা
৮	খুলনা	যশোর	বৃহৎ জেলা
৯	সিলেট	সিলেট	বৃহৎ জেলা
১০	বরিশাল	বরিশাল	বৃহৎ জেলা
	মোট	১০টি কেন্দ্র।	

২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

ক) নমুনায়ন

সমীক্ষার TOR অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য/উপাত্তের জন্য প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী ব্যক্তিগণ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আদর্শ পরিসংখ্যানিক রীতি অনুসরণ করে উত্তরদাতাগণের নমুনা আকার নির্ণয় করা হয়েছে। বিবেচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বিবেচ্য হয়েছে।

খ) নমুনার আকার নির্ণয়

খ-১) নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী (বর্তমানে চাকুরিরত) নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হল।

$$n = \frac{z^2pq}{e^2 \times df}$$

যেখানে,

n = sample size

p = Proportion/probability of success

q = 1-p

e = precision level 5%, 96% confidence level

ধারনা করা হয়:

z = 1.96 (The value of the standard variation at 96% confidence level)

p = 0.50

q = 0.50

e = 0.05 (precision level 5%)

df = 1.4

উপরোক্ত সূত্রানুসারে নমুনা আকার, n = 274

বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি বিবেচনা করে ৫% নমুনা সংখ্যা বেশি নেওয়া হলো। অতএব নমুনা সংখ্যা হয়েছে = ২৭৪ **X** ৫% = ২৮৮। ধরা যাক, নমুনা সংখ্যা ২৯০।

কিন্তু কারিগরি কমিটির সভায় নমুনা সংখ্যা ৩৫০ ধরার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে জন্য নমুনা সংখ্যা ৩৫০ ধরা হয়েছে।

দেশে বিভাগের সংখ্যা ৮টি। ১০টি জেলা (২৫% এলাকা) হতে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে দুটি বিভাগ হতে দুটি করে ৪টি জেলা এবং অবশিষ্ট ৬টি বিভাগ হতে ১ (একটি) করে ৬টি জেলা অর্থাৎ মোট ১০টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত জেলার প্রতিটি হতে ৩৫ জন করে মোট = ১০ জেলা **X** ৩৫০ জন = ৩৫০ তথ্যদাতার নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভাগওয়ারী জেলার নাম এবং নমুনার আকার নিচের সারণীতে (সারণী নম্বর: ৩-১) প্রদান করা হলো।

সারণী ২.২: বিভাগ ও জেলাওয়ারী নমুনার আকার।

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	জেলা	জেলা ক্যাটাগরি	মোট নমুনার আকার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
১-২	ঢাকা	নারায়নগঞ্জ	মধ্যম জেলা	৩৫
		ঢাকা	মধ্যম জেলা	৩৫
৩	রংপুর	রংপুর	বৃহৎ জেলা	৩৫
৪-৫	চট্রগ্রাম	কুমিল্লা	বৃহৎ জেলা	৩৫
		চট্রগ্রাম	বৃহৎ জেলা	৩৫
৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	বৃহৎ জেলা	৩৫
৭	রাজশাহী	রাজশাহী	মধ্যম জেলা	৩৫
৮	খুলনা	যশোর	বৃহৎ জেলা	৩৫
৯	সিলেট	সিলেট	বৃহৎ জেলা	৩৫
১০	বরিশাল	বরিশাল	বৃহৎ জেলা	৩৫
	মোট			**৩৫০**

গ) এফজিডি (Focus Group Discussion)

বিচারপ্রার্থীদেরসাথে এফজিডি পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল এফজিডিতে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিটি এফজিডিতে ১২ জন অংশগ্রহণকারী থাকবেন। চারটি বিভাগের একটি করে ৪ (চারটি) জেলায় ৪টি এফ জি ডি পরিচালনা করে মোট ৪৮জন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা; ময়মনসিংহ এবং বরিশাল জেলায় এ এফ জি ডি পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘ) নিবিড় আলোচনা (KII)

প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (৩ জন), আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তা (২ জন); পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা (১ জন) এবং আই এম ই ডি-এর কর্মকর্তা (২ জন); স্থানীয়জনপ্রতিনিধি (২ জন), সমাজসেবক (১ জন), সাংবাদিক (১ জন) [মোট ১২ জন] ব্যক্তির সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

উপরোক্তমতে তথ্যপ্রদানকারীর সংখ্যা হয়েছে = ৩৫০ + ৪৮ + ১২ = ৪১০ জন।

ঙ) কেস স্ট্যাডি

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে দ্রুত বিচার পেয়েছেন এমন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

চ) ভৌত পর্যবেক্ষণ/যাচাইকরণ (Physical Varification/Monitoring) এবং ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা

প্রকল্পে বাস্তবায়নাধিন কাজের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্টে কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। TOR এ উল্লেখিত প্রধান অঙ্গসমূহ থেকে ৫% থেকে ১০% অবকাঠামো/উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য ফিল্ড টেস্ট/ল্যাব টেস্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করা হয়েছে এবং ফিল্ড/ল্যাব টেস্ট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের বিবরণ সন্নিবেশ করতঃ কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে তা নিরসনে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের ১০-২০% ক্রয় নথি পর্যালোচনা ও আইএমইডির সরবরাহকৃত ছকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী ২.৩: প্রকার অনুসারে তথ্যদাতার সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

ক্রঃ নং	তথ্যদাতার প্রকার	তথ্যদাতার সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ (Data Instrument)
১	বিচারপ্রার্থী উপকারভোগীর সংখ্যা	৩৫০ জন	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র
২	এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (মোট ৪টি এ এফ জি ডি): [নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা; ময়মনসিংহ এবং বরিশাল জেলায়]	৪৮ জন	চেকলিস্টসহ KII
৩	নিবিড় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১২ জন	গাইডলাইন
	মোট তথ্যপ্রদানকারীর সংখ্যা	৪১০ জন	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। (প্রকল্প অফিসের প্রতিনিধি, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধি, স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিবর্গ এবং কন্ট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধির সমন্বয়ে।)	২০ জন	সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনাসহ মুক্ত আলোচনা।
৬	ক্রয় সংক্রান্ত রিপোর্ট	৩টি	চেকলিষ্ট
৭	পরিদর্শন রিপোর্ট (২৫% জেলার)	১০টি	চেকলিষ্ট
৮	জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। (আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে।)	১টি	সমীক্ষার চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ

২.৪ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় পরোক্ষ গবেষণা বা ডেস্ক রিভিউ ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথা: (ক) সংখ্যাগত জরিপ; এবং (খ) গুণগত জরিপ/মূল্যায়ন।

মাঠপর্যায়ে প্রকল্প সুবিধাভোগীদের (Direct Beneficiaries Group) মতামত গ্রহণের নিমিত্তে কাঠামো গত প্রশ্নপত্রসহ পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার অন্যান্য উত্তরদাতাগণ থেকে নিবিড় আলাপচারিতা (KII), এফজিডি (FGD), স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে গুণগততথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিকন্তু কিছু সফল সুবিধাভোগীদের সফলতার গল্প (Case Study) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাটি মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন- প্রস্তুতি পর্ব, সমীক্ষা পরিচালন পর্ব, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরী পর্ব। এই পর্বসমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

চিত্র-: সমীক্ষা নকশার চার্ট

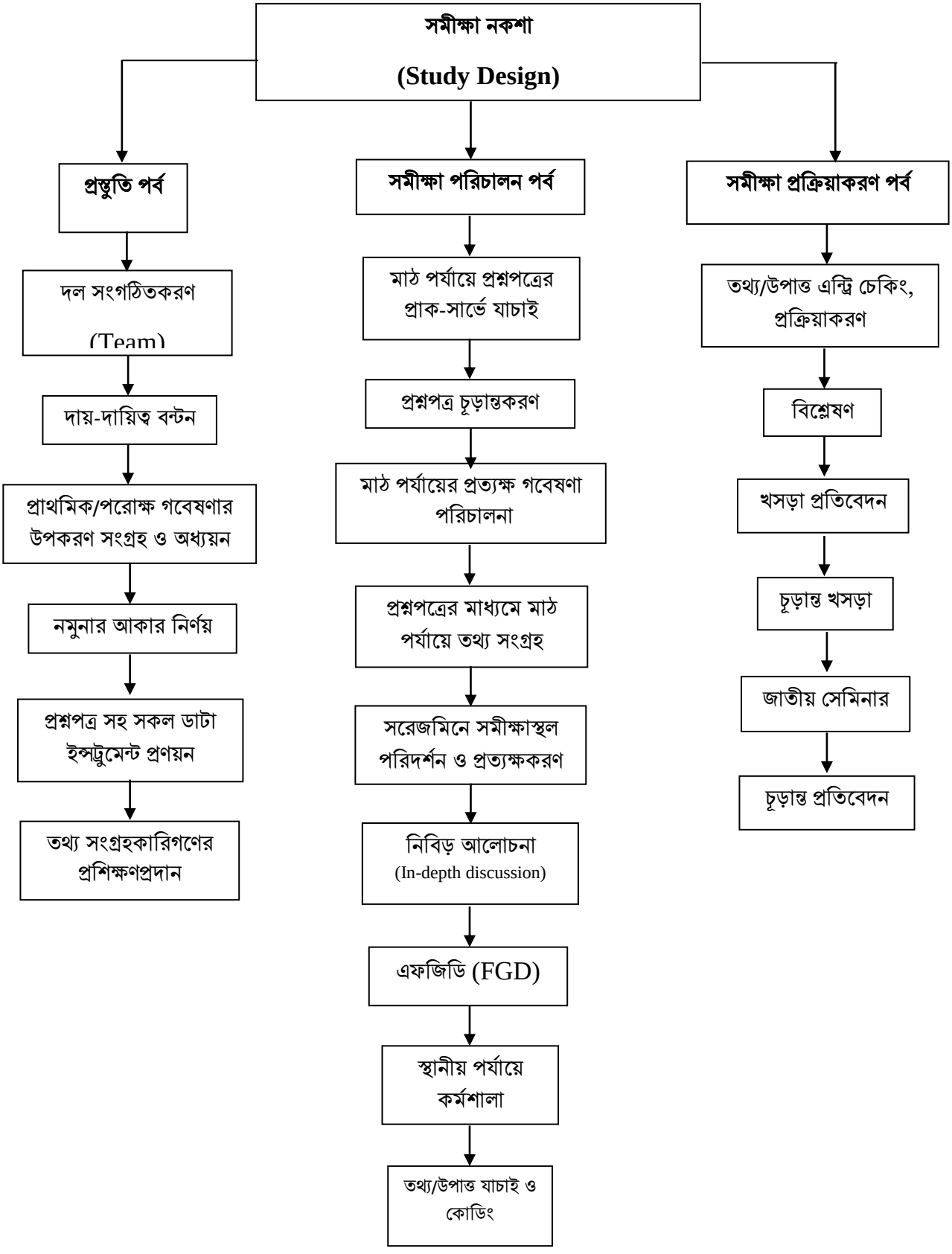

সর্বমোট ৯টি ধাপে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের করণীয়, তদনুযায়ী সমীক্ষা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও নির্দেশক সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রাপ্তির সারণীতে নিচে দেয়া হল।

সারণী ২.৪: সমীক্ষাপরিচালনার ধাপ, করণীয় ও সম্ভাব্যপ্রাপ্তি/ফলাফল

ধাপ (Step)	করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) (Action)	তথ্য/উপাত্তআহরণপদ্ধতি (Method/Instrument)	সম্ভাব্যপ্রাপ্তি/ফলাফল (Outcome)
ধাপ-১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ/ পর্যবেক্ষণ করা।	ক) প্রকল্পের আরটিপিপি, পিসিআর, ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আদেশ, সার্কুলার, প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা খ) তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সংশ্লিষ্ট দলিল, প্রতিবেদন, প্রকাশনা সার্কুলার, ছবি, তালিকা ইত্যাদি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন, যাচাই এবং বিশ্লেষন করা হয়েছে।	• প্রকল্পেরস্থান, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাজেট ও ব্যয়, অগ্রগতি, সফলতা, প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন; • প্রকল্পের লক্ষ্য ভিত্তিক নির্দেশক/চলক সংক্রান্ত ধারণা লাভ; • তথ্যদাতাগণের প্রকার সনাক্ত করণ ও যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি।
ধাপ-২: নমুনার আকার নির্ণয়	নমুনার আকার নির্ণয় পদ্ধতি সেকশন ৩.৫-এ বর্ণিত হল।	যৌক্তিক পরিসংখ্যানিক নিয়মাবলী ও ব্যবহৃত সূত্র অনুসরণ।	• নমুনা আকার ও নমুনা ফ্রেম প্রণীত।
ধাপ-৩:উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও গাইড লাইন প্রণয়ন।	ক) Sampeling Population এর ধরন অনুসারে খসড়া প্রশ্নপত্রপ্রণয়ন করা; খ) চেকলিস্ট ও গাইড লাইন প্রণয়নকরণ।	▪ কাঠামোগত, আধা-কাঠামোগত প্রশ্নপত্র (Structured, Semi-Structured Questionnaire) ▪ KII গাইডলাইন ▪ FGD guideline ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।	• খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট এবং গাইডলাইন প্রণীত ও মাঠ পর্যায়ের যাচাই/পরীক্ষণ সমাপ্ত; • সমীক্ষার খসড়া প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকৃত।
ধাপ-৪: তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, খসড়া প্রশ্নপত্র প্রাক যাচাই ও প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ।	ক) ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ২ জন সুপারভাইজার নিয়োগ খ) তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ গ) খসড়া প্রশ্নপত্র প্রাক যাচাই ঘ) প্রশ্নপত্র অনুমোদন ও চূড়ান্তকরণ।	ক) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতিরর মাধ্যমে খ) উপস্থাপন, মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নউত্তর পর্ব ও মক-টেস্ট গ) হাতে কলমে খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ ও ভুল-ত্রুটি যাচাইকরণ।	• মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীগণের নিয়োগ ও বাস্তব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন; • দক্ষ তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার; • চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট, গাইড লাইন।
ধাপ-৫: প্রকল্প এলাকা থেকে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা।	ক) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন যাচাই, সঠিক মালামাল/সেবাক্রয়/সংগ্রহ হয়েছে কিনা এবং যথাযথ ভাবে সেবা দেয়া হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ।	আরডিপিপিতে বর্ণিত মালামাল, ভৌত কাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত নির্দেশক সম্বলিত উন্মুক্ত সারণী বিশিষ্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করে বাস্তব তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।	• প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নের চিত্র।

ধাপ (Step)	করণীয় (পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড) (Action)	তথ্য/উপাত্তআহরণপদ্ধতি (Method/Instrument)	সম্ভাব্যপ্রাপ্তি/ফলাফল (Outcome)
	খ) ডিপিপি অনুসারে মালামাল, কার্যাদি ও সেবা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় সরকারি ক্রয় নীতি, আইন (পিপিআর '০৮)এ বর্ণিত নিয়মাবলী মানা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।	পিপিআর ২০০৮-এ বর্ণিত নির্দেশক সম্বলিত চেকলিস্ট ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষা করাহয়েছে।	● ক্রয়বা সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ব্যত্যয় (যদি থাকে) চিহ্নিত; ● ব্যত্যয়ের পরিমাণ ও কারণ নির্ধারিত; ● সংগ্রহ পদ্ধতির ত্রুটি চিহ্নিত।
	গ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের সঙ্গে নিবিড় আলোচনা (In-depth discussion)।	উন্মুক্ত সারণী বিশিষ্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করে প্রকল্পের ভূমিকা ও কার্যকারিতা, সমস্যা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করাহয়েছে।	● বিচার প্রার্থীদের উপর প্রভাব; ● প্রকল্পের দুর্বল ও সবল দিক, ভীতি, ঝুঁকি, সুযোগ ইত্যাদি চিহ্নিত।
	ঘ) সুফল ভোগীগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।	কাঠামোগত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।	● উপকারভোগীদের বিচার প্রাপ্তির পরিবেশ সুগম হয়েছে কিনা।
	ঙ) Control Group এর উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকারগ্রহণ।	কাঠামোগত প্রশ্নপত্রব্যবহৃত হয়েছে।	● প্রকল্পের সুফল সম্বন্ধে স্পস্ট ধারণা লাভ।
	চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে KII বা নিবিড় আলোচনা	KII চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।	● প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও অভিজ্ঞতা। ● প্রকল্পের ত্রুটি, সফলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি চিহ্নিত।
ধাপ-৬: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন।	প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক মূখপাত্র, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, আইনজীবীদের প্রতিনিধি, এবং সাংবাদিকদের নিয়ে ১টি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা।	উপস্থাপন, প্রশ্ন উত্তর পর্ব এবং উন্মুক্তআলোচনা।	● প্রকল্পের প্রভাব বিষয়ে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত পরামর্শ ও ভবিষ্যৎ নির্দেশনা লাভ।
ধাপ-৭:উপাত্ত প্রক্রিয়া করণ ও বিশ্লেষণ।	তথ্য/উপাত্ত, নিরীক্ষণ, কোডিং, এন্ট্রি, সংশোধন ও বিশ্লেষণ।	SPSS Version-20 ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	● পূর্ণাঙ্গ টেবুলেশন সহ প্রতিবেদন সহায়ক টেবিল, গ্রাফ, গবেষণা ইত্যাদি লাভ।
ধাপ-৮:খসড়া প্রতিবেদন	খসড়া প্রতিবেদনের প্রণয়ন।	বিশ্লেষণ টেবিল, ব্রেইনস্টর্মিং ও যৌথ আলোচনা।	● খসড়া প্রতিবেদনের প্রণয়ন।
ধাপ-৯: জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারে উপস্থাপন করা।	খসড়া প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন; প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা পর্ব এবং মন্তব্য গ্রহণ।	● জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার মতামত গ্রহণ এবং তা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্তকরণের মাধ্যমে অধিকতর সমৃদ্ধ চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন।

২.৫ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি (Methodology) ও সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

এ অধ্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি, সমীক্ষা নমুনা এলাকা নির্দিষ্টকরণ, নিদের্শক নির্বাচন, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা নির্বাচন, সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা ও ছক ব্যবহারের কৌশল পদ্ধতি, সমীক্ষা পরিকল্পনা, সংগৃহীত তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যেশ্য ও চাহিদার প্রয়োজনে প্রকল্পের সংখ্যাগত ও গুণগত সমীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণকার্য পদ্ধতি

২.৬.১ ভূমিকা

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালের অধিকাংশ সময় ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে যথা সময়ে শেষ করা সম্ভব হয় সে জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে পরামর্শকের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন, কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এতএব কর্মপদ্ধতি সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে কাজের সফলতা। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজের সফলতা অর্জন করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

২.৬.২ কৌশলগতপদ্ধতি (TA: Technical Approach)

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন করার জন্য যে সকল কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR)-এর অনুসরণে করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে বর্তমান সমীক্ষার কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে চার ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যথাঃ

১. দলিলাদি পর্যালোচনা করা:
প্রকল্পটির বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনা করা-ডিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, কেস স্ট্যাডি, জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদি;

২. জরিপ কার্যক্রম:
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির সুবিধাভোগী ও বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে জরিপের মাধ্যমে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ। চলমান প্রকল্প বিবেচনায় নিয়ে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে সমীক্ষার প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। সুবিধাভোগীর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রশ্ন এবং সকলের বোধগম্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১ হতে ১১।)

৩. সরেজমিন পরিদর্শন:
প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভৌত কাজের গুণগত মান যাচাই করার জন্য উপদেষ্টাগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন; ভবন বাহ্যিকভাবে অবলোকন করবেন; সব নির্মাণসামগ্রীর টেস্ট রিজাল্ট (Test Result) সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এতদ্ব্যতীত কনক্রিটের ল্যাবর ্যাটরিতে পরীক্ষা করা শক্তির ফলাফল পরীক্ষা করা হয়েছে। বোর-লগ (Bore-log); বালুর এফএম টেস্ট ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ভৌত কাজ গুণগত মান অর্জন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত ফলাফল চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. কেস স্ট্যাডি:
প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সুফল পেয়েছেন এমন একজন ব্যক্তির অভিমত সংযুক্ত করা হয়েছে। (সংযুক্তি-ঙ)।

২.৬.৩ বিশ্লেষণগত কাঠামো (AF: Analytical Framework)

নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দিষ্ট সংখ্যক নিদের্শকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel ডাটাবেস-এর সাহায্যে এন্ট্রিকরা হয়েছে এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৬.৪ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনের জন্য কার্যপরিধি (টার্মস অব রেফারেন্স)-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো কার্যক্রম যুগোপৎভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো এবং চিত্র-৩.১'এ দেখানো হয়েছে।

প্রথম ধাপ:
এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, ডিপিপি (DPP), কেস স্ট্যাডি এবং ডকুমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সমীক্ষা সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সমীক্ষা এলাকায় নমুনা নির্ধারণ এবং তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমালা ও গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ:
মাঠ পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকারী, তত্বাবধানকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কোডার ইত্যাদি জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তাঁদেরকে মাঠ পর্যায় Field Test করা হয়েছে এবং খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে। পূরণকৃত প্রশ্নপত্র সংশোধন করে খসড়া চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। এবং খসড়া চূড়ান্ত প্রশ্নাবলি ও গাইডলাইন সম্পর্কে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রশ্নাবলী ও গাইডলাইন চূড়ান্তকরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ:
এই ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন। সুপারভাইজারগন মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করবেন। প্রায় ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পূরণ করার পর-পরই যাচাই করবেন। যদি কোনো অসংগতি পাওয়া যায় তবে পূণরায় প্রশ্নপত্রটি পূরণ করা হয়েছে। পরামর্শক সমীক্ষাটিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে নির্বাচিতদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরহতে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ ধাপ:
মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলোতে সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল সারণী (টেবিল), গ্রাফ ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপ:
প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই ধাপে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মতামতের জন্য আইএমইডির নিকট দাখিল করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটি ও পরে স্টিয়ারিং কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক জাতীয় কর্মশালায় ১৩/০৬/২০২২ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র-২.১: তথ্যাদি পর্যালোচনা ও নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজের ধারণা

বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	➢ নিবিড় পরিবীক্ষণটিমের সাথে মিটিং করা। দায়িত্ব বন্টন করা এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে ➢ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা করা; ➢ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনা করা ডিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, কেস স্ট্যাডি, জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদি; ➢ বাস্তবায়িত কাজের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা; ➢ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্যসমূহ ও পরিকল্পিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা।
প্রস্তুতিমূলক কাজ	➢ নমুনার আকার নির্ধারণ করা; ➢ বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নপত্র/চেকলিষ্ট এবং গাইডলাইন তৈরী করা; ➢ তথ্য সংগ্রহকারী, তত্বাবধানকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কোডার ইত্যাদি নিয়োগ; ➢ তথ্য সংগ্রহকারী ও তত্বাবধানকারীদের প্রশিক্ষন প্রদান; ➢ প্রশ্নপত্র Field Test করা হয়েছে এবং Field Test এর আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা; ➢ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরী এবং আইএমইডি তে উপস্থাপন।
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিয়ন্ত্রন	➢ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Face to face interview, KII and FGD); ➢ তত্বাবধানকারীগন মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করা; ➢ প্রায় ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পূরণ করার পর-পরই যাচাই করা; ➢ কোন অসংগতি পওয়া গেলে পূণরায় প্রশ্নপত্রটি পূরণ করা হয়েছে; ➢ স্থানীয় পর্যায় কর্মশালার আয়োজন করা।
ডাটা ব্যবস্থাপনা	➢ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা; ➢ সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলো সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ধারণ করা; ➢ সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমুহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা; ➢ প্রাপ্ত ফলাফল সারণী (টেবিল), গ্রাফ ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা; ➢ প্রকল্পের সবলতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা;
প্রতিবেদন তৈরী এবং উপস্থাপন	➢ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা; ➢ খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মতামতের জন্য আইএমইডি-র নিকট দাখিল করা; ➢ খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটি ও পরে স্টিয়ারিং কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা; ➢ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে; ➢ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে।

২.৭ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ছক

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রমের সময় (মাসভিত্তিক) ২০২২															
		ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে			
১	সমীক্ষা পরিকল্পনা ও দলের সদস্যগণের জন্য দায়িত্ব বন্টন																
২	মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাক-যাচাই																
৩	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন																
৪	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান																
৫	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																
৬	প্রশিক্ষণ, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ																
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি																
৮	KII & FGD পরিচালনা করা																
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা																
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																
১২	টেবুলেসন সম্পন্ন																
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ																
১৪	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল																
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা																
১৬	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ																
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																

সারণী ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার টেবিল

ক্র: নং	প্রধান কার্যাবলী	আনুমানিক তারিখ	সময়সীমা
ক)	চুক্তিস্বাক্ষর	০৩/০২/২০২২	১ দিন
খ)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	০৩/০২/২০২২-২২/০২/২০২২	১৫ দিন
গ)	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিপোর্ট সংশোধন	২২/০২/২০২২-২৭/০২/২০২২	০৭ দিন
ঘ)	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন	২৮/০২/২০২২- ০৫/০৩/২০২২	০৭ দিন
ঙ)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ, বাস্তব পর্যবেক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন, প্রকল্প এলাকায় সেমিনার আয়োজন	০৬/০৩/২০২২- ২৬/০৩/২০২২	২০ দিন
চ)	ডাটা কোডিং, ডাটাএন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটাপ্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস ও ১ ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত	২৭/০৩/২০২২-১৮/০৫/২০২২	৪৮দিন
ছ)	টেকনিক্যাল কমিটি/স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	১৯/০৫/২০২২- ২১/০৫/২০২২	৭ দিন
জ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিল	২২/০৫/২০২২-২৮/০৫/২০২২	৭দিন
ঝ)	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার প্রস্তুতি ও প্রতিবেদন উপস্থাপন	২৯/০৫/২০২২- ১৪/০৬/২০২২	৬ দিন
ঞ)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করণ ও দাখিল	১৫/০৬/২০২২-২৮/০৬/২০২২	১০ দিন

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি নিম্নে সারণী-৩.১'এ উল্লখ করা হলো।

সারণী ৩.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি (মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রধান কাজের নাম	একক	পরিমাণ (লক্ষমাত্রা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পরিমাণ)	অগ্রগতি (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (৪১টি)	বঃ মিঃ	৫০৫১৪৩.৪২	৪৯২৯৫৩.৩২	৯৭%
২	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৪৩.৩১	৩৯.৯৭	৯২%
৩	ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণ	রানিং মিটার	১২৪৯৫.৭৮	৯৩৩৪.৬২	৭৫%
৪	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রানিং মিটার	১৩৪৩০.৪১	১০৬২৬.৯৮	৭৯%
৫	কম্পাউন্ড রোড নির্মাণ	বঃ মিঃ	৮৭০২০.৫০	৭২৪৮০.০১	৮৩%
৬	সাইট উন্নয়ন	ঘঃ মিঃ	২৫২৪৪৭.৪৭	২৫১৮১.৮৫	৯৯%
৭	অরবরিকালচার স্থাপন	কেন্দ্র	৪১	১২	২৯%

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির বিশ্লেষণ

প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'তে উল্লেখিত প্রধান প্রধান কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে ৪১টি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন (মোট ৫০৫১৪৩ বঃ মিঃ)'এর ৯৭%; ৪৩.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের ৯২%; ১২৪১৬ রানিং মিটার ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণের ৭৫%; ১৩৪৩০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৭৯%; ৮৭০২১ বঃ মিঃ কম্পাউন্ড রোড নির্মাণের ৮৩%; ২৫১৮০২ ঘঃ মিঃ সাইট উন্নয়ন কাজের ৯৯% এবং ৪১টির মধ্যে ১২টি (২৯%) অরবিকালচার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্জিত অগ্রগতি প্রকল্প বাস্তবায়নের অতিবাহিত সময়ের তুলনায় সমানুপাতিক প্রতীয়মান হয়েছে। ভোলা জেলা এবং পিরোজপুর জেলার আদালত ভবন দুইটির অগ্রগতি সময়ানুপাতিক হারের তুলনায় কম। প্রধান প্রধান কাজ ছাড়াও আনুসাঙ্গিক কাজ যথা পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও গাড়ি পাকিং কাজের সময়ানুপাতিক হারে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অসমাপ্ত ভৌত কাজ চলমান রয়েছে এবং সেগুলোর নির্মাণের অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার কোনো উপসর্গ প্রতীয়মান হয়নি। ৪০টি আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪১টি কেন্দ্রে মোট ৭৯৫টি এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১২টি স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে (অগ্রগতি ৯০%)। ইতোমধ্যে ৩৯৭ টি এজলাসে বিচারকার্য আরম্ভ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৯২% যা সময়ানুপাতিক প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের অর্জিত সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯২%। (প্রকল্পের এপ্রিল ও মে ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়নি।)

৩.২ কেন্দ্রওয়ারী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা

কেন্দ্রওয়ারী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণের অগ্রগতি সারণী ৩.২'এ প্রধান করা হলো।

সারণী ৩.২ কেন্দ্রওয়ারী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণের অগ্রগতি (মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত)

জেলার নাম	ভবনের তলার সংখ্যা	এজলাস সংখ্যা	প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীর মূল্য (প্রকৃত চুক্তি মূল্য)	মার্চ ২২ পর্যন্ত ব্যয়	মার্চ ২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৪)	(৬)	(৭)
১. ময়মনসিংহ	১০ তলা	১৩টি	৪২৬০.৯৬	৩৭৩৮.০২	৯০%	১০ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। আইনজীবী ও বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য অতিরিক্ত দুটি লিফট স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হলে অতিরিক্ত ২টি লিফট ও গ্যারেজ এর কাজ করা হবে।
২. টাঙ্গাইল	১০ তলা	২৯টি	৫২১১.২৬	৪৭৬৮.৫০	৯৯%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ সম্পন্ন। ভেরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অভ্যন্তরিন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে।
৩. নারায়ণগঞ্জ	৮ তলা	৯টি	৩৬৪২.৯৪	৩২৩০.৭১	৯৫%	৮ তলা ভবনের কাজ প্রায় সম্পন্ন। দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ ভবন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।
৪. মুন্সিগঞ্জ	৮ তলা	৯টি	৪৩৬৮.২২	৪১০০.২৭	১০০%	আদালত কার্যক্রম চলছে।
৫. মানিকগঞ্জ	৮ তলা	২১টি	৪৮৭৪.৩৫	৪৬৪৯.৮১	৯৮%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলা কাজ সমাপ্ত। ফায়ার হাইড্রেন্ট ও ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৬. ফরিদপুর	৮ তলা	২১টি	৫২৬৮.৫২	৫০৬৯.৬৪	৯৯%	৮ তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত এবং আদালত কার্যক্রম চলছে।
৭. গোপালগঞ্জ	৮ তলা	৯টি	২৭৮৯.৯৬	২৬৮৪.৫২	১০০%	আদালত কার্যক্রম চলছে।
৮. জামালপুর	১০ তলা	২৯টি	৫৫৫৭.৪১	৫০৬৫.৯৬	৯৬%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভেরিয়েশন প্রক্রিয়াধীন আছে। ভরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে।
৯. ঢাকা	বেজমেন্ট +৯ তলা	১৮টি	৫২১৩.৯৮	৫১২০.৩২	১০০%	আদালত কার্যক্রম চলছে।
১০. কিশোরগঞ্জ	৭ তলা	১৪টি	৫৩৩০.৭৫	৩৬৭২.৪৫	৯৮.%	আদালত কার্যক্রম চলছে। ভবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত।
১১. চট্টগ্রাম	৭ তলা	১৩টি	৪৩৩৯.৯৯	৪২৫৮.৩৪	১০০%	৭ তলা ভবন হস্তান্তরিত এবং আদালত কার্যক্রম চলছে।

জেলার নাম	ভবনের তলার সংখ্যা	এজলাস সংখ্যা	প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীর মূল্য (প্রকৃত চুক্তি মূল্য)	মার্চ ২২ পর্যন্ত ব্যয়	মার্চ ২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৪)	(৬)	(৭)
১২. কুমিল্লা	১০ তলা	৩১টি	৬৩৮৫.৯৪	৬২১৫.৪৯	১০০%	আদালত কার্যক্রম চলছে।
১৩. নোয়াখালী	১০ তলা	২৯টি	৫৯৩৪.৭২	৫৬৬৮.২১	৯৯%	১০ তলা ভবনের কাজ সমাপ্ত ও আদালত কার্যক্রম চলছে। গ্যারেজের ও ভূগর্ভস্থ জলাধার এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।
১৪. লক্ষ্মীপূর	৮ তলা	৯টি	৩৮৭৯.৩৭	২৯৩০.৬৪	৯৩%	৮ তলা ভবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য ভেরিয়েশন অনুমোদন প্রয়োজন। প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হলে গ্যারেজ, রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল এর কাজ সমাপ্ত করা হবে।
১৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০ তলা	২৯টি	৫৬৭১.৯৬	৫৪৩০.৮৭	৯৯%	১০ তলা ভবনের কাজ সমাপ্ত ও আদালত কার্যক্রম চলছে। গ্যারেজের এবং ভূগর্ভস্থ জলাধার এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।
১৬. রাঙ্গামাটি	বেজমেন্ট +৫ তলা	১৩টি	৩৮৯৭.৭৭	২২২৩.১৬	৮৯%	ভবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। লিফট ও বহিঃস্থ বিদ্যুতায়নের কাজ প্রায় সমাপ্ত। শোর পাইলসহ রাস্তার কাজ করার জন্য ৩য় সংশোধনীর অনুমোদন প্রয়োজন।
১৭. দিনাজপুর	১০ তলা	২৯টি	৫০৮২.৬২	৪৭৯৭.২৭	৯৯%	১০ তলা ভবনের কাজ সমাপ্ত ও আদালত কার্যক্রম চলছে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
১৮. রংপূর	১০ তলা	২১টি	৪৮৯৪.৩৩	৪২৯৬.২৫	৯৭%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভেরিয়েশন প্রক্রিয়াধীন আছে। ভরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে। ফায়ার হাইড্রেন্ট ও ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
১৯. বগুড়া	১০ তলা	১৩টি	৩৩৪৭.১২	৩১৫৬.০১	৯৯%	১০ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। সীমানা প্রাচীর ও গেইটের কাজ সমাপ্ত করার জন্য ৩য় সংশোধনীর অনুমোদন প্রয়োজন। লিফট চালু আছে।
২০. রাজশাহী	৮ তলা	১০টি	২৭৬৬.৮৯	২৬৭২.২৫	৯৯%	৮ তলা ভবনের আদালত কার্যক্রম চলছে। সীমানা প্রাচীরের কাজ সমাপ্ত করার জন্য ৩য় সংশোধনীর

জেলার নাম	ভবনের তলার সংখ্যা	এজলাস সংখ্যা	প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীর মূল্য (প্রকৃত চুক্তি মূল্য)	মার্চ ২২ পর্যন্ত ব্যয়	মার্চ ২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৪)	(৬)	(৭)
						অনুমোদন প্রয়োজন।
২১. জয়পুরহাট	৮ তলা	২১টি	৪১৭৯.০৫	৩৭৩০.৩১	৯৯%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলার কাজ সমাপ্ত। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২২. চাপাইনবাবগঞ্জ	৮ তলা	২১টি	৪৩৭০.৯৫	৩৮৯৯.৭৩	৯৮%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলার কাজ সমাপ্ত। ভেরিয়েশন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২৩. কুড়িগ্রাম	৮ তলা	২১টি	৪৬৯৯.৯১	৪৩০০.২২	৯৯%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৭ তলার কাজ সমাপ্ত। ভেরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২৪. পঞ্চগড়	৮ তলা	২১টি	৪৭০৫.৩৫	৪৩৪৩.৯৭	৮৭%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলার কাজ সমাপ্ত। বহিস্থ বিদ্যুতের কাজ এর কাজ প্রায় সমাপ্ত।
২৫. পাবনা	৮ তলা	৯টি	৩৫৭৫.৮৫	৩২৭৯.৯১	৯৯%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-৮ তলা ভবনের কাজ সমাপ্ত। বহিস্থ বিদ্যুতের কাজ এর কাজ প্রায় সমাপ্ত।
২৬. সিরাজগঞ্জ	৮ তলা	২১টি	৫৬৩৪.৭৩	৪২৫৩.৮১	৮৭%	৮ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ভেরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে। রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়ালের দরপত্র আহ্বানের জন্য ৩য় সংশোধনীর অনুমোদন প্রয়োজন।
২৭. খুলনা	১০ তলা	১৩টি	৪৫৪১.৭০	৪২২৫.০৮	৯৯%	১০ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২৮. যশোর	১০ তলা	২৯টি	৫৯৩৭.১৯	৫০১০.৮৫	৯৫%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-১০ তলা ভবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২৯. ঝিনাইদহ	৮ তলা	২১টি	৪৬৫৬.৬৩	৪১৬৯.৫২	৯৮%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলার কাজ প্রায় সমাপ্ত। গ্যারেজ ও গেইট এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।

জেলার নাম	ভবনের তলার সংখ্যা	এজলাস সংখ্যা	প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীর মূল্য (প্রকৃত চুক্তি মূল্য)	মার্চ ২২ পর্যন্ত ব্যয়	মার্চ ২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৪)	(৬)	(৭)
৩০. কুষ্টিয়া	৮ তলা	২১টি	৪৬৮০.৭১	৪২৬৪.৫১	৯৮%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-৮ তলার কাজ সমাপ্ত। ভূগর্ভস্থ জলাধার ও গেইট স্থাপন কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৩১. মাগুরা	৮ তলা	৯টি	৪৫৩৯.৫৬	২৯২৭.৮৭	৮০%	৮ তলা ভবনের অবশিষ্ট কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩২. সাতক্ষীরা	১০ তলা	২৯টি	৬৩৭৮.৮৯	৫৮৩২.৯৪	৯৩%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ সম্পন্ন। ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের পর ভবনের অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৩৩. সিলেট	১০ তলা	২৯টি	৫৯৮৯.৯১	৫২২০.১৪	৯৪%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ প্রায় সমাপ্ত। বহিস্থ বিদ্যুতের কাজ এর কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভেরিফেশন অনুমোদনের পর ভবনের অভ্যন্তরিন অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে।
৩৪. হবিগঞ্জ	১০ তলা	২৯টি	৬০৪৭.৫৪	৫২৯৩.৬৫	৯৭%	৫ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৬-১০ তলার কাজ সমাপ্ত। বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৫. মৌলভীবাজার	বেজমেন্ট +৮ তলা	২১টি	৫৫০৫.২৭	৪৭১৭.৭২	৮৬%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। ৫-৮ তলার ফিনিশিং কাজ চলছে।
৩৬. সুনামগঞ্জ	১০ তলা	২৯টি	৬৯৮২.৭৩	৪৮২৯.৪০	৭৭%	১০ তলা পর্যন্ত ফিনিশিং কাজ চলমান আছে। ভেরিয়েশন অনুমোদনের পর ভবনের অভ্যন্তরিণ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করা যাবে। ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের পর রাস্তা এবং বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ সমাপ্ত করা যাবে।
৩৭. বরিশাল	১০ তলা	১৩টি	৪৯৬৬.৯৫	৪৩৩৪.৮৬	৯৯%	আদালত কার্যক্রম চালু হয়েছে। ১০ তলা ভবনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। ভেরিয়েশন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৮. পটুয়াখালী	৪ তলা	১০টি	৩২৫১.১৫	২৮২৬.২১	৯৯%	৪ তলা পর্যন্ত আদালত কার্যক্রম চলছে। গ্যারেজের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৩৯. ভোলা	৮ তলা	৯টি	৩৭৬০.৫২	১৯১৮.৩৪	৫৮%	বর্তমানে ৮ তলা ভবনের ফিনিশিং

জেলার নাম	ভবনের তলার সংখ্যা	এজলাস সংখ্যা	প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধনীর মূল্য (প্রকৃত চুক্তি মূল্য)	মার্চ ২২ পর্যন্ত ব্যয়	মার্চ ২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৪)	(৬)	(৭)
						কাজ চলছে।
৪০. পিরোজপুর	৮ তলা	২১টি	৬২২১.২১	১১৯১.১৩	১৫%	দরপত্র নিয়ে হাইকোর্টের রীট ও সাইটে মালামাল পৌছানোর জন্য এপ্রোচ রোড এর অভাবে কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কাজ সমাপ্ত। প্রকল্পের সময় আরও ২ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৪১. ঝালকাঠি	৮ তলা	২১টি	৫৫২৬.১৬	৩৫১৬.৮৭	৭৯%	৮ তলা ভবনের কাঠামো ও ব্রিক ওয়ার্ক সমাপ্ত। ফিনিশিং কাজ চলছে। রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়ালের দরপত্র আহ্বানের জন্য ৩য় সংশোধনীর অনুমোদন প্রয়োজন ।

পর্যালোচনা

মোট ৪১টি আদালত নির্মাণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ৫টির নির্মাণ কাজ ১০০%সমাপ্ত হয়েছে। ২৮টির নির্মাণ কাজ ৯০% হতে ৯৯% পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টির মধ্যে ৪টির নির্মাণ কাজ ৮০ হতে ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে; ২টির ৭৭ হতে ৭৯% সম্পন্ন হয়েছে; ১টির ৫৮% এবং ১টির ১৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুইটি আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। আদালত ভবনের নাম ও সর্বশেষ অগ্রগতি পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে প্রকল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবেনা মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

৩.৩ ভুমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪৩.৩১ একর জমি অধিগহণ করার পরিকল্পনা ছিল। মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি ৯২%। জমি অধিগ্রহণের বিলম্বের কারণে বর্তমানে কোনো কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বন্ধ নেই।

৩.৪ প্রল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নে সারণী ৩.৩'এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)

ক্র: নং	অংগের নাম (ডিপিপি অনুসারে)		লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ক) মৃত্তিকা পরীক্ষণ	৪১ কেন্দ্র	৯৪.১৮	৭৮.৫১	০.০৩৫	২২.০০	০.০১	৭৮.৫১	০.০৩৫
২	খ) মেটেরিয়াল টেস্ট	৪১কেন্দ্র	৭৫.৯১	২১.০৯	০.০০৯	১০.০০	০.০০	২১.০৯	০.০০৯
	যানবাহন								
৩	ক) ফুয়েল ও গ্যাস, তেল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬০.০০	৪৫.৭২	০.০২০	৫.০০	০.০০	৪৫.৭২	০.০২০
৪	খ) ড্রাইভারের ওভারটাইম	থোক	১২.০০	৮.২৪	০.০০৪	২.০০	০.০০	৯.২৪	০.০০৪
৫	গ) যানবাহনের মেরাতম	থোক	৫০.০০	৩৮.৪৭	০.০১৭	৫.০০	০.০০	৩৮.৪৭	০.০১৭
৬	ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৮টি	২১৩.২৪	১৫০.৩৯	০.০৬৭	১৫.০০	০.০১	১৬০.৯৬	০.০৭১
৭	গ্রস বেতন		৩০.৮৯	১০.০০	০.০০৪	৬.০০	০.০০	১৩.৪২	০.০০৬
৮	আউটসোর্সিং		১১.৬১	১.৩৮	০.০০১	৩.০০	০.০০	৩.১৩	০.০০১
৯	ভ্রমন ব্যয়	থোক	৫.০০	১.৬৭	০.০০১	২.০০	০.০০	১.৬৭	০.০০১
১০	অফিস কন্টিজেন্সি (প্রধান সমন্বয়ক ও প্রকল্প পরিচালক)	থোক	২২.০০	১৮.৪৬	০.০০৮	৩.০০	০.০০	১৮.৪৬	০.০০৮
১১	কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ইত্যাদি (পরিকল্পনা ইউনিট, আইন ও বিচার বিভাগ)	থোক	৭.০০	৫.৪৫	০.০০২	১.০০	০.০০	৫.৪৫	০.০০২
১২	স্থাপত্য নকশা, ইলেভেশন, সেকশন, সাইট প্লান প্রস্তুতি ও মূদ্রণ	থোক	৮.০০	৫.৯৭	০.০০৩	১.০০	০.০০	৫.৯৭	০.০০৩
১৩	স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং, ডিজাইন, লে-আউট প্ল্যান প্রস্তুতি ও মূদ্রণ	থোক	৭.০০	৬.১৭	০.০০৩	০.৫০	০.০০	৬.১৭	০.০০৩
১৪	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প প্রস্তুতি, মূদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	৮.০০	৪.৫৫	০.০০২	২.০০	০.০০	৪.৫৫	০.০০২
১৫	অনারিয়াম (স্টিয়ারিং কমিটি ও পিএইসি)	থোক	৮.০০	৪.৬৫	০.০০২	২.০০	০.০০	৪.৬৫	০.০০২
১৬	টেলিফোন বিল	থোক	২.০০	০.৯৯	০.০০০	০.৫০	০.০০	০.৯৯	০.০০০
১৭	জমির মূল্য	৪৩.৩১ একর	২৬০৪১.৫০	১৬৬৬২.১৫	১০.৬৩০	৮০৭৮.২৪	০.৮৯	১৬৬৬২.১৫	১০.৬৩০
১৮	সাইট অফিস নির্মাণ	৪১ কেন্দ্র	৯৫.২১	৩০.২৮	০.০১৩	০.০০	০.০০	৩০.২৮	০.০১৩
১৯	ভবন নির্মাণ (ফাউন্ডেশন, ইনক্লুডিং পাইলিং, সুপারস্ট্রাকচার, এল.সি, পোর্চ, ওভারহেট ট্যাংক, লিফট কোর এবং গ্যারেজ ইত্যাদি)	৫০৫১৪৩.৪২ ব: মি:	১৩৮২৭৫.৫৫	১২৪৪১৪.৩২	৫৭.১৬০	৬৫৭৬.৬৪	২.৯১	১২৪৪১৪.৩২	৫৮.১১৬
২০	আভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ	৪১ কেন্দ্র	৩৫৮৪.৯৪	২৬১৭.৮৮	১.২৫৭	৯০.০৫	০.০৪	২৬১৭.৮৮	১.২৯৭
২১	বহিঃস্থ পানি সরবরাহ ও	৪১ কেন্দ্র	১৩২৪.৭৪	৫৩৬.১৭	০.২৭৭	৭৩.০১	০.০৩	৫৩৬.১৭	০.২৭৭

	পয়ঃ নিস্কাশন								
২২	৩” ডায়া পিভিসি ডীপটিউবওয়েল	৪১ কেন্দ্র	৪১০.৮০	২৫০.৪৯	০.১৬৫	২.১৮	০.০০	২৫০.৪৯	০.১৬৫
২৩	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ	৪১ কেন্দ্র	৬৫৭৭.৪১	৪৫৬৬.৭৬	২.৪৬৪	৪৩৩.৪২	০.১৯	৪৫৬৬.৭৬	২.৬৫৪
২৪	লিফট ইনক্লুডিং এআরডি	১২৬টি	৯৩২৫.৮৫	৬৯৫৫.২৩	৩.৫১৬	৯৪২.৫৮	০.৪২	৬৯৫৫.২৩	৩.৮৩৭
২৫	বহিঃ বিদ্যুৎ	৪১ কেন্দ্র	১০৪১৯.৯৮	৭৮৫৮.৪৯	৩.৯০৮	৮০৫.৩৫	০.৩৬	৭৮৫৮.৪৯	৪.১৪৯
২৬	অগ্নি নির্বাপণ	৪১ কেন্দ্র	৬৭০.৮০	২৯৩.০৬	০.১৭১	৫৪.৭০	০.০২	২৯৩.০৬	০.২৩৭
২৭	ড্রেন ও এপ্রোন	১২৪১৫.৭৮ আরএম	৫১৭.৩৭	২১৮.৫৭	০.০৭৯	৪৬.৩২	০.০২	২১৮.৫৭	০.১৮৩
২৮	কম্পাউন্ড রোড, কার পার্কিং ও কালভার্ট	৮৭০২০.৫০ ব: মি:	৩১৯৯.৮৩	১৮৭৯.০৫	১.০১১	৪০৫.০৭	০.১৮	১৮৭৯.০৫	১.০১১
২৯	বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট	১৩৪৩০.৪১আর এম	৩১৪৪.২৭	১৮২৭.৭৯	১.০০৫	৫৭৬.১৯	০.২৫	১৮২৭.৭৯	১.০০৫
৩০	সাইট উন্নয়ন	২৫২৪৪৭.৪৭ ঘনঃ মিঃ	৮৪৯.৩১	৫৭০.২৬	০.৩২৭	২৪.৯৬	০.০১	৫৭০.২৬	০.৩৭৫
৩১	অন্যান্য	থোক	২৪৫২.৮৬	৯৮৫.৮৩	০.৪১১	৩৬.৩৫	০.০২	৯৮৫.৮৩	০.৮৬৮
৩২	আরবরিকালাচার/ল্যান্ডস্কেপ	৪১ কেন্দ্র	২০৫.০০	৬০.০০	০.০২৭	১০.০০	০.০০	৬০.০০	০.০২৭
৩৩	গাড়ি ক্রয়	৩টি	১৭৭.০০	৮০.০০	০.০৫২	০.০০	০.০০	৮০.০০	০.০৫২
৩৪	এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন	৭৯৫টি	৩৯৭৮.১০	৩৬০৩.৬৯	১.৪৮৭	৩৩৫.৪৭	০.১৫	৩৬০৩.৬৯	১.৬৮০
৩৫	আসবাবপত্র	৪১ কেন্দ্র	১২৬৯২.০০	১০২৭৯.৮৯	৪.৪৯২	২০০৫.৪৭	০.৮৯	১০২৭৯.৮৯	৪.৯৪০
৩৬	ওয়ার্ক কন্টিজেন্সি	৪১ কেন্দ্র	৩৬৮.০৭	৩৪১.৮০	০.১৫১	০.০০	০.০০	৩৪১.৮০	০.১৫১
৩৭	ব্লক এলোকেশন	-	৬০৮.৮৪	৪০৮.৮৪	০.১৮১	০.০০	০.০০	৪০৮.৮৪	০.১৮১
৩৮	ফিজিক্যাল কন্ডিজেন্সি	-	৫০০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	মোট		২২৬০৩৪.২৬	১৮৪৮৪২.২৬	৮৮.৯৬২	২০৫৭৬.০০	৬.৪২	১৮৪৮৫৯.০০	৯২.০৩৩

(উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের এপ্রিল ও মে ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্পন্ন হয়নি। সে কারণে উপরের সারণীতে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতির তথ্য প্রদান করা হয়েছে।)

৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

(ক) মোট ৪১টি আদালত নির্মাণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ৫টির নির্মাণ কাজ ১০০%সমাপ্ত হয়েছে। ২৮টির নির্মাণ কাজ ৯০% হতে ৯৯% পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টির মধ্যে ৪টির নির্মাণ কাজ ৮০ হতে ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে; ২টির ৭৭ হতে ৭৯% সম্পন্ন হয়েছে; ১টির ৫৮% এবং ১টির ১৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুইটি আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। আদালত ভবনের নাম ও সর্বশেষ অগ্রগতি পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে প্রকল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবেনা মর্মে সমীক্ষা হতে প্রতীয়মান হয়।

(খ) পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, ভবন আঙ্গিনার পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, গাড়ি পার্কিং ও অরবরিকালচার সংস্থানসহ মোট ৫টি আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ৫টি ভবন সম্পূর্ণ ও ২৮টি আংশিক সমাপ্তসহ মোট ৩৩টি আদালত ভবনে বিচার কাজ শুরু করা হয়েছে।

(গ) প্রায় সমাপ্ত (৯৫% সমাপ্ত) আদালত ভবনগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরের ভবনটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ভবনটি প্রায় দুই বছর পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে (অগ্রগতি ৯৫%)। কিন্তু আদালত ভবনটি বিচার বিভাগকে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। এ আদালত ভবনটি আট তলা বিশিষ্ট। এটির এজলাসের সংখ্যা ৯টি। নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালত এলাকা থেকে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির দূরত্ব প্রায় ২ (দুই) কিলোমিটার। নারয়ণগঞ্জ আদালতে প্রায় ১,৪০০ বিজ্ঞ আইনজীবী আইন ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন। সরেজমিনে প্রতীয়মান হয়েছে, আইনজীবীদের বসার জন্য বর্তমান অবস্থানে একটি পৃথক দ্বিতল ভবন রয়েছে। এ ভবনটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের অতি অল্প দূরে অবস্থিত। আইনজীবীগণের ভাষ্য অনুসারে রাস্তায় যানজট থাকলে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন হতে নব-নির্মিত চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে যাওয়ার জন্য সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা। জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন হতে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে উভয়মুখি যাতায়াত করে মক্কেলগণকে সেবা প্রদান করা অসম্ভব বলে নারায়ণগঞ্জ বারের আইনজীবীগণ মনে

করেন । ফলে নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে বিচার কার্য শুরু করার ব্যাপারে অচল অবস্থা দীর্ঘদিন যাবত বিরাজমান রয়েছে।
(ঘ) পিরোজপুর আদালত ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ঠিকাদার হাইকোর্টে রীট মোকদ্দমা করেছিলেন। রীট মোকদ্দমাটি বর্তমানে নিস্পত্তি হয়েছে এবং নতুন করে দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ কাজটি অগ্রগতি মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৫%। এ কাজটি প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদে (জুন ২০২৩) সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৯২%। বাস্তবায়ন অতিবাহিত সময়ের তুলনায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সময়ানুপাতিক হারে অর্জিত হয়েছে।

৩.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তি সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে ২০০৮-০৯ সাল হতে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

নমুনা হিসেবে জামালপুর গণপূর্ত বিভাগীয় দপ্তর হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এবং হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংগৃহিত দুইটি অডিট আপত্তির তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অডিট আপত্তির তথ্যাদি নিচের দুটি ছকে প্রদান করে প্রতিটির পাশে পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ক) জামালপুর গণপূর্ত বিভাগের অডিট আপত্তি ও পর্যবেক্ষণ

অডিট অর্থবছর	অডিট রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	আপত্তিসমূহ	আপত্তি নিস্পত্তির সর্বশেষ পর্যায় পর্যবেক্ষণ
২০১৫-২০১৬	০১.০৪.২০১৬	আপত্তির শিরোনাম: পিপিআর/২০০৮ ও চুক্তির শর্ত লংঘন করে নির্মাণ কাজে বীমা কভারেজ না করায় ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। চুক্তি নং ও তারিখ: নং-পিডব্লিউ-৮, তাং-১/৪/২০১২। কাজের নাম: চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন নির্মাণ। গণপূর্ত বিভাগের নাম: জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ। আপত্তির বিবরণ: চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ‘তমা কনস্ট্রাকশন’ কার্যদেশের বিপরীতে বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৭৪,৪৩৩.০৫ টাকা (@ ১৫% হারে)। কাজের চুক্তি মূল্য: ২১১,৪৩৪,০০০.০০ টাকা। বীমা মূল্য: ২৩২,৫৭৭,৪০০.০০ টাকা। প্রিমিয়াম: ১,১৬২,৮৮৭.০০ টাকা। আদায়যোগ্য ভ্যাট: ১,৭৪,৪৩৩.০০ টাকা। অডিটের সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।	আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি। আপত্তির অধিকতর ব্যাখ্যামূলক জবাব প্রদান করা হয়নি। ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ঠিকাদার কর্তৃক বীমা গ্রহণ না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের ১,৭৪,৪৩৩.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ঠিকাদারের নিকট হতে টাকা আদায় করে ও সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ অডিট আপত্তির জবাব দাখিল করা সমীচীন হবে।

(খ) হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের অডিট আপত্তি ও পর্যবেক্ষণ

অডিট অর্থবছর	অডিট রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	আপত্তিসমূহ	আপত্তি নিস্পত্তির সর্বশেষ পর্যায় পর্যবেক্ষণ
২০১১-২০১২	০৪.০৪.২০১৩	আপত্তির শিরোনাম: দরপত্রের শর্ত ও পিপিআর/২০০৮ মোতাবেক ঠিকাদার Responsive না হওয়া সত্ত্বেও Tender Manipulation এর মাধ্যমে ঠিকাদারকে ২৩,১১,৬৯,০৮৩/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান। (২) কাজের নাম: "৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জে একটি নির্মাণ। আপত্তির কারণ: কাজের জন্য দুইটি দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে ঠিকাদারের Turn over চাওয়া হয়েছিল ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ২৩,৫৭,৩৬,৯৪৪.০০ টাকা। এর বিপরিতে Turn over হবে ৯৪২.৯৪ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের প্রকৃত Turn over ছিল ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। এ কারণ উল্লেখ করে Tender Manipulation করা হয়েছে মর্মে অডিট কর্তৃক আপত্তি করা হয়েছে। অডিটের সুপারিশ: Tender Manipulation এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ অডিট পরিদপ্তরে জবাব প্রেরণ আবশ্যক।	আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি। অধিকতর জবাব প্রদান করা হয়নি। ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রযোজ্য পরিমাণ টাকার চেয়ে ১৪২.৯৪ লক্ষ টাকা কম Turn over উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুসরণ করা হয়নি। অডিটের সুপারিশ অনুসারে এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাব দাখিল করা সমীচীন।

৩.৭ সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে খাতভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট এর পরিকল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা

৩.৭.১ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের তথ্যাদি সারণী ৩.৪'এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৩.৪ প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের তথ্যাদি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ আরডিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা **(পণ্য)**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
পণ্য (G-1)	জীপ	সংখ্যা	২	ডিপিএম (প্রগতি)	প্রধান সমন্বয়ক/ প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.০০	০১.০৬.২০১০	১৫.০৯.২০১০	৩০.১০.২০১০	ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
পণ্য (G-2)	আসবাবপত্র	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১২৬৯২.০০	০১.০৭.২০১০	সময়ে সময়ে	৩০.০৬.২০২৩	৪০টি কেন্দ্রের ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
পণ্য (G-3)	জীপ	সংখ্যা	১	ডিপিএম	প্রধান সমন্বয়ক	ডিওবি	৯৭.০০	০১.০১.২০২২	২৫.০২.২০২২	৩১.০৩.২০২২	ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
মোট মূল্য							১২৮৬৯.০০				

পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্যাকেজ নং G-1 এবং গাকেজ নং G-3 এর ক্রয় কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজ নং G-2 এর ক্রয় কাজ প্রায় ৯৮% সমাপ্ত হয়েছে।

৩.৮ প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয়ের তথ্যাদি সারণী ৩.৫'এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৩.৫ প্রকল্পের পূর্ত ক্রয় কাজের তথ্যাদি

প্যাকেজ নং	ডিপিপিআরডিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা **(পূর্ত কাজ)**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
কাজ (W-1)	২৮টি কেন্দ্রের জমির মূল্য	একর	৪৩.৩১	ডিরেক্ট	ডিসি	জিওবি	২৬০৪১.৫০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-2)	মৃত্তিকা পরীক্ষা	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৯৪.১৮	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-3)	সাইট অফিস	সংখ্যা	৪১	ওটিএম	তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৫.২১	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-4)	ভবন নির্মাণ	বঃ মিঃ	৫০৫১৪৩.৪২	ওটিএম	গুহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৩৮২৭৫.৫৫	ফেব্রু-২০০৯	১৩৮২৭৫.৫৫	জুন ২০২১	সম্পন্ন।
কাজ (W-5)	অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৩৫৮৪.৯৪	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-6)	বহিস্থ পানি সরবরাহ পয়ঃনিস্কাশন	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৩২৪.৭৪	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমা
কাজ (W-7)	৩ ইঞ্চি ডায়া পিভিসি ডীপটিউবওয়েল	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৪১০.৮০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-8)	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৬৫৭৭.৪১	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-9)	লিফ্ট ইনক্লুডিং এআরডি	সংখ্যা	১২৬	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৯৩২৫.৮৫	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-10)	বহিস্থ বিদ্যুৎ	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১০৪১৯.৯৮	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-11)	অগ্নি নির্বাপন	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৬৭০.৮০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-12)	ড্রেন ও এপ্রোন	আরএম	১২৪১৫.৭৮	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৫১৭.৩৭	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান

প্যাকেজ নং	ডিপিপিআরডিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা **(পূর্ত কাজ)**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
কাজ (W-13)	কম্পাউন্ড রাস্তা এবং পার্কিং	বঃ মিঃ	৮৭০২০.৫০	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	৩১৯৯.৮৩	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-14)	সীমানা প্রাচীর ও গেট	আর এম	১৩৪৩০.৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	৩১৪৪.২৭	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-15)	সাইট উন্নয়ন	ঘঃ মিঃ	২৫২৪৪৭.৪৭	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	৮৯৪.৩১	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-16)	অরবরিকালচার	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	২০৫.০০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-17)	এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন	সংখ্যা	৭৯৫	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত	জিওবি	৩৯৭৮.১০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-18)	অন্যান্য	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	তঃপ্রঃ/পিডি	জিওবি	২৪৫২.৮৬	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-19)	স্থাপত্য ড্রয়িং মুদ্রণ	কেন্দ্র	৪১	আরএফকিউ	তঃপ্রঃ/পিডি	জিওবি	৮.০০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-20)	স্ট্রাকসারাল ড্রয়িং মুদ্রণ	কেন্দ্র	৪১	আরএফকিউ	তঃপ্রঃ/পিডি	জিওবি	৭.০০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-21)	ডিপিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ	কেন্দ্র	৪১	আরএফকিউ	তঃপ্রঃ/পিডি	জিওবি	৮.০০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-22)	ওয়ার্ক কনটিনজেন্সি	কেন্দ্র	৪১	ওটিএম	তঃপ্রঃ/পিডি	জিওবি	৩৬৮.০৭	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
কাজ (W-23)	কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্রাক্স ইত্যাদি (পরিকল্পনা ইউনিট, আইন ও বিচার বিভাগ)	সংখ্যা	৬.০০	ওটিএম	প্রধান সমন্বয়ক/প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০০	ফেব্রু-২০০৯	-	জুন ২০২৩	চলমান
মোট মূল্য							২১১৫৬৫.৭৭				

(সূত্র: ৩য় সংশোধিত ডিপিপি, জানুয়ারী ২০২২।)

পর্যালোচনা:

প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে গণপূর্ত অধিদপ্তর (PWD)/আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনায় পূর্ত কাজ হিসেবে চিহ্নিত মোট ২৩টি প্যাকেজের একটিকে (প্যাকেজ নম্বর W-4) ভবন নির্মাণ হিসেবে আরডিপিপি-তে প্রদর্শন করা হয়েছে। এই একটি প্যাকেজে ৪১টি আদালত ভবন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মোট ৪১টি ভবন নির্মাণ কাজের পরিমাণ ৫,০৫,১৪৩.৪২ বর্গমিটার। এগুলোর ক্রয় পদ্ধতি ওটিএম (OTM)। ৪১টি ভবন নির্মাণের অনুমোদিত ব্যয় ১৩৮২৭৫.৫৫ লক্ষ টাকা। আরডিপিপি'তে এ কাজের দরপত্র আহবানের শুরু ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে চুক্তির কাজ সমাপ্তির তারিখ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রদর্শন করা রয়েছে। বাস্তবে ভবন নির্মাণের জন্য ৪১টি দরপত্র প্যাকেজ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্পন্ন হয়েছে। আদালত ভবনগুলোর তথ্যাদি ও প্রতিটির অনুমোদিত ব্যয় অনুচ্ছেদ ৩.২'তে প্রদান করা হয়েছে। পূর্ত কাজ ও ক্রয় পরিকল্পনা আরডিপি-তে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রতিটি জেলার আদালত ভবন নির্মাণ পৃথক পূর্ত কাজ এবং প্রতিটির ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। সে কারণে প্রতিটি আদালত ভবন পৃথক প্যাকেজ হিসেবে গণ্য। প্রতিটি আদালতের দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ডিপিপি/আরডিপিপি-তে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অথবা

কর্মকর্তার পদবীও পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু তা না করে একটি দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম হিসেবে একাধিক কর্মকর্তার নাম লেখা হয়েছে। প্ল্যানিং ডিসিপলীন (planning discipline) এ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়নি। জেলা প্রশাসক ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে (প্যাকেজ নম্বর W-1) উল্লেখ করা হয়েছে যা সঠিক হয়নি।

৩.৯ পূর্ত কাজ ক্রয় দরপত্র নিরীক্ষা

প্রকল্পের দুইটি পূর্ত প্যাকেজ নিস্পত্তি প্রক্রিয়াকরণ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। সেগুলোর তথ্যাদি নিম্নে সারণী ৩.৬’এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৩.৬: পূর্ত কাজ ক্রয়/টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম

টেন্ডার ও প্যাকেজ নং	ডিপিপি-তে অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	দরপত্র আহবানের তারিখ	পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	ই-জিপি (প্রকাশের তারিখ)	দরপত্র জমাদানের তারিখ	ব্যবধান (দিন)	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড -এর তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পিপিআর-২০০৮ এর সহিত সঙ্গতি বিষয়ে মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১. নং: ৩৪/২০১৫-১৬ নাম: Vertical Extension (5th floor to 9th floor) over Newly constructed Chief Judicial Magistrate Court Building of 64-District Head Quarters in Bangladesh (1st Phase), One at Jamalpur.	১৯৪৫৫৪৬১৩.০০	৩১.০৫.২০১৬	নাম: (ক) আমাদের সময়, (খ) দৈনিক জামালপুর কন্ঠ, (গ) The News Today. তারিখ: ০২.০৬.২০১৬	CPTU Website and PWD Website, তাং: ০২.০৬.২০১৬	৩০.০৬.২০১৬	৩১ দিন।	সদস্য সংখ্যা: ৭ জন। অনুমোদনের তারিখ: ৩০.১০.২০১৬	১৯.০৪.২০১৭	১৬.০৫.২০১৭	১৫৫৫১৫৬৯২.১৫ (১৪.৫৫% নিম্নহার)	পর্যবেক্ষণ নিচে দেওয়া হয়েছে।
২. নং: ০২ (এস), ২০১৬-১৭ Constructed Chief Judicial Magistrate Court Building of 64-District Head	৩৬১০৬৯৯২৫.৮৪	০৫.০৯.২০১৬	(ক) দৈনিক মানবকন্ঠ, (খ) The New Age। তারিখ: ০৯.০৯.২০১৬	CPTU Website and PWD Website, তাং:০৯.০৯.২০১৬	২০.১০.২০১৬	৪৫ দিন।	৭ জন। ২৫.০১.২০১৭	০২.০৩.২০১৭	২৮.০৩.২০১৭	৩৬০৮৭৮১৮৭.৩৫ “০.০৫% নিম্নদর”।	পর্যবেক্ষণ নিচে দেওয়া হয়েছে

টেন্ডার ও প্যাকেজ নং	ডিপিপি-তে অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)	দরপত্র আহবানের তারিখ	পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	ই-জিপি (প্রকাশের তারিখ)	দরপত্র জমাদানের তারিখ	ব্যবধান (দিন)	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অফ এওর্য়াড - এর তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পিপিআর-২০০৮ এর সহিত সঙ্গতি বিষয়ে মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
Quarters in Bangladesh (1st Phase), One at Sirajganj											

পর্যবেক্ষণ

১। ক্রমিক নং-১ এর কাজ সর্বনিম্ন responsive দরপত্রদাতাকে বরাদ্দ করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।
২। ক্রমিক নং-২ এর কাজ সর্বনিম্ন responsive দরপত্রদাতাকে বরাদ্দ করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে। এই দরপত্রের মূল্যায়ন পত্রে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দরপত্র মূল্য ৩৬,০৮,৭৮,১৮৭.৩৫ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উদ্ধৃত দরপত্র মূল্য "০.০৫% নিম্নদর" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সঠিক হিসাব মতে ০.০৫৩১% নিম্নদর। মূল্যায়ন পত্রে সঠিক নিম্নদর হার লেখা সমীচীন।

৩.১০ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্পেসিফিকেশণ মোতাবেক নির্মাণ কাজের পরিমাণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

৩.১০.১ ভৌত কাজ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং গুণগতমান যাচাইকরণ

প্রকল্পের নিবীড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-এর সমীক্ষা দল কর্তৃক নিম্ন বির্ণিত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা হয়। ভবনগুলোর ভৌত অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ডিজাইন পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন অঙ্গের সরেজমিনে পরিমাপ পরীক্ষা করা হয়েছে।

(১) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাম: টাঙ্গাইল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

কাজের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯%।
বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
অরবরিকালাচার: কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
পানি সরবরাহ: কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
পয়ঃনিস্কাশন কাজ: নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: সম্পন্ন হয়নি।
গাড়ি পার্কিং নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
আদালত ভবনের অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ: আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
ভবনের বাহিরের দিকের অবয়ব: অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে।
নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান: সিমেন্ট, বালু, চিপস (chips), (m.s.rod) ইত্যাদি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গেছে। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল।
নির্মাণ কাজে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কনক্রিট মিক্সিং-এর জন্য মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে; এবং বীম ও পিলার ঢালাইয়ের সময়ে ভাইব্রেটার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ:
- ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্পেসিফিকেশন প্রতিপালন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- নির্মাণ কাজের ত্রুটি: ভবনের বাহিরের দিকে অথবা অভ্যন্তরের কাঠামো (বীম, পিলার ইত্যাদি)'তে কোনো দৃশ্যমান ত্রুটি নেই।
-রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ত্রুটি রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ ত্রুটি নিরসন করা প্রয়োজন।
- গুণগতমান যাচাইকরণে আদালত ভবন নির্মাণ কাজের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্র। টাঙ্গাইল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন।

চিত্র। টাঙ্গাইল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার খারাপ ব্যবস্থাপনা।

চিত্র। টাঙ্গাইল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার খারাপ ব্যবস্থাপনা।

চিত্র। টাঙ্গাইল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের দেওয়ালের পয়েন্টিং কাজ ভালো হয়নি। ইটগুলোর গুণগত মান ভাল নয়।

(২) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাম: গোপালগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

কাজের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।

বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।

অরবরিকালাচার: কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পানি সরবরাহ: কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

পয়ঃনিস্কাশন কাজ: নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: সম্পন্ন হয়নি।
গাড়ি পার্কিং নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
আদালত ভবনের অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ: আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
ভবনের বাহিরের দিকের অবয়ব: অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে।
নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান: সিমেন্ট, বালু, চিপস (chips), (m.s.rod) ইত্যাদি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গেছে। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল।
নির্মাণ কাজে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কনক্রিট মিক্সিং-এর জন্য মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে; এবং বীম ও পিলার ঢালাইয়ের সময়ে ভাইব্রেটার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।
পর্যবেক্ষণ:
- ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্পেসিফিকেশন প্রতিপালন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজের ত্রুটি: ভবনের বাহিরের দিকে অথবা অভ্যন্তরের কাঠামো (বীম, পিলার ইত্যাদি)-তে কোনো দৃশ্যমান ত্রুটি নেই।
- আদালত ভবনের কম্পাউন্ডে রাখা পুরানো গাড়িগুলো অন্যত্র সরানো প্রয়োজন।
- গুণগত মান যাচাইকরণে আদালত ভবন নির্মাণ কাজের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্র। গোপালগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন ।

চিত্র। গোপালগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ০১.১১.২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৩) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাম: নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
কাজের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৫%।
বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
অরবরিকালাচার: কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
পানি সরবরাহ: কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
পয়ঃনিস্কাশন কাজ: নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: সম্পন্ন হয়নি।
গাড়ি পার্কিং নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
আদালত ভবনের অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ: আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
ভবনের বাহিরের দিকের অবয়ব: অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে।
নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান: সিমেন্ট, বালু, চিপস (chips), (m.s.rod) ইত্যাদি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গেছে। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল।
নির্মাণ কাজে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কনক্রিট মিক্সিং-এর জন্য মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে; এবং বীম ও পিলার ঢালাইয়ের সময়ে ভাইব্রেটার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ:
- ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্পেসিফিকেশন প্রতিপালন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজের ত্রুটি: ভবনের বাহিরের দিকে অথবা অভ্যন্তরের কাঠামো (বীম, পিলার ইত্যাদি)-তে কোনো দৃশ্যমান ত্রুটি নেই।
-বাস্তবায়ন কাজ এখনও শতভাগ সম্পন্ন হয়নি; এবং ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর গ্রহণ করেনি।
- গুণগত মান যাচাইকরণে আদালত ভবন নির্মাণ কাজের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্র। নারায়ণগঞ্জ জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন।

(৪) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

কাজের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯%।
বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
অরবরিকালাচার: কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
পানি সরবরাহ: কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
পয়ঃনিস্কাশন কাজ: নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: সম্পন্ন হয়নি।
গাড়ি পার্কিং নির্মাণ: সম্পন্ন হয়েছে।
আদালত ভবনের অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ: আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।
ভবনের বাহিরের দিকের অবয়ব: অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে।
নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান: সিমেন্ট, বালু, চিপস (chips), (m.s.rod) ইত্যাদি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গেছে। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল।
নির্মাণ কাজে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হয়েছে।
নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য কনক্রিট মিক্সিং-এর জন্য মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে; এবং বীম ও পিলার ঢালাইয়ের সময়ে ভাইব্রেটার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

-ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্পেসিফিকেশন প্রতিপালন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজের ত্রুটি: ভবনের বাহিরের দিকে অথবা অভ্যন্তরের কাঠামো (বীম, পিলার ইত্যাদি)-তে কোনো দৃশ্যমান ত্রুটি নেই।
- গুণগত মান যাচাইকরণে আদালত ভবন নির্মাণ কাজের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন।

চিত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন।

৩.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট (output) পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

লগ ফ্রেমের মোট চারটি ধাপের প্রতিটির (ক) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI), (খ) যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV) এবং (গ) গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA) লেখা অপরিহার্য। প্রকল্পটির লগ ফ্রেম সারণী ৩.৭'এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৩.৭ লগ ফ্রেমের চারটি ধাপ ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণণা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal) ১. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা। ২. গুরুত্বপূণ নথিপত্র ও দলিলাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করা।	১. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সন্তুষ্টি। ২. আইনী সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সন্তুষ্টি।	১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত রেকর্ড/তথ্যাদি। ২. বিভিন্ন জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সংরক্ষিত রেকর্ড/তথ্যাদি। ৩. প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন।	
উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome) ১. ৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন যথাযথ কাযোপযোগী সুযোগ সুবিধা সম্বলিত খাস কামরা, এজলাস কাঠগড়া, কনফারেন্স রুম ও ডে কেয়ার সেন্টার, অফিস স্পেস সৃষ্টি।	১. টাইপ-১, টাইপ-২ স্বতন্ত্র স্থাপত্য নকশা অনুসারে চীফ জুডিসিয়াল ম্যঅজিষ্ট্রেট আদালত ভবন=৪১টি ২. সীমানা প্রদশনের জন্য সীমানা প্রাচীর ৪১টি ৩. সাইট উন্নয়ন = ৩২টি কেন্দ্রে। ৪. আরবরিকালচার = ৪১টি কেন্দ্রে।	১. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ২. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৩. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন। ৪. আইএমইডি এর পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন।	১. সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত। ২. যথাসময়ে ভবনটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের বহিভুক্ত করা। ৩. ভবন হস্তান্তর পরবর্তী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা।
আউটপুট (Outputs) ১. ৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন (নির্মিত)। ২. ২৩টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন। ৩. কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মিত। ৪. কম্পাউন্ড রোড নির্মিত। ৫. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মিত। ৬. সাইট উন্নয়ন সম্পন্ন। ৭. আরবরিকালচার সম্পন্ন। ৮. এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপিত।	জুন ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদনঃ ১.৪১টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন= ৫১৩৫০৬ বর্গমিটার; ২. ভূমি অধিগ্রহণ=৪৩.২২ একর; ৩. ড্রেন ও এপ্রোন= ১৪০২১ আর. এম ৪. বাউন্ডারি ওয়াল= ১৪৬৩৮ আরএম ৫. কম্পাউন্ড রোড= ১১০৬৪ বঃ মিঃ ৬. সাইট উন্নয়ন = ৩২টি ৭. আরবরিকালচার= ৩৭টি কেন্দ্র ৮. গাড়ী = ৪টি	১. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর অগ্রগতির মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন। ২. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৩. আইএমইডি এর পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন। ৪. প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন।	১. সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিগত ও অফিস সহায়তা অপরিবর্তিত থাকা। ২. নিয়মিত ও পর্যাপ্ত অর্থ প্রবাহ। ৩. সময়মত নির্মিত ভবনে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হস্তান্তর।

ইনপুট (Inputs):		ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
১. জমি অধিগ্রহণ ২. স্থাপত্য নকশা ৩. কাঠামোগত নকশা ৪. ভবন, কম্পাউন্ড ড্রেন ইত্যাদির নির্মাণসামগ্রী ৫. পরিদর্শন যান ইত্যাদি ৬/ সকল নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। ৭ ভবনের নির্মাণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট জনবল। ৮. অর্থ বরাদ্ধ।	ব্যয় লক্ষ টাকা ১. ভূমি অধিগ্রহণ ২৫৮২১.৯৯ ২. সাইট অফিস নির্মাণ ৯৫.২১ ৩. মৃত্তিকা পরীক্ষণ ৯৪.১৮ ৪. মূল ভবন নির্মাণ ইনক্লুডিং আভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ১৫৩১৫৬.৪৬ ৫. বহিঃস্থ বিদ্যুৎ ১০৬৪২.৭৯ ৬. অগ্নি নির্বাপণ ৭৩০.৮০ ৭. ড্রেন ও এপ্রোন ৬১৬.৭৮ ৮. কম্পাউন্ড রোড, কার পার্কিং ও কালভার্ট ৩২১৭.৬৬ ৯. বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট ৩২৩৪.৬২	১. গণপূর্ত অধিদপ্তরের অফিস রেকর্ড; ২. প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের অফিস রেকর্ড; ৩. গৃগম এর দলিলপত্রাদি। ৪. গণপূর্ত অধিদপ্তরের দলিলপত্রাদি; ৫. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গৃগম এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন। ৬. গণপূর্ত অধিদপ্তর/ গ্রগম এর পরিদর্শন ও মনিটরিং প্রতিবেদন। ৭. আইএমইডি'র প্রকল্প পরিদশন ও মনিটরিং প্রতিবেদন।	১. এডিপি বরাদ্দ। ২. যথাসময়ে প্রকল্পের অর্থ ছাড়। ৩. যথাসময়ে প্রকল্পের কার্য ও পণ্য ক্রয়ে ঠিকাদার নিয়োগ। ৪. সময়মত স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন ও সরবরাহ। ৫. কাযোপযোগী অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকা।
	১০. সাইট উন্নয়ন ৮৭৪.২০ ১১. আরবরিকালচার/ ল্যান্ডস্কেপ ২০৫.০০ ১২. অন্যান্য ২৩৮২.১৭ ১৩. এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন; ৪০৭৩.৯৩ ১৪. আসবাবপত্র ১৩০৩২.৬৬ ১৫. গাড়ি ক্রয় ২৭৪.০০ ১৬. ওয়ার্ক কন্টিজেন্সি ৪৪৭.৩০ ১৭. আনুসাঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় ১৪১১৬.৫১		
	মোট = ২৩৩০১৬.২৬		

লগ ফ্রেমে উল্লেখিত প্রধান প্রধান আউটপুট (Outputs) এর অর্জনসমূহ সারণী ৩.৮'এ প্রদান করা হলো।
সারণী ৩.৮ লগ ফ্রেমে উল্লেখিত আউটপুট (Outputs) এর অর্জনসমূহ।

সারণী ৩.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি (মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রধান কাজের নাম	একক	পরিমাণ (লক্ষমাত্রা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পরিমাণ)	অগ্রগতি (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (৪১টি)	বঃ মিঃ	৫০৫১৪৩.৪২	৪৯২৯৫৩.৩২	৯৭%
২	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৪৩.৩১	৩৯.৯৭	৯২%
৩	ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণ	রানিং মিটার	১২৪৯৫.৭৮	৯৩৩৪.৬২	৭৫%
৪	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রানিং মিটার	১৩৪৩০.৪১	১০৬২৬.৯৮	৭৯%
৫	কম্পাউন্ড রোড নির্মাণ	বঃ মিঃ	৮৭০২০.৫০	৭২৪৮০.০১	৮৩%
৬	সাইট উন্নয়ন	ঘঃ মিঃ	২৫২৪৪৭.৪৭	২৫১৮১.৮৫	৯৯%
৭	অরবরিকালচার স্থাপন	কেন্দ্র	৪১	১২	২৯%
৮	গাড়ি ক্রয়	সংখ্যা	৪	৩	৭৫%

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ অগগতির তথ্য।)

পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অতিবাহিত সময়ের সমানুপাতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ইনপুট (Input) প্রদান করা হয়েছে। (অগ্রগতির বিশ্লেষণ অনুচ্ছেদ ৩.১'এ প্রদান করা হয়েছে।)

৩.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব প্রধান-সম্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের যাতায়াত ও ভৌত কাজ পরিদর্শনের জন্য যানবাহন নিয়োজিত রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪১ জেলার প্রতিটিতে একজন করে নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে একাধিক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী (শাখা কর্মকর্তা) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপালনরত রয়েছেন।

সারণী ৩.৯ প্রকল্প পরিচালকগণের নাম ও কার্যকাল সংক্রান্ত তথ্য।

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (অতিরিক্ত/মূল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	জনাব মো: এ.এক.এম. আব্দুল্লাহ	০১.০২.২০১০ হতে ১৮.০৭.২০১০	মূল দায়িত্ব। মেয়াদ ৫ মাস ১৭ দিন।
২	জনাব মো: নুরুল ইসলাম	১৮.০৭.২০১০ হতে ০২.০৩.২০১৪	মূল দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ৩ বছর ৮ মাস।
৩	জনাব মো: জাহিদ হোসেন	০২.০৩.২০১৪ হতে ১৫.০১.২০১৬	মূল দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ২ বছর।
৪	জনাব সৈয়দ কামাল হোসেন	১৫.০১.২০১৬ হতে ২০.০৩.২০১৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ২ মাস।
৫	জনাব গাজী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	২০.০৩.২০১৬ হতে ০৮.০১.২০১৭	মূল দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ১১ মাস।
৬	জনাব মো: আব্দুল হাই	০৮.০১.২০১৭ হতে ০৯.০২.২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ১ মাস।
৭	জনাব দেবাশীষ চন্দ্র সাহা	০৯.০২.২০১৭ হতে ২৩.০৭.২০১৮	মূল দায়িত্ব। প্রায় ১ বছর সাড়ে ৫ মাস।
৮	জনাব আমিনুর রহমান	২৩.০৭.২০১৮ হতে অদ্যবধি	মূল দায়িত্ব। মেয়াদ প্রায় ৪ বছর।

পর্যালোচনা

মোট ৮ জন প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে দুই জন (ক্রমিক নং-৪ এবং ৬) স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্য ৬ জন (বর্তমান জনসহ) পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন। আদালত ভবন নির্মাণ কাজ সরকারী অন্যান্য ভবন নির্মাণ কাজের অনুরূপ প্রকৃতির কাজ। এ ধরনের কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ এবং তদুর্ধ্ব প্রকৌশলীগণ যথাযথ যোগ্য ও দক্ষ। সে জন্য উচ্চতর পদে পদোন্নতি অথবা অবসরগ্রহণজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালকের পদ শূন্য হলে সমযোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা সরকারের প্রচলিত বিধান। এ বিধানমতে সময়ে সময়ে নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার কোনো তথ্য সমীক্ষায় নিরূপিত হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের জেলা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং কাজ বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকেন।

৩.১৩ জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা

(ক) বিচারপ্রার্থীগণের মতামত

উত্তরদাতাগণের মতামত/প্রদত্ত তথ্য নিম্নের সারণী-৩.১০'এ বিন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৩.১০ জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের বিন্যাসকৃত মতামত/প্রদত্ত তথ্য।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি ও বিবাদের) প্রদত্ত তথ্যাদি				
তথ্যের বিবরণ	মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	জানিনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১. আদালত ভবনে বিচারপ্রার্থী জনগণের তুলনায় টয়লেটের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা।	৩৫০	৩১০	৩১	৯
শতকরা হার (%)		৮৯%	৯%	৩%
২. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে পানি সরবরাহ আছে কিনা।	৩৫০	৩৫০	০	০
শতকরা হার (%)		১০০%	০%	০%
৩. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে বিজলি বাতি সক্রিয় আছে কিনা।	৩৫০	২৯২	৩৪	২৪
শতকরা হার (%)		৮৩%	১০%	৭%
৪. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মান ভাল কিনা।	৩৫০	২৮২	৩৯	২৯
শতকরা হার (%)		৮১%	১১%	৮%
৫. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতরের এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা?	৩৫০	২৫৫	৬০	৩৫
শতকরা হার (%)		৭৩%	১৭%	১০%
তথ্যের বিবরণ	**মোট উত্তরদাতা**	**উত্তম**	**সন্তোষজনক**	**নিম্নমানের**
৬. আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন?	৩৫০	২৫৯	৮১	১০
শতকরা হার (%)		৭৪%	২৩%	৩%
৭. আদালত ভবনের চতুর্পাশ্বের পয়ঃনালার অবস্থা কেমন?	৩৫০	২৫২	৬৮	৩০
শতকরা হার (%)		৭২%	১৯%	৯%
৮. আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা?	৩৫০	৩২০	১৪	১৬

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি ও বিবাদের) প্রদত্ত তথ্যাদি				
তথ্যের বিবরণ	মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	জানিনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
শতকরা হার (%)		৯১%	৪%	৫%
৯. আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা?	৩৫০	৩১২	১৮	২০
শতকরা হার (%)		৮৯%	৫%	৬%
১০. কোর্ট স্টাফ যখন বাদি/বিবাদি/আসামি/ফরিয়াদির নাম ডাকেন তখন কি আপনারা স্পষ্ট শুনতে পান?	৩৫০	২৭৬	৭৪	০
শতকরা হার (%)		৭৯%	২১%	০%
১১. কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা?	৩৫০	২৮৮	৬২	০
শতকরা হার (%)		৮২%	১৮%	০%
১২. আদালত ভবনের কোন পাশে কোন কেন্টিনের ব্যবস্থা আছে কিনা?	৩৫০	৩১০	৪০	০
শতকরা হার (%)		৮৯%	১১%	০%
১৩. বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য যখন অপেক্ষা করেন তখন বসার জন্য চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা।	৩৫০	২৬৭	৮৩	০
শতকরা হার (%)		৭৬%	২৪%	০%
১৪. আদালতে বিচার প্রার্থীগণ কি পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন?	৩৫০	৮১	০	২৬৯
শতকরা হার (%)		২৩%	০%	৭৩%

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার ফলাফল, স্থানীয় কর্মশালার কার্যবিবরণী ও কেস স্ট্যাডির ফলাফল সংযুক্তি-খ, গ, ঘ ও ঙ'তে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) বিচারপ্রার্থীগণের (বাদি-বিবাদি) মতামত

উত্তরদাতাগণের মতামত/প্রদত্ত তথ্য সংযোজনী-ক'তে প্রদান করা হয়েছে।

জরিপের ফলাফল পর্যক্ষেণ

১। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতর বিচারকাজের জন্য এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা, এ ব্যাপারে ৮৪% উত্তর দাতা বলেছেন 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন, ১০% 'না' জবাব দিয়েছেন; এবং ৬% বলেছেন 'এ ব্যাপারে ধারণা' নেই।

২। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন প্রতীয়মান হয়, এ ব্যাপারে ৮১% উত্তর দাতা বলেছেন 'উত্তম', ৯% বলেছেন 'সন্তোষজনক'; এবং ১০% বলেছেন 'এ ব্যাপারে ধারণা' নেই।

৩। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন 'হ্যাঁ', ৫% বলেছেন 'না'; এবং ৩% বলেছেন 'এ ব্যাপারে ধারণা' নেই।

৪। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা, এ ব্যাপারে ৭৩% উত্তরদাতা বলেছেন 'হ্যাঁ', ২০% বলেছেন 'না'; এবং ৭% বলেছেন 'এ ব্যাপারে ধারণা' নেই।

৫। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা, এ ব্যাপারে ৮৪% উত্তরদাতা বলেছেন 'হ্যাঁ' এবং ১৬% বলেছেন 'না'।

৬। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে অপেক্ষা করার জন্য এজলাসের অভ্যন্তরে বসার প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা, এ ব্যাপারে ৬৬% উত্তরদাতা বলেছেন 'হ্যাঁ' এবং ৩৪% বলেছেন 'না'।

৭। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পরে আদালতে বিচার প্রার্থীগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন কিনা এ ব্যাপারে ৬৮% 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন, ২৮% 'না' জবাব দিয়েছেন এবং ৪% বলেছেন 'এ ব্যাপারে ধারণা নেই'।

(খ) আদালত ভবনের পাশে বসবাসরত শ্রমিক শ্রেণির মতামত

উত্তরদাতাগণের ২৩% বলেছেন আদালতে জনগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার সেবা পাচ্ছে, ৭৭% বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

(গ) আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার কারণে (অথবা নির্মাণ সমাপ্ত হলে) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে/হবে এ ব্যাপারে আদালতের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ লক্ষ্য অর্জনমাত্রা ৫০% অথবা বেশি বলেছেন ৬০%; অর্জনমাত্রা ৬০% এর বেশি বলেছেন ২৫% এবং অর্জনমাত্রা ৭০% এর বেশি বলেছেন ১৫% উত্তরদাতা।

(ঘ) আইনজীবীগণের মতামত

'বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হবে।' এ ব্যাপারে ৪৮% আইনজীবী 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন, ৪২% 'না' জবাব দিয়েছেন এবং 'ধারণা নেই' এমন জবাব দিয়েছেন ১০%।

৩.১৪ পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা

সারণী ৩.১১ পিআইসি সভা ও পিএসসি সভার তথ্যাদি।

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সভার সংখ্যা)	অর্জন (সভার সংখ্যা)	পর্যবেক্ষণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)	২৬	১২	অর্জন ৪৬%।
২	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)	-	১৮	গড়ে ৮.৬৭ মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের পিএসসি-এর সদস্য সংখ্যা ১১ জন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব পিএসসি-এর চেয়ারম্যান। কমিটির সভা প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একবার হওয়ার বিধান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৫৬ মাসে ২৬টি পিএসসি মিটিং হওয়ার বিধান ছিল। এর বিপরিতে মিটিং হয়েছে ১২টি যা প্রয়োজনের তুলনায় ৪৬%।

প্রকল্পের পিআইসি-এর সদস্য সংখ্যা ৬ জন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চীফ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পিআইসি-এর চেয়ারম্যান। কমিটির সভা কত মাসে একবার হতে হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়নি। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৫৬ মাসে ১৮টি পিআইসি মিটিং হওয়ার অনষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ৮.৬৬ মাসে একটি ৮.৬৭ মাসে একটি করে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং কাজের মান নিশ্চিত করা পিআইসি-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল। গড়ে ৮.৬৭ মাসে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয়নি।

পিএসসি এবং পিআইসি সভায় মূলত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা, ভবনের ডিজাইন সংশোধনের সমস্যা, আসবাব পত্র ক্রয়ের সমস্যা, ঠিকাদার কর্তৃক আদালতে রীট মোকদ্দমা করার সমস্যা, ডিপিপি সংশোধনের সমস্যা, বিভিন্ন আন্তঃসংস্থা সিদ্ধান্ত সমস্যা, আন্তঃখাত ব্যয় সমন্বয় সমস্যা, গ্যারেজ নির্মাণের সমস্যা, জমির মূল্য বৃদ্ধি সমস্যা বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃত প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের চাহিদা সমস্যা আলোচনা কিরে দিক নির্দেশনামূলক সমাধান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ১২তম পিএসসি সভায় জনাব আনিসুল হক, মামনীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সভাপতিত্ব করেছেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২.০৩.২০১৯ তারিখে (পিএসসি-এর এটি সর্বশেষ সভা)। এ সভায় মোট ২২টি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

এ সভার একটি অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল: "নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ" সিজেএম আদালত ভবন চালু করার জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু নারায়ণগঞ্জ সিজিএম আদালত ভবনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এ সভার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল "নবনির্মিত ঢাকা সিজিএম আদালত ভবনের ১৮টি এজলাসের মধ্যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর জন্য ১০টি এজলাস বরাদ্দ থাকবে। অবশিষ্ট ৮টির মধ্যে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য ৭টি এজলাস বরাদ্দ থাকবে। বাকী ১টি এজলাস সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এর ফলে মুল উদ্দেশ্য হতে কিঞ্চিত ব্যত্যয় করা হয়েছে।

এ সভার অন্য একটি সিদ্ধান্ত ছিল "ঢাকা, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ এর সংশোধিত নক্সা অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" এ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে।

সভার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল "প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের পরিবর্তে ৩য় সংশোধনী প্রস্তুত করতে হবে। তবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের মেয়াদ আরও ২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধি করতে হবে।" এ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পিআইসি-এর ০৫.০৩.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভায়ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সভাপতিত্ব করেছেন। এ সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল "নেত্রকোনা ও পটুয়াখালীসহ অন্যান্য জেলার সকল অঙ্গের কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত সময় জুন ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পের সকল অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হলো।"

৩.১৫ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের নির্মাণাধীন অবকাঠামোর ভৌত অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ভৌত পরিমাপসহ বিভিন্ন অঙ্গের পরিবীক্ষণ এবং গুণগত মান পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। ভবনের ডিজাইন পর্যালোচনার পর বিভিন্ন অবকাঠামোর কক্ষ, বীম (beam), সিঁড়ি, কলাম, ইত্যাদির পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া গেছে। ভবনের রেলিং, গ্রিল, দরজা, জানালার পরিমাপ সঠিক পাওয়া গেছে। ইলেকট্রিক বোর্ড, তার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

ভবনের বিভিন্ন তলায় স্থাপিত দরজার কাঠের ফ্রেম শক্ত কাঠের প্রতীয়মান হয়েছে। ভবন নির্মাণের সময়ে লোহার সার্টার ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনের বীম, পিলার ও ছাদে (সিলিংয়ে) হানিকম্ব (honey comb) পরিলক্ষিত হয়নি। ভবন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের ফিল্ড টেস্ট করা হয়েছে এবং টেস্ট রেজাল্ট গ্রহণীয় মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত এম এস রডের (m. s. rod) ধাপে ধাপে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়েছে এবং tensile strength গ্রহণীয় মাত্রায় পাওয়া গেছে। নির্মাণকৃত ভবনগুলোর বালু ও পাথর কনার (chips) প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরিতে টেস্ট ধাপে ধাপে করা হয়েছে এবং টেস্ট ফলাফল গ্রহণীযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গেছে। BUET, KUET, CUET, RUET, SUST, BAU, LGED কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর মান ল্যাবরেটরিতে টেষ্ট করা হযেছে। এ সব প্রতিষ্ঠান সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানের টেস্ট ফলাফল সঠিক বিবেচ্য।

পরিদর্শনের সময়ে প্রাপ্ত এবং পর্যবেক্ষণকৃত ল্যাবরেটরিতে টেস্ট সীট হতে দেখা গেছে ছাদ, বীম ও পিলার ঢালাইয়ের সময়ে কনক্রিটের সিলিন্ডার রাখা হয়েছিল এবং টেস্ট করানো হয়েছিল। কনক্রিটের টেস্ট ফলাফল গ্রহণীয় মাত্রার ছিল। কনক্রিট মিক্সিং কাজে এবং আর সি সি (r c c) কাজ ও ইটের কাজ কিউরিং-এর (curing) জন্য নলকূপের পরিস্কার লবন-মুক্ত পানি ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিকাদারের জনবল ছাড়াও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাঁদের অধীনস্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর দপ্তরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, বৈদ্যুতিক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এবং কার্যসহকারীগণ নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ তদারকি করেছেন। মান নিয়েন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বিদ্যমান ছিল এবং তাঁরা মান নিয়ন্ত্রণ তদারকি করেছেন। তাঁরা কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁরা পরিমাপ বহিতে (MB) বাস্তবায়নকৃত কাজের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলীগণ গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিয়ম মাফিক পরিমাপ পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে মর্মে প্রত্যয়ন করেছেন। এভাবে যথাযথ নিয়মে নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

উপদেষ্টাগণের পরিদর্শনের সময়ে নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য নির্মাণাধীন ভবনের পিলার ও বীমের শক্তি (strength) রিবাউন্ড হেমার টেস্ট (rebound hammer test) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। টেস্ট করা অংগগুলোর ফলাফল গ্রহণযোগ্য মাত্রার ছিল। পরিলক্ষিত হয়েছে যে, আদালত ভবনে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ পৃথক টয়লেট নেই। ভবনগুলোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজনীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক ব্যবস্থা ভবনের নিরাপত্তার জন্য সব সময় কার্যক্ষম রাখা প্রয়োজন। প্রকল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ সমাগ্রীর মান ধাপে ধাপে অনুমোদিত ল্যাবেরেটরিতে পরীক্ষা করে মান নিশ্চিত করা সমীচীন হবে।

৩.১৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ পর্যালোচনা

প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে। এর সমাপ্তির তৃতীয় সংশোধিত মেয়াদ জুন ২০২৩। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রকল্পটির অবস্থা এক পর্যায়ে স্থবির হয়ে পড়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ২৮/০৯/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সভার কার্যবিবরণীতে প্রকল্পের তখনকার খারাপ অবস্থা বিবৃত রয়েছে।

সে সভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিলো এরূপ–প্রকল্প পরিচালকের দায়-দায়িত্বসমূহ পালনে সুনির্দিষ্ট নীতি ডিপিপি-তে বর্ণিত না থাকার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মনিটরিং কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকের কার্যকর অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের প্রশাসনিক/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকের গোচরে আনা হয় নাই। প্রকল্প পরিচালক কার্যকরভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই। এ কারণে প্রকল্প সমন্বয়কও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই। সে সময় পর্যন্ত কতিপয় আর্থিক সমস্যা/বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। নির্মাণ কাজের কেন্দ্র ভিত্তিক অনেক সমস্যা সমাধানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের Chain of Command এবং প্রকল্প অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান/গ্রহণ বিলম্বের কারণে কাজের অগ্রগতি স্থবির হয়েছে। প্রকল্প সমন্বয়ক তখন প্রকল্পটি “স্থবিরতার সম্মুখীন” হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণেও প্রকল্পের প্রত্যাশিত ভৌত অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। যে সকল কেন্দ্রের ঠিকাচুক্তি পত্রে ২০০৮-এর সিডিউল দরে প্রাক্কলন করা হয়েছিল সেগুলোর অগ্রগতি অনেক স্লথ হয়েছে। দরপত্র অনুমোদন, ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে সংশ্লিষ্ট না করার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের স্বীয়স্বার্থে একটি কার্যাদেশ বাতিল করার কারণে কাজের অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক আদালতে মামলা করার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। ডিপিপি-এর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবনা ডকুমেন্ট (RDPP) প্রস্তুতকরণে আট মাসের বেশী সময় ব্যয় হওয়ায় কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনায় আসবাবপত্র ক্রয় করার সংস্থান না থাকায় প্রকল্পের অগগতি ব্যাহত হয়েছে। ডিজাইন সংশোধনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। প্রকল্পের ইপ্সিত সেবা প্রদান কাজও বিলম্বিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার আইনজীবীগণ নতুন নির্মিত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে যেতে সম্মত না হওয়ায় প্রায় দুই বছর যাবৎ নতুন ভবনে বিচার কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।

৩.১৭ প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো যথাক্রমে:
(ক) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা।
(খ) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।
(গ) চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

সমীক্ষা হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখনও মে ২০২২ হতে প্রায় ১৪ মাস সময় অবশিষ্ট রয়েছে। তথ্যাদি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রায় ৯২% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। উপকারভোগীগণের প্রদত্ত মতামত অনুসারে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে।
পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির কারণে আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার কারণে আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে।

বাদি-বিবাদিগণ যেন মোকদ্দমার নম্বর, শুনানীর তারিখ এবং কোর্টের নাম সহজে স্মরণ রাখতে পারেন সে জন্য প্রতি ফ্লোরে ইলেক্ট্রোনিক ডিসপ্লে বোর্ডে (EDB) প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৩.১৮ প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পের বর্তমান পর্যায়টি প্রথম পর্যায় (First Phase)। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪১টি জেলায় প্রথম পর্যায়ে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম জুন ২০২৩ সালে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে (যদিও এ সময়ের মধ্যে পিরোজপুর জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন)। প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অবশিষ্ট ২৩টি জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার জন্য একটি নতুন ডিপিপি (২য় পর্যায়) প্রণয়ন করতে হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করার পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) করা হয়নি। সুতরাং বর্তমান প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে ২য় পর্যায়ের কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা যেতে পারে।

৩.১৯ প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় সংযোজনী-অনুচ্ছেদ ১.১০'এ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় সংশোধিত ব্যয় প্রাক্কলন মোট ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকার থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৮৪৮.৪২২৬ কোটি টাকা অর্থাৎ অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৭৮%। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থ বছরে মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৬.৭৪ লক্ষ টাকা। বর্তমান অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ০.০০৭৪%। প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকার এপ্রিল ২০২২ হতে অবশিষ্ট রয়েছে ৪১১.৭৫২৬ কোটি অর্থাৎ ৪১১.৭৫২৬ কোটি টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ১৪ বছর ৫ মাস (১৭৩ মাস)। প্রতি বছর অর্থ বছরে ১৫৬.৭৮৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতি বছর গড়ে ব্যয় হয়েছে গড়ে ১৩৯.৫০৩৬ কোটি টাকা। প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি অর্থ বছরে গড়ে ১৭.২৮৩২ কোটি টাকা কম ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম দুই অর্থ বছরে যথাক্রমে ১.৪২১৮ কোটি টাকা এবং ২৪.২৪৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়; বিশেষ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন জড়িত থাকলে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। (এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে ৪৩.৩১ একর জমি অধিগ্রহণ জড়িত রয়েছে।)

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ২৮.০৯.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সভার কার্যবিবরণী হতে প্রতীয়মান হয়েছে কুষ্টিয়া কেন্দ্রের ঠিকাদার কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন বিচারাধীন থাকায় উক্ত কেন্দ্রের শুরু হওয়া কাজ বন্ধ ছিল। বরিশাল কেন্দ্রে মামলা থাকায় কাজ তখন পর্যন্ত শুরু করা সম্ভব হয়নি। মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রে কাজ ১৪% হওয়ার পরে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে তখন পর্যন্ত নতুন দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন ছিল। অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণেও প্রকল্পের প্রত্যাশিত ভৌত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল না। ফলে ব্যয় স্লথ হয়েছে।

উক্ত সভার কার্যবিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয়েছে যশোর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর এবং চাপাইনবাবগঞ্জ কেন্দ্রের ভৌত কাজের অগ্রগতি তখন ব্যহত হচ্ছিল। ফলে এ সব কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যয় স্লথ হয়েছে।

উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যে সকল কেন্দ্রের চুক্তি ২০০৮-এর সিডিউলের ভিত্তিতে হয়েছে সে সকলকেন্দ্রসমূহে কাজের গতি অনেক স্লথ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।" প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে কাজের প্রাক্কলন চলতি আর্থিক বছরের

সিডিউল অনুসরণ করে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে কাজের অগ্রগতি ধীর হওয়ার কারণে ব্যয়ও কম হয়েছে।

প্রকল্পটির ব্যয় স্লথ হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ ছিল, "নির্মাণ কাজের কেন্দ্র ভিত্তিক অনেক সমস্যা সমাধানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের chain of command এবং প্রকল্প অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান/গ্রহণ বিলম্ব হয়েছে" এবং এ কারণে কাজের অগগ্রতি ব্যহত হয়েছে; ফলশ্রুতিতে ব্যয় ও কম হয়েছে।

৩.২০ জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপরে ১৩/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ সেমিনার সঞ্চালনা করেন। সমীক্ষা দলের দলনেতা PowerPoint'এ সমীক্ষা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন করেন। ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা প্রতিবেদনের ওপর মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণও তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শামীম আকতার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখিত টাঙ্গাইল জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রক্ষণাবেক্ষণজনিত ত্রুটি দ্রুত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা হাতে নেওয়ার জন্য আইএমইডি'র সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখিত নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বিচার কাজ শুরু করতে না পারা সংক্রান্ত অচলাবস্থার উল্লেখ করে তা উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারের সভাপতি আইএমইডি'র মাননীয় সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন লক্ষ্যমাত্রার সাথে অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। SWOT মেট্রিক্স আকারে দেওয়ার জন্য তিনি উপদেশ প্রদান করেন। অডিটের আপত্তির ব্যাপারে আরও বিশ্লেষণ প্রদান করার জন্য তিনি উপদেশ প্রদান করেন। নির্বাহী সার-সংক্ষেপে প্রতিবেদনের অধ্যায়ওয়ারী উল্লেখ করার জন্য তিনি উপদেশ প্রদান করেন। সেমিনারের সমাপ্তি পর্যায়ে প্রধান অতিথি মহোদয় ও সভাপতি মহোদয় একত্রে সহসা সুবিধাজনক সময়ে নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন পরিদর্শন করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

৩.২১ প্রকল্পের Exit Plan সম্বন্ধে পর্যালোচনা

প্রকল্পের লিখিত কোনো একজিট প্ল্যান ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত করা হয়নি। প্রকল্পটি আইন ও বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। এ সংস্থার ভৌত (স্থাবর) সম্পদ (আদালত ভবনসহ সকল স্থাপনা) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করার নিয়ম রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা

সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করা হয়েছে। নির্দেশক/মাত্রা (indicator) অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ নিম্নে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.১ সবলদিকসমূহ (Strengths)	**৪.২ দুর্বলদিক (Weaknesses)**
১। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা আদালত ভবনগুলো সমাপ্ত হলে আদালতের স্পেস (space) বৃদ্ধি পাবে। ২। বৃহৎ পরিসরের আদালত ভবন নির্মাণ করার ফলে আদালতের বিচারক এবং কর্মকর্তাগণের স্বাচ্ছন্দে কাজ করার পরিবেশ বৃদ্ধি পাবে। ৩। বৃহৎ পরিসরের ভবন নির্মাণ করার ফলে মামলার নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। ৪। আদালত ভবনের এজলাসের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক বিচারক বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারবেন। ফলে প্রতি কর্মদিবসে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মামলা স্পিত্তি করা সম্ভব হবে। ৫। প্রতি কর্মদিবসে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা হবে; ফলে বিচার কার্যের গতিশীলতা দ্রুততর হবে। বিচারপ্রার্থীগণও দ্রুত বিচার পাবেন। ৬। বিচার নিস্পত্তির গতি দ্রুততর হলে জনগণের বিচার সেবা পাওয়ার ব্যাপারে অধিকতর আস্থার সৃষ্টি হবে। এর ফলে জনগণের মানসিক প্রশান্তি হবে। ৭। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ার ফলে জনগণের মাঝে অপরাধ প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। ৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার কারণে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।	১। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প সাইটে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণের সাথে নিবীড় আলোচনা ও মত বিনিময় না করা। ২। প্রকল্প পরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োজিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার সীমাবদ্ধতা। ৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানে বিলম্ব। ৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিলম্বিত হওয়া। ৫। নারায়ণগঞ্জ জেলার চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে বিচার কার্য আরম্ভ করতে না পারা। ৬। বেশ কয়েকবার ডিপিপি সংশোধন করা। ৭। বার বার ডিজাইন সংশোধন করা।
৪.৩ সুযোগসমূহ (Opportunities)	**৪.৪ ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
১। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও এজলাসের/বিচারকের স্বল্পতার কারণে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতো। এতে বিচারপ্রার্থীগণের বহুল শ্রম-ঘন্টা/দিবস অপচয় হতো। বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিচারকার্য দ্রুত নিস্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিচারপ্রার্থীগণের শ্রম-দিবস সাশ্রয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২। বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দৃশ্যমানভাবে অর্জিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৩। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বিচারকার্য দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। ফলে বাংলাদেশে মানবধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ৪। বিচার কার্য নিস্পত্তির দীর্ঘসূত্রীতার কারণে পূর্বে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচারালয়ে গিয়ে প্রতিকার	১। প্রকল্পের অবকাঠামো টেকসই রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যথাসময়ে না করা হলে অবকাঠামো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ২। আদালত ভবনে নিরাপত্তা প্রহরী ব্যতীত দপ্তর সময়ের পরে অন্য কেহ অবস্থান করলে অন্তর্ঘাতমূলকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ৩। ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ অথবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম হতে অগ্নিকান্ডের সূচনা হওয়ার ও নথিপত্র এবং আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ৪। ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক অকার্যকর/অচল হলে ভবন বজ্রপাতে ধংস হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ৫। লিফট্ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকবে।

অন্বেষণ করতে কতিপয় লোকের অনীহা ছিল। বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ফলে দ্রুত বিচার পাওয়ার ব্যাপারে জনগণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৫। প্রকল্পের কারণে মানুষের দ্রুত বিচার পাওয়ার পথ অবারিত হয়েছে। ফলে জনগণ এখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ পাবে।	

পর্যালোচনা

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৯২% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা আদালত ভবনগুলোর কারণে আদালতের স্পেস (space) বৃদ্ধি পেয়েছে; বৃহৎ পরিসরের আদালত ভবন নির্মাণ করার ফলে আদালতের বিচারক এবং কর্মকর্তাগণের স্বাচ্ছন্দে কাজ করার পরিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মামলার নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়াও আদালত ভবনের এজলাসের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক বিচারক কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে এবং প্রতি কর্মদিবসে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা হইতেছে। প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের সবলদিকগুলো সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে বিচার কার্য আরম্ভ করার অচল অবস্থা নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রকল্পের এ সব দুর্বলতা সমাধান করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

প্রকল্পটির কারণে মামলার বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন হবে, ফলে সংশ্লিষ্টগণের বহুল শ্রম-ঘন্টা/দিবস সাশ্রয় হবে। দ্রুত বিচার সম্পন্ন হওয়ার কারণে বাদি-বিবাদগণের মানসিক শান্তি হবে এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। প্রকল্পের এ সব সুযোগের সুফল জনগণকে প্রদানের জন্য বিচারকার্য পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে।

আদালতগুলোর নিরাপত্তা/স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হলে ঝুঁকির সৃষ্টি হবে। আদালত ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক অকার্যকর/অচল হলে ভবন বজ্রপাতে ধংস হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। লিফট্ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। এ কাজগুলো যত্ন ও সতর্কতার সাথে এখন হতে ভবিষ্যতে সব সময়ে ভবন রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.০ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো।

৫.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১৮৪৮.৫৯ কোটি টাকা যা মোট ব্যয় প্রাক্কলনের ৭৯%। প্রকল্পের অর্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%। ৪১টি কেন্দ্রে মোট ৭৯৫টি এজলাস ও কাঠগড়া স্থাপন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১২টি স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৯২%। অতিক্রান্ত বাস্তবায়ন সময়ের সাথে অগ্রগতি সমানুপাতিক প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.২ কেন্দ্রওয়ারী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

মোট ৪১টি আদালত নির্মাণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ৫টির নির্মাণ কাজ ১০০%সমাপ্ত হয়েছে। ২৮টির নির্মাণ কাজ ৯০% হতে ৯৯% পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টির মধ্যে ৪টির নির্মাণ কাজ ৮০ হতে ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে; ২টির ৭৭ হতে ৭৯% সম্পন্ন হয়েছে; ১টির ৫৮% এবং ১টির ১৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে প্রকল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে না।

৫.৩ ভুমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৪৩.৩১ একর জমি অধ্রগহণ করার পরিকল্পনা ছিল। মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি ৯২%। বর্তমানে জমি অধিগ্রহণের বিলম্বের কারণে কোনো কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বন্ধ নেই।

৫.৪ প্রল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রকল্পের মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন হতে প্রতীয়মান হয়েছে ৯২% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ((প্রকল্পের এপ্রিল ও মে ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়নি)। এ সময়ে পিরোজপুর কেন্দ্রের অগগ্রতি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন ছিল। ঠিকাদারের বিল পরিশোধে বিলম্বের কারণে এ কেন্দ্রের অগ্রগতি বন্ধ রয়েছে।

৫.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি

পিরোজপুর জেলা আদালতের নির্মাণ কাজ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এই প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ৫টি ভবন ও ২৮টি আংশিক সমাপ্তসহ মোট ৩৩টি আদালত ভবনে বিচার কাজ শুরু করা হয়েছে। মোট ৩৯৭টি এজলাসে বিচারকার্য চালু করা সম্ভব হয়েছে। আইনজীবীদের আপত্তির কারণে নারায়ণগঞ্জ জেলা আদালতে বিচারকার্য শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তি সম্পর্কিত তথ্য

বকেয়া অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি। অধিকতর জবাবও প্রদান করা হয়নি। ত্রিপক্ষীয় সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে সরকারী রাজস্ব ক্ষতি হওয়া এবং দরপত্র আহবানের সময়ে পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম প্রতিপালন না করার কারণ উল্লেখ করে অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। রাজস্ব ক্ষতির টাকা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা সমীচীন। পিপিআর'এর নিয়ম প্রতিপালন না করার কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।

৫.৭ সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে খাতভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট এর পরিকল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা

৫.৭.১ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পর্যালোচনা

পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্যাকেজ নং G-1 এবং গাকেজ নং G-3 এর ক্রয় কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজ নং G-2 এর ক্রয় কাজ ৯৮% সমাপ্ত হয়েছে। পিপিআর-২০০৮'এর নিয়ম-নীতি প্রতিপালন করে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৮ প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয় অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডাব্লিওডি)/আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ডিপিপি/আরডিপিপি-তে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অথবা কর্মকর্তার পদবীও পৃথকভাবে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। জেলা প্রশাসক ক্রয় অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে (প্যাকেজ নম্বর W-1) উল্লেখ করা সঠিক হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম-নীতি প্রতিপালন করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৯ পূর্ত কাজ ক্রয় দরপত্র নিরীক্ষা

সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, সর্বনিম্ন responsive দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে।

৫.১০ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্পেসিফিকেশণ মোতাবেক নির্মাণ কাজের পরিমাণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

৫.১০.১ ভৌত কাজ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং গুণগতমান যাচাইকরণ

ভবনগুলোর ভৌত অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ডিজাইন পর্যবেক্ষণে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষার ফলাফল specification সঠিক পাওয়া গিয়েছে। গুণগত মান যাচাইকরণে নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে কোনো বিরুপ অভিজ্ঞতা হয়নি। ভবনগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি টয়লেট প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। আদালত ভবনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক ক্লিনার (cleaner) নিয়োগ করা যেতে পারে। আদালত ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক ব্যবস্থা ও ভবনের অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক সার্কিটের সক্ষমতা নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট (output) পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অতিবাহিত সময়ের সমানুপাতিক অগ্রগতি (output) অর্জিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ইনপুট (Input) প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

মোট ৮ জন প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে দুই জন (ক্রমিক নং-৪ এবং ৬) স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সময়ে সময়ে বদলী হওয়ার কারণে বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি ব্যহত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৫.১৩ জরিপের ফলাফল

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি ও বিবাদের) প্রদত্ত তথ্যাদি

ক্র: নং	তথ্যের বিবরণ	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	জানিনা	মতামত
	(১)	(৩)	(৪)	(৫)	
১	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতর বিচারকাজের জন্য এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা	৮৪% হ্যাঁ	১০% না	৬% ধারণা নেই।	এ ব্যাপারে ৮৪% উত্তর দাতা বলেছেন ‘হ্যাঁ’ জবাব দিয়েছেন, ১০% ‘না’ জবাব দিয়েছেন; এবং ৬% বলেছেন ‘এ ব্যাপারে ধারণা’ নেই।
২	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন প্রতীয়মান হয়	৮১% উত্তম	৯% সন্তোষজনক	১০% ধারণা নেই।	এ ব্যাপারে ৮১% উত্তর দাতা বলেছেন ‘উত্তম’, ৯% বলেছেন ‘সন্তোষজনক’; এবং ১০% বলেছেন ‘এ ব্যাপারে ধারণা’ নেই।
৩	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা	৯২% হ্যাঁ	৫% না	৩% ধারণা নেই।	এ ব্যাপারে ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন ‘হ্যাঁ’, ৫% বলেছেন ‘না’; এবং ৩% বলেছেন ‘এ ব্যাপারে ধারণা’ নেই।
৪	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা।	৭৩% হ্যাঁ	২০% না	৭% ধারণা নেই।	এ ব্যাপারে ৭৩% উত্তরদাতা বলেছেন ‘হ্যাঁ’, ২০% বলেছেন ‘না’; এবং ৭% বলেছেন ‘এ ব্যাপারে ধারণা’ নেই।
৫	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা।	৮৪% হ্যাঁ	১৬% না	-	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা, এ ব্যাপারে ৮৪% উত্তরদাতা বলেছেন ‘হ্যাঁ’ এবং ১৬% বলেছেন ‘না’।
৬	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারালয়ে বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে অপেক্ষা করার জন্য এজলাসের অভ্যন্তরে বসার প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা	৬৬% হ্যাঁ	৩৪% না	-	এ ব্যাপারে ৬৬% উত্তরদাতা বলেছেন ‘হ্যাঁ’ এবং ৩৪% বলেছেন ‘না’।
৭	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পরে আদালতে বিচার প্রার্থীগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন কিনা	৬৮% হ্যাঁ	২৮% না	৪% ধারণা নেই।	এ ব্যাপারে ৬৮% ‘হ্যাঁ’ জবাব দিয়েছেন, ২৮% ‘না’ জবাব দিয়েছেন এবং ৪% বলেছেন ‘এ ব্যাপারে ধারণা নেই’

১। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতর বিচারকাজের জন্য এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

২। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন প্রতীয়মান হয়, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট।

৩। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট ।

৪। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট ।

৫। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৬। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে অপেক্ষা করার জন্য এজলাসের অভ্যন্তরে বসার প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা, এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট।

৭। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পরে আদালতে বিচার প্রার্থীগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন কিনা এ ব্যাপারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সন্তুষ্ট।

(খ) আদালত ভবনের পাশে বসবাসরত শ্রমিক শ্রেণির মতামত

উত্তরদাতাগণের ২৩% বলেছেন আদালতে জনগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার সেবা পাচ্ছে, ৭৭% বলেছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা নেই।

(গ) আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আদালত ভবন নির্মাণ করার কারণে (অথবা নির্মাণ সমাপ্ত হলে) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে/হবে এ ব্যাপারে আদালতের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ লক্ষ্য অর্জনমাত্রা ৫০% অথবা বেশি বলেছেন ৬০%; অর্জনমাত্রা ৬০% এর বেশি বলেছেন ২৫% এবং অর্জনমাত্রা ৭০% এর বেশি বলেছেন ১৫% উত্তরদাতা।

(ঘ) আইনজীবীগণের মতামত

'বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হবে।' এ ব্যাপারে ৪৮% আইনজীবী 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন, ৪২% 'না' জবাব দিয়েছেন এবং 'ধারণা নেই' এমন জবাব দিয়েছেন ১০%।

৫.১৪ পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা

পিআইসি'র ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৪৬%। পিএসসি'র ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ৮.৬৭ মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ মন্থর হয়েছে। পিআইসি সভা ও পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে।

৫.১৫ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের নির্মাণাধীন কাঠামোর ভৌত অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাপ পরীক্ষা করা হয়েছে। ভবনের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ভবনের ডিজাইন পর্যালোচনার পর বিভিন্ন অবকাঠামোর কক্ষ, বীম (beam), সিঁড়ি, কলাম, ইত্যাদি পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া গেছে। ভবনের রেলিং, গ্রিল, দরজা, জানালার পরিমাপ সঠিক পাওয়া গেছে। ইলেকট্রিক বোর্ড, তার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মান ধাপে ধাপে সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিতে টেষ্ট করানো হয়েছে। টেস্ট ফলাফল গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া অবধি নির্মাণ সমাগ্রীর মান ল্যাবরেটরিতে ধাপে ধাপে টেস্ট করে সঠিক মান নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪ সালে প্রকল্পটির অবস্থা এক পর্যায়ে স্থবির হয়ে পড়েছিল। অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণেও প্রকল্পের প্রত্যাশিত ভৌত অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। যে সকল কেন্দ্রের ঠিকাচুক্তি পত্রে ২০০৮-এর সিডিউল দরে প্রাক্কলন করা হয়েছিল সেগুলোর অগ্রগতি অনেক স্লথ হয়েছে। কার্যাদেশ বাতিল করার কারণে ও ঠিকাদার কর্তৃক আদালতে মামলা করার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। ডিপিপি-এর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবনা ডকুমেন্ট (RDPP) প্রস্তুতকরণে আট মাসের বেশী সময় ব্যয় হওয়ায় কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ জেলার আইনজীবীগণ নতুন নির্মিত চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে যেতে সম্মত না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত হইতেছে। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।

৫.১৭ প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা

পিরাজপুর জেলায় প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রায় ৯২% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

বাদি-বিবাদিগণ যেন মোকদ্দমার নম্বর, শুনানীর তারিখ এবং কোর্টের নাম সহজে স্মরণ রাখতে পারেন সে জন্য প্রতি ফ্লোরে ইলেক্ট্রোনিক ডিসপ্লে বোর্ডে (electronic display board) এ সব তথ্যাদি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৫.১৮ প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পের বর্তমান পর্যায়টি প্রথম পর্যায় (First Phase)। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪১টি জেলায় প্রথম পর্যায়ে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করার পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) করা হয়নি। সুতরাং বর্তমান প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে ২য় পর্যায়ের কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ডিপিপি প্রণয়নসহ অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন করা সমীচীন।

৫.১৯ প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়/বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬০.৩৪২৬ কোটি টাকার হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৪৮.৫৮৫৮ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৮২%। মুন্সিগঞ্জ, যশোর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা এবং কেন্দ্রের ভৌত কাজের অগ্রগতি বিভিন্ন কারণে ব্যহত হয়েছিল। সে কারণে এবং সময়মত তহবিল সরবরাহ না করার কারণে ব্যয় কম হয়েছে।

৩.২০ জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপরে ১৩/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্য আলোচক, অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ, বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার এবং সেমিনারের সভাপতি আইএমইডি'র মাননীয় সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান'এর সারগর্ভ আলোচনা ও মতামত অনুসরণ করে প্রতিবেদনের মান উন্নত করা হয়েছে।

৫.২০ প্রকল্পের Exit Plan সম্বন্ধে পর্যালোচনা

প্রকল্পের লিখিত কোনো একজিট প্ল্যান (EP) ডিপিপি-তে সন্নিবেশিত করা হয়নি। প্রকল্পটির "আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়" বাস্তবায়ন করছে। এ সংস্থার ভৌত (স্থাবর) সম্পদ (আদালত ভবনসহ সকল স্থাপনা) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করার এখতিয়ার রয়েছে। নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া ভবনগুলো manual অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করা সমীচীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশমালা

প্রকল্পের ব্যাপারে সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

- অডিট আপত্তি নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। (অনুচ্ছেদ-৫.৬)।
- আদালত ভবনের বজ্রপাত-নিরোধক ব্যবস্থা ও ভবনের অভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক সার্কিটের সক্ষমতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৫.১০.১)।
- প্রতিটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ-৫.১০.১)
- আদালত ভবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লীনার (cleaner) নিয়োগ করা যেতে পারে এবং পরিচ্ছন্নতার মান প্রতি কর্মদিবসে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ-৫.১০.১)।
- প্রকল্পের অগ্রগতি তরান্তিত করার জন্য নিয়মিত পিআইসি, স্টিয়ারিং এবং এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (অনুচ্ছেদ-৫.১৪)।
- প্রকল্প সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ সমাগ্রীর মান ধাপে ধাপে ল্যাবরেটরিতে (laboratory) টেস্ট করে সঠিক গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৫.১৫)।
- নির্মাণ কাজ চলমান অবস্থায় দরপত্র বাতিল করা অথবা মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার পরিস্থিতি পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৫.১৬)।
- নারায়ণগঞ্জ জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বিচার কার্য শুরু করার অচল অবস্থা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ-৫.১৬)।
- প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। (অনুচ্ছেদ-৫.১৬)।
- মোকদ্দমার নম্বর, শুনানীর তারিখ এবং কোর্টের নাম প্রতি ফ্লোরে ইলেক্ট্রোনিক ডিসপ্লে বোর্ডে (electronic display board) প্রদর্শন করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ-৫.১৭)।
- সমাপ্ত আদালত ভবনগুলো প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্রুত গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা সমীচীন। (অনুচ্ছেদ-৫.২০)।

৬.২ উপসংহার

সমীক্ষার ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটির ইতিবাচক প্রভাব জনগণ উপলব্দি করতে শুরু করেছেন। প্রকল্পটি যথাসম্ভব দ্রুত সমাপ্ত করে জনগণকে বিচার সেবা প্রদান করার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সংযুক্তি-ক।

(ক) বিচারপ্রার্থীগণের মতামত

উত্তরদাতাগণের মতামত/প্রদত্ত তথ্য নিম্নের সারণীতে বিন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি ও বিবাদের) প্রদত্ত তথ্যাদি				
তথ্যের বিবরণ	মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	জানিনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১. আদালত ভবনে বিচারপ্রার্থী জনগণের তুলনায় টয়লেটের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা।	৩৫০	৩১০	৩১	৯
	(%)	৮৯%	৯%	৩%
২. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে পানি সরবরাহ আছে কিনা।	৩৫০	৩৫০	০	০
		১০০%	০%	০%
৩. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে বিজলি বাতি সক্রিয় আছে কিনা।	৩৫০	২৯২	৩৪	২৪
		৮৩%	১০%	৭%
৪. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মান ভাল কিনা।	৩৫০	২৮২	৩৯	২৯
		৮১%	১১%	৮%
৫. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতরের এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা?	৩৫০	২৫৫	৬০	৩৫
		৭৩%	১৭%	১০%
		উত্তম	সন্তোষজনক	নিম্নমানের
৬. আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন?	৩৫০	২৫৯	৮১	১০
		৭৪%	২৩%	৩%
৭. আদালত ভবনের চতুর্পার্শ্বের পয়ঃনালার অবস্থা কেমন?	৩৫০	২৫২	৬৮	৩০
		৭২%	১৯%	৯%
৮. আদালত ভবনের সীমানা প্রাচীরের অবস্থা কেমন?	৩৫০			
		হ্যাঁ	না	জানিনা
৯. আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা?	৩৫০	৩২০	১৪	১৬
		৯১%	৪%	৫%
১০. আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা?	৩৫০	৩১২	১৮	২০
		৮৯%	৫%	৬%
১১. কোর্ট স্টাফ যখন বাদী/বিবাদী/আসামি/ফরিয়াদির নাম ডাকেন তখন কি আপনারা স্পষ্ট শুনতে পান?	৩৫০	২৭৬	৭৪	০
		৭৯%	২১%	০%
১২. কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা?	৩৫০	২৮৮	৬২	০
		৮২%	১৮%	০%
১৩. আদালত ভবনের কোন পাশে কোন কেন্টিনের ব্যবস্থা আছে কিনা?	৩৫০	৩১০	৪০	০
		৮৯%	১১%	০%
১৪. বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য যখন অপেক্ষা করেন তখন বসার জন্য	৩৫০	২৬৭	৮৩	০

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি ও বিবাদের) প্রদত্ত তথ্যাদি				
তথ্যের বিবরণ	মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	জানিনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা।				
		৭৬%	২৪%	০%
১৫. আদালতে বিচার প্রার্থীগণ কি পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন?	৩৫০	৮১	০	২৬৯
		২৩%	০%	৭৩%

জরিপের ফলাফলের কয়েকটি চার্ট নিম্নে প্রদান হলো।

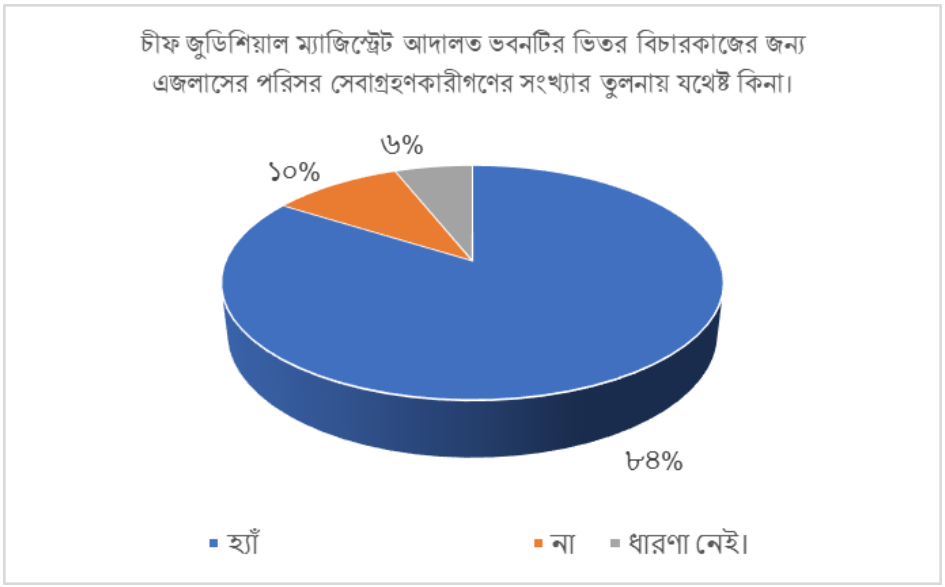

চিত্র-১।

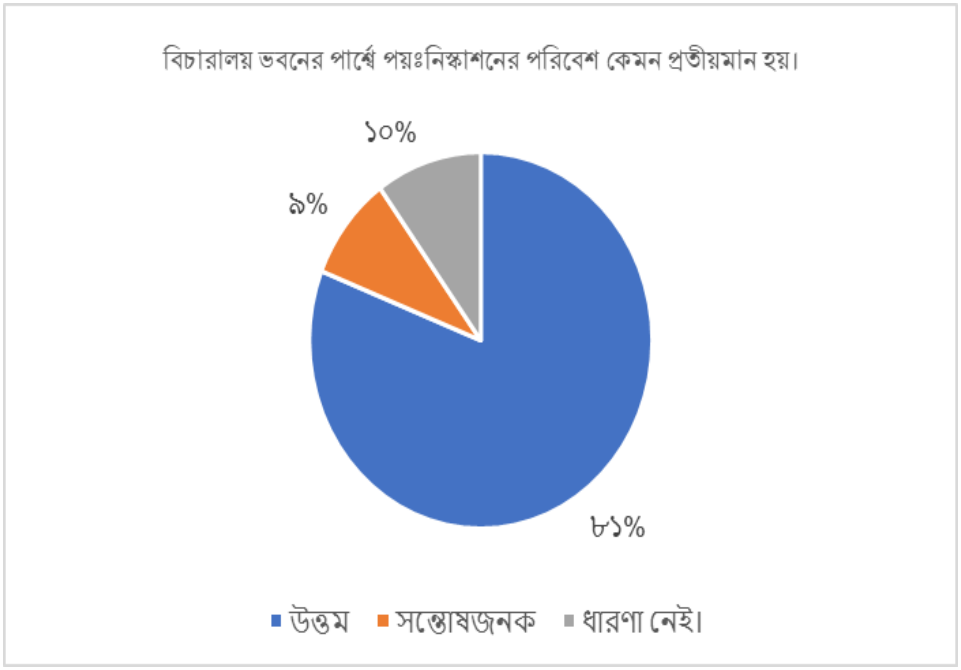

চিত্র-২।

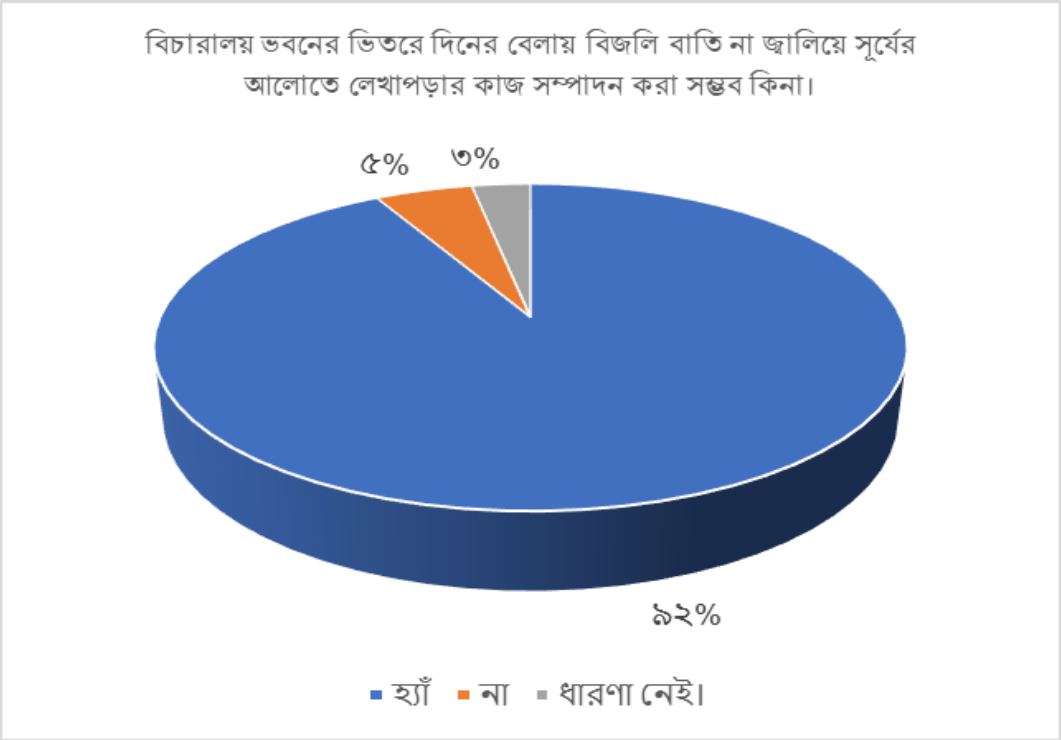

চিত্র-৩।

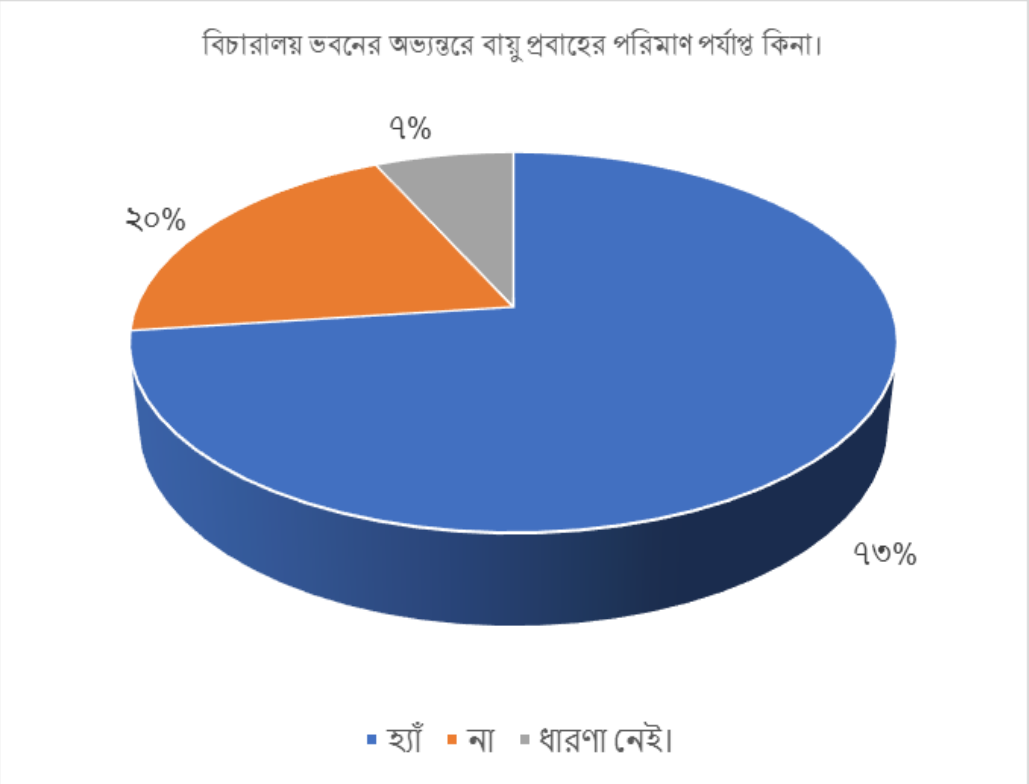

চিত্র-৪।

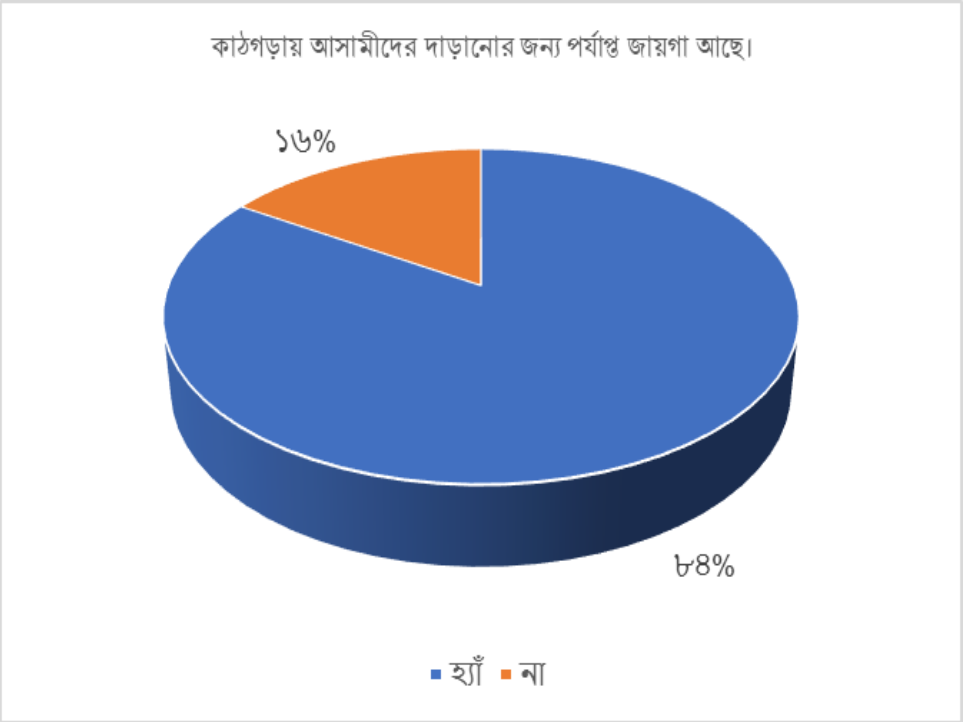
কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে।
১৬%
৮৪%
হ্যাঁ
না

চিত্র-৫।

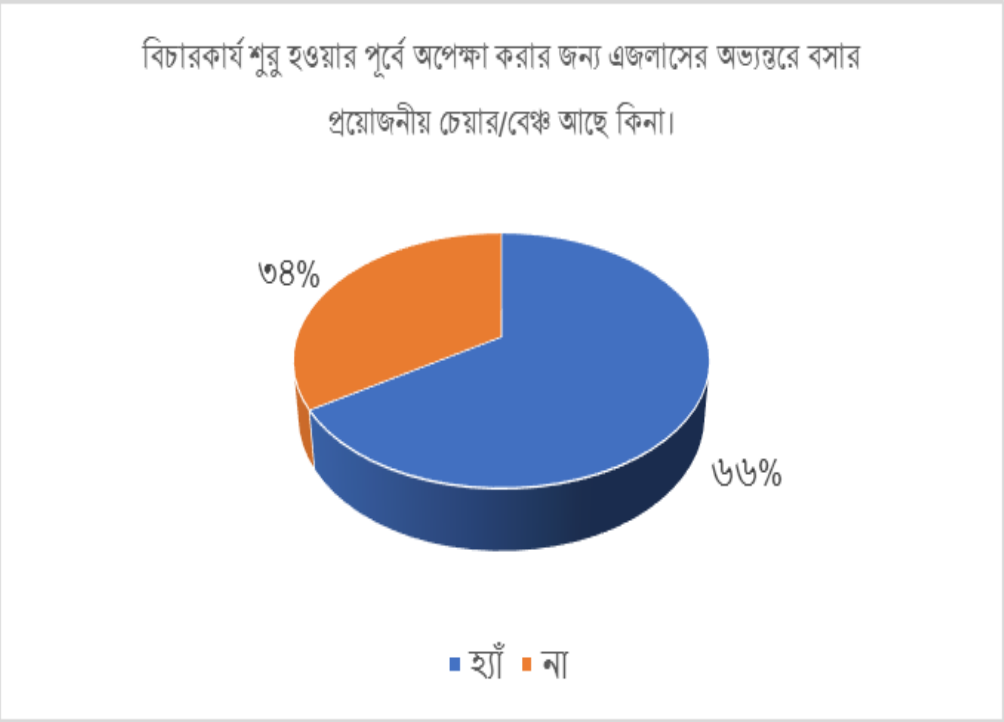
বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে অপেক্ষা করার জন্য এজলাসের অভ্যন্তরে বসার প্রয়োজনীয় চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা।
৩৪%
৬৬%
হ্যাঁ
না

চিত্র-৬।

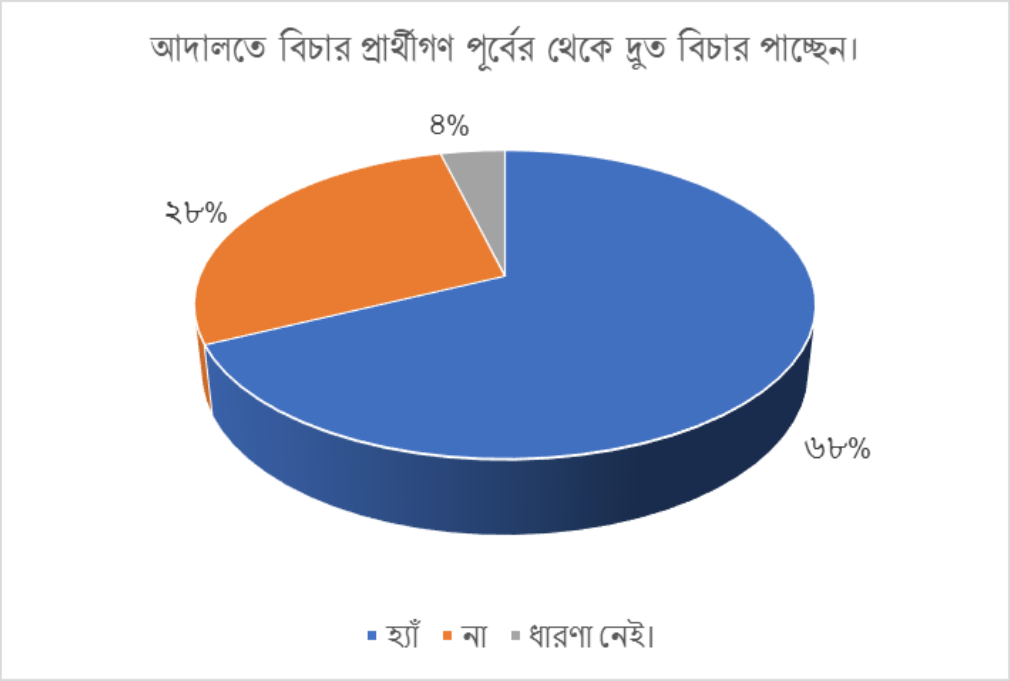

চিত্র-৭।

(খ) আদালত ভবনের পাশে বসবাসরত শ্রমিক শ্রেণির মতামত

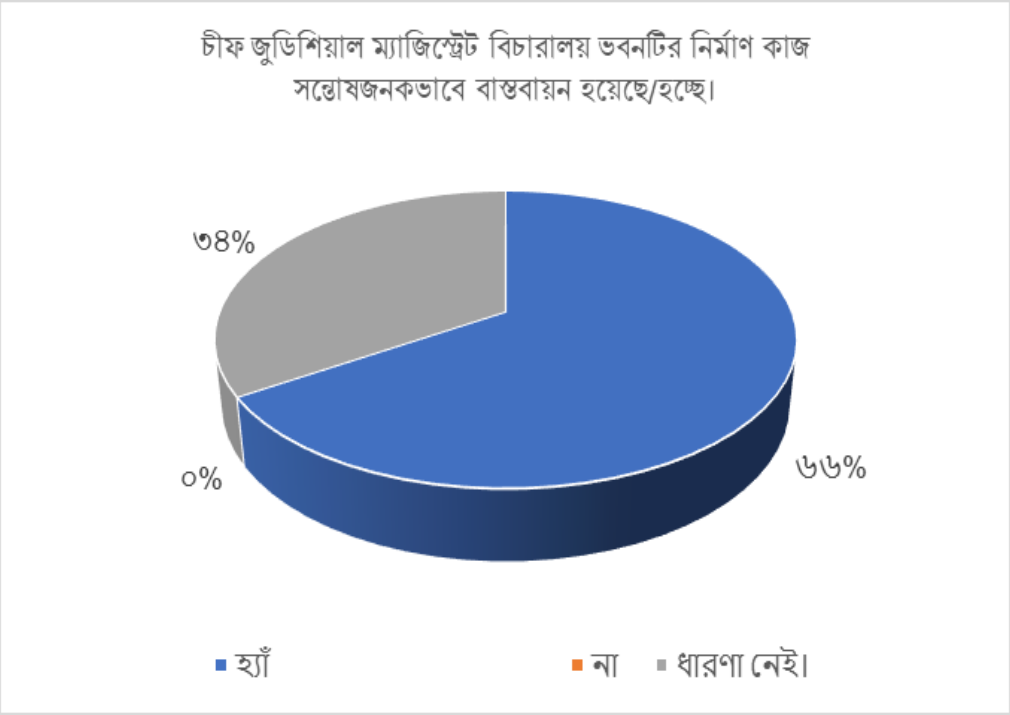

চিত্র-৮।

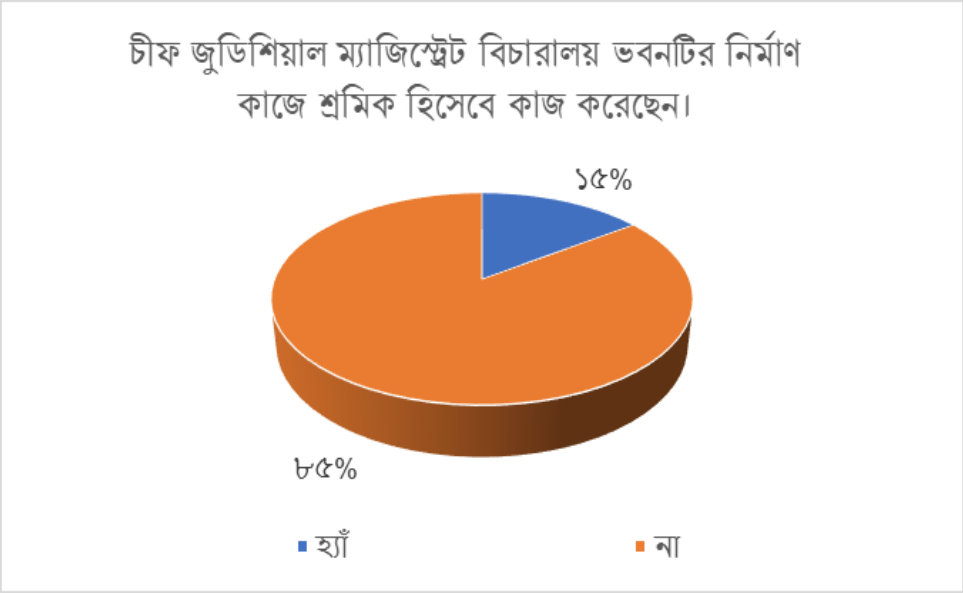

চিত্র-৯।

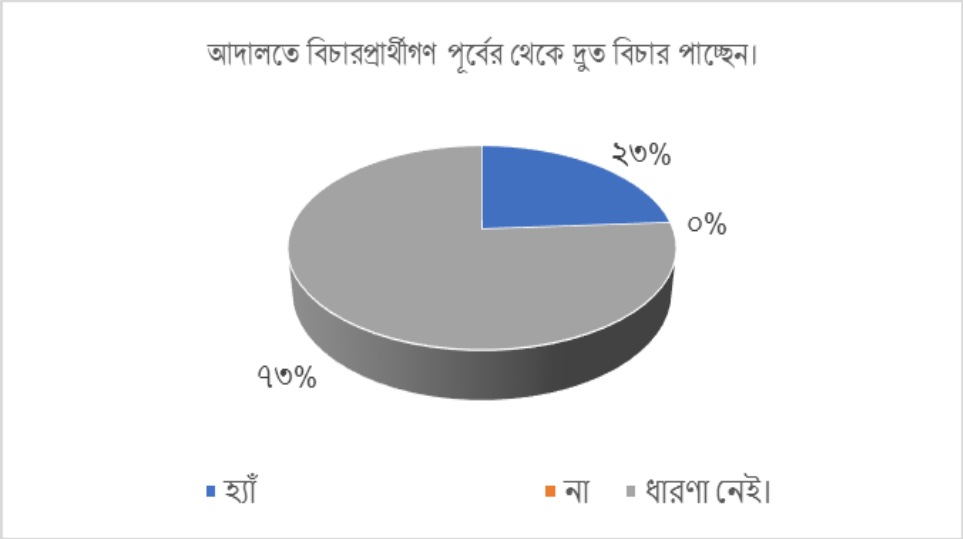

চিত্র-১০।

(গ) আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মতামত

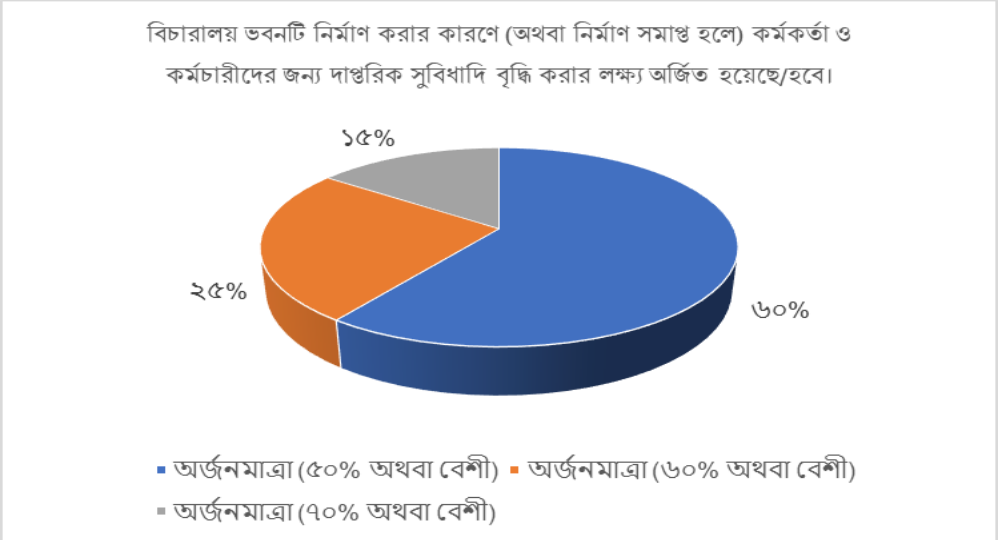

চিত্র-১১।

(ঘ) আইনজীবীগণের মতামত

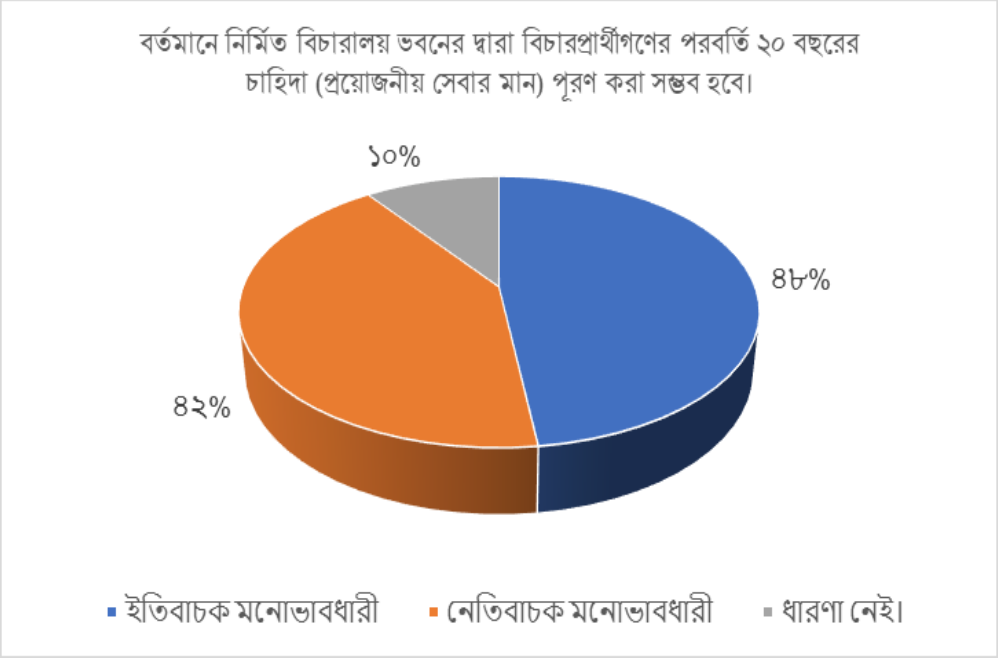

চিত্র-১২।

সংযুক্তি-খ

প্রকল্প পরিচালকের সাথে একান্ত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১	প্রকল্প পরিচালকের নাম	আমিনুর রহমান		
০২	লিঙ্গ	পুরুষ		
০৩	মোবাইল ফোন নম্বর	০১৭২১৯৩৭৪০৮		
০৪	বয়স	৫১ বছর		
০৫	চাকুরীর অভিজ্ঞতা	২৫ বছর		
০৬	প্রকল্প পরিচালক পদে চাকুরীর মেয়াদ	৩ বছর ৮ মাস		
০৭	স্নাতক প্রকৌশলী -১, এমএসসি এমএসসি প্রকৌশলী-২:	স্নাতক প্রকৌশলী		
০৮	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর ধারণাপত্র (Concept paper) প্রণয়নে আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা।	না ।		
০৯	"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ ভুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (৩য় (সংশোধিত)-এর ডিপিপি/ আরডিপিপি প্রণয়ন আপনি করেছেন কিনা।	প্রস্তাবিত ৩য় আরডিপিপি প্রণয়নে তথ্য প্রদান করেছি		
১০	“বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ	(১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর জন্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলোর কতিপয়ের গুণগত মান পরীক্ষা করে আপনি নিজে সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। (আপনার মেয়াদ কালের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন।)	কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ পরিদর্শনে আসবাবপত্র এর গুণগত মান ভাল পেয়েছি।	
১১	(ক) ভবনের নকশা/ডিজাইন সংশোধনের কারণে কোনো আদালত ভবনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা। (খ) এরুপ কারণে কতটি বিচারালয় ভবনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে (যদি হয়ে থাকে।	(ক) হ্যাঁ		
১২	জমি অধিগ্রহণের বিলম্বের জন্য কতটি আদালত ভবনের কাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে (যদি হয়ে থাকে।)	পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা এই ৩টি ভবন।		
১৩	ঠিকাদার মামলা করার কারণে কতটি ভবনের কাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে (যদি হয়ে থাকে।)	পটুয়াখালী, কুষ্টিয়, পিরোজপুর এই ৩টি ভবন।		
১৪	ঠিকাদার মামলা করার কারণে কাজ বিলম্বিত হয়ে থাকলে তা পরিহার করার অগ্রিম/বিকল্প নেওয়ার সুযোগ ছিল কিনা। সংক্ষিপ্তাকারে আপনার মতামত দিন।।	দরপত্র বাতিল করার কারণে মামলা হয়েছিল। এটি পরিহার করার কোন বিকল্প ছিল না।		
১৫	সময়মত ঠিকাদারের বিল পরিশোধ না করতে পারার কারণে কতটি আদালত ভবনের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে। (এ ধরনের সব ভবনের তালিকা প্রদান করুন।)	পিরোজপুর, রাঙ্গামাটি, ভোলা, সিলেট, সুনামগঞ্জ সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এই ৭টি ভবন।		
১৬	পূর্ত কাজ (ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ) এর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ব স্ব ঠিকাদারের নিজস্ব প্রকৌশলী ছিল/আছে কিনা।	ঠিকাদারের সাইট ইঞ্জিনিয়ার ছিল।		
১৭	পূর্ত নির্মাণ সামগ্রীর টেষ্ট রিজাল্ট কোন , প্রকৌশলী অনুমোদন করেছেন।(অনুমদিত টেষ্ট রিজাল্ট এর নমুনা কপি প্রদান করুন)	BUET, KUET, CUET, RUET, SUST, BAU, LGED কর্তৃক টেষ্ট করা হয়েছে।		

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৮	গত এক বছরে আপনি কতটি ভবনের বাস্তব কাজ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করতে পেরেছেন।	করোনা (Corona) পরিস্থিতির কারণে মাত্র ৪টি জেলা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।		
১৯	সরেজমিনে পূর্ত নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় যানবাহন আছে কিনা কিনা।	১২ বছরের পুরাতন একটি যানবাহন আছে।		
২০	(ক) এ যাবৎ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১২টি।		
	(খ) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির মোট কতটি সভা | অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান ছিল।	২৪টি।		
২১	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন নিয়মিত দাখিল করা হয়েছে কিনা।	হয়েছে।		
২২	(ক) এ যাবৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হযেছে।	১৮টি। এছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রধান সমন্বয়কের সভাপতিত্বে ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হযেছে।		
	(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান ছিল।	৪৮টি।		
২৩	প্রকল্প অডিট কার্যক্রম প্রতি বছর নিয়মিত করা হযয় কিনা।	C&AG এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসে অডিট হয়ে থাকে।		
২৪	(ক)কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা? (খ) কতটি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন অবস্থায় আছে। (অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির নমুনা কপি প্রদান করুন।	প্রধান প্রকৌশলীর অফিসের অডিট ও মনিটরিং সার্কেল এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করে থাকে।		
২৫	আইএমইডি এর কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিপালন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা। (একটি নমুনা প্রতিবেদন প্রধান করুন।)	২০১৮ সালে IMED Consultant কর্তৃক একটি প্রতিবেশন দাখিল করা হয়েছিল।		
২৬	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে সব ভৌত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আপনি মনে করেন কিনা।	সম্ভব হবে না। বিশেষ করে পিরোজপুর জেলার সিজেএম ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবে।		
২৭	প্রকল্পের জন্য প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। [পর্যালোচনা/ মুল্যায়নের জন্য দুটি দরপত্র মূল্যায়ন/অনুমোদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র এক সেট করে প্রদান করুন।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দরপত্র প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের প্রকল্প সার্কেল-২ কর্তৃক দরপর প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে।		
২৮	প্রকল্পটি sustainable করার জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। সাক্ষিপ্তাকারে আপনার মতামত দিন।	যেহেতু ভবনটি PWD কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে তাই এটি sustainable হবে।		
২৯	(ক) করোনা (Corona) অতিমারির কারণে বিচারালয়ে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা। (খ) যদি গতি ব্যাহত হয়ে থাকে তবে সময়ের হিসেবে কত মাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।	(ক) হয়েছে। (খ) প্রায় ১৮ মাস।		
৩০	(ক) প্রকল্পের ভৌত কাজের এ যাবত শতকরা (%) কত ভাগ অগ্রগতি হয়েছে। (খ) প্রতিটি আদালত ভবনের এ যাবত অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করুন ।	(ক) মার্চ/২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৯২% অগ্রগতি হয়েছে। (খ) সংযুক্ত করা হল।		
৩১	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদিত জনবল কর্মরত আছে কিনা। (খ) অতীতে জনবলের অভাবে কাজের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে কিনা।	(ক) আছে। (খ) জনবল নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ার কারনে অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল।		
৩২	প্রকল্পটির (ক) সকল দিক, (খ) দুর্বল দিক, (গ) সুযোগ এবং (ঘ) ঝুঁকি সমন্ধে আপনার নিজস্ব প্রদান করুন।	(ক) সবল দিক: (১) প্রতিটি জেলায় বিজ্ঞ জেলা জজের সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি আছে। (২) মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধান		

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		প্রকৌশলী রয়েছে। (৩) স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নের স্থাপত্য অধিদপ্তর রয়েছে। (৪) কাথামোগত নক্সা প্রণয়নের জন্য ডিজাইন ইউনিট রয়েছে। (খ) দূর্বল দিকঃ (১) জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের জন্য দীর্ঘ প্রক্রিয়া (গ) সুযোগঃ (১) আদালত ভবনে লিগ্যাল এইড অফিস থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠি আইনী সহায়তা পেতে সক্ষম হবে। (ঘ) ঝুঁকিঃ (১) জ্বালানী তেলের বরাদ্দের অভাবে জেনারেটর সচল রাখতে সমস্যা হবে। (২) লিফট অপারেটর পদ সৃষ্টি না হলে আদালত কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।		

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর।
তারিখঃ

সংযুক্তি-গ

প্রকল্প পরিচালকের সাথে নিবিড় আলোচনার পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প পরিচালকের সাথে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সংক্রান্ত নিবিড় একান্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার জন্য একটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পূরনকৃত চেকলিষ্ট সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি-খ)। করোনা অতিমারির কারণে সময়ের হিসেবে নির্মাণ কাজের অগগ্রতি প্রায় ১৮ মাস পিছিয়ে পড়েছে মর্মে তিনি প্রাক্কলন করেছেন। জনবল নিয়োগে বিলম্বের কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। আদালত ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক করা হবে, সে কারণে প্রকল্প sustainable হবে মর্মে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন। প্রকল্প মেয়াদে ভৌত কাজ সমাপ্ত হবে না মর্মে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে পিরোজপুর জেলা সিএমএম আদালত ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পনা অনুসারে পিরোজপুর আদালত ভবন আট তলা নির্মাণ করা হবে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ভবনটি নির্মাণের অগ্রগতি হয়েছে ১৫%। দরপত্র নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মোকদ্দমা এবং সাইটে মালামাল পৌঁছানোর এপ্রোচ রোড এর অভাবে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২৩ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সংযুক্তি-ঘ

স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালার কার্যবিবরণী

বিগত ০৬ এপ্রিল ২০২২ খৃষ্টাব্দ তারিখ বুধবার এ পকল্পের নিবীড় পরিবীক্ষণের উপর স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা নারায়ণগঞ্জ শহরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার কার্যবিবরণী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মতামতসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কর্মশালার কার্যবিবরণী

কর্মশালায় নারায়ণগঞ্জের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফারহানা ফেরদৌস সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম হামিদুল হক, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. খাঁন মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক এইএমইডি, এবং জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা। কর্মশালায় নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব হাসান ফেরদৌস জুয়েল এডভোকেট, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ রবিউল আলম রণি, এডভোকেট উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজের ঠিকাদার জনাব মোঃ জাকির হোসেন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে নারায়ণগঞ্জ গণপূর্ত দপ্তরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মেঘনাদ নন্দী এবং গণপূর্ত দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে কর্মশালার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের দলনেতা ড. মোঃ আবু তাহের খন্দকারকে প্রকল্প সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দলনেতা প্রকল্পটির নিম্নবর্ণিত মূল উদ্দেশ্য পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। যথা:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

অতঃপর তিনি অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ভৌত কাজের বাস্তবায়ন বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সাল হতে চলমান রয়েছে; এবং আরডিপি অনুসারে প্রকল্পটি জুন ২০২৩ সালে সমাপ্ত হওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা রয়েছে।

চিত্র। নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালা। (০৬.০৪.২০২২)।

তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্মশালায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং ভৌত কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্বন্ধে কম-বেশী অবহিত রয়েছেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগগ্রতি সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক রোটীন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। [প্রকল্পটি অর্পিত ক্রয়কার্য হিসেবে (Delegated works) পূর্ত অধিদপ্তর ইহার প্রকৌশলীগণ দ্বারা নির্মাণ কাজের তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণ করে।) এ সত্ত্বেও অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএমইডি একটি নিরপেক্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবীড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার কাজ হাতে নিয়েছে। সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা; ভৌত কাজ স্পেসিফিকেশন প্রতিপালন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা; প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সরকারী বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সম্পন্ন করা হচ্ছে কিনা; সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা; প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা দক্ষ ও যথাযথ কিনা; প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা করা, প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করা যাবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে সুপারিশ করা পরিবীক্ষণ করা সংক্ষিপ্তভাবে সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি জানান যে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এ সব ব্যাপারে কর্মশালায় উস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় করে তাঁদের মতামত ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে একটি তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা অপরিহার্য। তিনি জানান যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হতে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি মহোদয়ও কর্মশালায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র। নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালায় আগত সুধিবৃন্দ। (০৬.০৪.২০২২)।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সকলকে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করে মতামত প্রদান করার জন্য আহবান জানান। উপস্থিত প্রায় সকলে বক্তব্য প্রদান করে মতামত জ্ঞাপন করেন। আইনজীবী সমিতির সভাপতি দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর বিজ্ঞ মতামত/পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মশালায় নিম্ন বর্ণিত মতামত/সুপারিশ পাওয়া গেছে।

১। ‘বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)’ নামক প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগি প্রকল্প। এ প্রকল্প আরও পূর্ব হতে বাস্তবায়ন করা ইপ্সিত ছিল। কিন্তু বিলম্বে বাস্তবায়ন শুরু করা হলেও এ প্রকল্প নাগরিকগণের বিচার পাওয়ার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভৌত কাজের নিম্নমান সংক্রান্ত কোনো নেতিবাচক সংবাদ গণমাধ্যমে কখনও ফলাও হয় নাই।

৩। নারায়ণগঞ্জে নির্মিত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন সঠিক ও টেকসইভাবে নির্মিত হয়েছে বাহ্য দৃষ্টিতে তা প্রতীয়মান হচ্ছে।

৪। সাধারণভাবে দেশে প্রতি জেলায় নতুন চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নির্মাণ করার কারণে ফৌজদারী আদালতের পরিসর (space) বৃদ্ধি পাচ্ছে/পেয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিচারপ্রার্থী (বাদী/বিবাদী), বিচারক, আদালতের সব স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আইনজীবী ও তাঁদের সহকারীদের কাজ করার সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

৫। ফৌজদারী আদালতের পরিসর (space) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মোকদ্দমার নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৬। পূর্বের তুলনায় এজলাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিচারকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে পূর্বের তুলনায় বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।

৭। দেশে বহু সংখ্যক ফৌজদারী মোকদ্দমা নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে মোকদ্দমা নিস্পত্তি করার কাজ আরও দ্রুত হবে।

৮। আইনজীবীগণ জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত উভয় আদালতে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। যানজট ও দূরত্বের কারণে একই দিনে দুইটি বিচালয়ে হাজির হয়ে মোকদ্দমা পরিচালনা করা সহকারীগণসহ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৯। ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও কর্তপক্ষ ভবনটির হস্তান্তর গ্রহণ করছিল না। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন। নারয়ণগঞ্জ জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন বিদ্যমান জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন হতে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জ শহরে নির্মাণ করা হয়েছে। বিচার কাজে সহায়তাকারী নারায়ণগঞ্জের প্রায় ১,৪০০ আইনজীবীর সাথে আলাপ আলোচনা না করে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন হতে দূরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে অথবা এর নিকটবর্তি কোনো স্থানে আইনজীবীগণের পেশাগত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কোনো ধরণের বসার/বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র লেখার কোনো সুবিধা নেই। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরে প্রায় দুই বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম জেলা ও দায়রা আদালত ভবনে চলছে। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আইনজীবীগণ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। [ফলে নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ভবনটি ঠিকাদারের নিকট হতে বুঝে নেয়া হয়নি। ঠিকাদার অভিযোগ করছেন যে, ভবনের পাহারার কাজ তাঁর নিরাপত্তা বাহিনি দ্বারা নিজ অর্থ ব্যয়ে তিনি অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর ক্ষতি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্মিত ভবনটি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করে বর্তমান দায়রা আদালতের সন্নিকটে আদালত ভবন নির্মাণের বিষয়ে সকলে পরামর্শ প্রদান করেন।

১০। নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পশ্চিম পাশে সরকারের অধিগ্রহণকৃত ৩০ ডিসিমাল অব্যবহৃত জমি রয়েছে। এ ছাড়াও জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পূর্বপাশে (সার্কিট হাউজের দক্ষিণ পাশে) গণপূর্ত বিভাগের ১০ ডিসিমেল অথবা বেশী অব্যবহৃতি জমি রয়েছে। এ অব্যবহৃত সরকারী জমিনে দুটির যে কোনো একটিতে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করার জন্য উপস্থিত আইনজীবীগণ সুপারিশ করেন।

সংযুক্তি-ঙ

প্রকল্পের সুফল লাভকারীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার আব্দুল রাজ্জাক বিগত প্রায় ২ বছর যাবত গোপালগঞ্জ সদরে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসা-যাওয়া করছেন। তাঁর বয়স প্রায় ৫৫ বছর। তাঁর পেশা কৃষি কাজ। জমিন নিয়ে প্রতিবেশির সাথে বিরোধ থাকায় শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশি তাঁকে মারধর করেছেন। সে কারণে তিনি আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন ন্যায় প্রতিকার পাওয়ার জন্য।

ইতোমধ্যে তাঁর মামলার অনেকগুলো তারিখ পড়েছে; কিন্তু কোনো শুনানি হয়নি। গত মার্চ মাসে তাঁর মামলার একবার শুনানি হয়েছে। এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার শুনানি হয়েছে। মে মাসে চূড়ান্ত শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে। তিনি প্রত্যাশা করছেন তাঁর মামলাটি সহসাই নিস্পত্তি হবে।

মামলার শুনানি হতে এত দেরি হলো কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন পূর্বে এজলাসের সংখ্যা কম ছিল। একজন বিচারক দিনের অর্ধেক সময়ও এজলাসে বসতে পারতেন না। একজন বিচারক সামান্য সময় এজলাস করে অন্য বিচারকের জন্য এজলাস ছেড়ে দিতেন। নতুন আদালত ভবন নির্মাণ করার কারণে এজলাস এবং বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানালেন, এ কারণে তাঁর বিচারপ্রাপ্তির ব্যাপারটি দ্রুততর হচ্ছে। তিনি জানালেন, বিচারের রায় যা-ই হউন না কেন তাতে তাঁর আপত্তির কিছু নেই। তাঁর অভিমত বিচার কার্য সমাপ্ত হলে তাঁকে আদালতে আর আসতে হবে না; মাঠে কাজ করার সময় পাওয়া যাবে; আদালতে যাতায়াতের ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং তিনি মানসিক শান্তি পাবেন। দ্রুত বিচারপ্রাপ্তি-কে তিনি একটি সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করছেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রশ্ন
প্রশ্নমালা-১: (প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বাদি) জন্য)

সেকশন-কঃ পরিচিতিমূলক তথ্য

পরিচিতিমূলক তথ্য													
এলাকার নাম													
ওয়ার্ডের নাম ওকোড													
থানার নাম ও কোড													
জেলার নাম ও কোড													
উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর	মোবাইল নম্বর												
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ									সাক্ষাৎকার শুরুর সময়				
									সাক্ষাৎকার শেষের সময়				

সেকশন-খঃ

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড				স্কিপ
০১	উত্তরদাতার নাম						
০২	উত্তরদাতার লিঙ্গ						
০৩	উত্তরদাতার বয়স (তার জন্ম সাল জিজ্ঞেস করুন, প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করুন)	..বছর					
০৪	শিক্ষাগতযোগ্যতা? নিরক্ষর-১, ১ম-৫মশ্রেণী -২, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী-৩, এস.এস.সি-৪, এইচ.এস.সি-৫, স্নাতক/অনার্স -৫, স্নাতকোত্তর-৬						
আদালত ভবনের সাধারণ তথ্য							
০৫	আদালত ভবনের তলার সংখ্যা (পরিকল্পনা অনুসারে):						
০৬	আদালত ভবন নির্মাণ কত তলা সম্পন্ন করা হয়েছে।						
০৭	আদালত ভবনে বিচার কাজ চলছে কিনা।						
০৮	বিচারালয়ে কতটি এজলাস রয়েছে।						
০৯	আদালতের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটার ব্যবহার করেন কিনা।						
১০	ভবনে বিচারপ্রার্থীদের জন্য টয়লেট আছে কিনা।	মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	জানিনা		
	১. আদালত ভবনে বিচারপ্রার্থী জনগণের তুলনায়						

	টয়লেটের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা।						
	২. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে পানি সরবরাহ আছে কিনা।						
	৩. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে বিজলি বাতি সক্রিয় আছে কিনা।						
	৪. বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মান ভাল কিনা।						
	৫. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতর বিচারকাজের জন্য এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কিনা?						
	৬. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির পরিসর বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় সন্তোষজনক কিনা?						
			উত্তম	সন্তোষ জনক	নিম্ন মা নের		
	৭. আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন?						
	৮. আদালত ভবনের চতুষপার্শ্বের পয়ঃনালার অবস্থা কেমন?						
	৯. আদালত ভবনের সীমানা প্রাচীরের অবস্থা কেমন?						
			হ্যাঁ	না	জা নিনা		
	১০. আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা?						
	১১. আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা?						
	১২. কোর্ট স্টাফ যখন বাদী/বিবাদী/আসামি/ফরিয়াদির নাম ডাকেন তখন কি আপনারা স্পষ্ট শুনতে পান?						
	১৩. কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা?						
	১৪. আদালত ভবনে কোন পাশে কোন কেন্টিনের ব্যবস্থা আছে কিনা?						
	১৫. বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য যখন অপেক্ষা করেন তখন বসার জন্য চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা।						
	১৬. আদালতে বিচার প্রার্থীগণ কি পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন?						

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর: তারিখ:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রশ্ন
প্রশ্নমালা-২: (প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের/বিচারপ্রার্থীদের (বিবাদি) জন্য)

সেকশন-কঃ পরিচিতিমূলক তথ্য

পরিচিতিমূলক তথ্য		
এলাকার নাম		
ওয়ার্ডের নাম ওকোড		
থানার নাম ও কোড		
জেলার নাম ও কোড		
উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর	মোবাইল নম্বর	
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ		সাক্ষাৎকার শুরুর সময় সাক্ষাৎকার শেষের সময়

সেকশন-খঃ

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
০১	উত্তরদাতার নাম			
০২	উত্তরদাতার লিঙ্গ			
০৩	উত্তরদাতার বয়স (তার জন্ম সাল জিজ্ঞেস করুন, প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করুন)	...বছর		
০৪	শিক্ষাগতযোগ্যতা? নিরক্ষর-১, ১ম-৫মশ্রেণী -২, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী-৩, এস.এস.সি-৪, এইচ.এস.সি-৫, স্নাতক/অনার্স -৫, স্নাতকোত্তর-৬			
আদালত ভবনের সাধারণ তথ্য				
০৫	আদালত ভবনের তলার সংখ্যা (পরিকল্পনা অনুসারে):			
০৬	আদালত ভবন নির্মাণ কত তলা সম্পন্ন করা হয়েছে।			
০৭	আদালত ভবনে বিচার কাজ চলছে কিনা।			
০৮	বিচারালয়ে কতটি এজলাস রয়েছে।			
০৯	আদালতের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটার ব্যবহার করেন কিনা।			
১০	ভবনে বিচারপ্রার্থীদের জন্য টয়লেট আছে কিনা।			
১১	ভবনে বিচারপ্রার্থী জনগণের তুলনায় টয়লেটের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা।			
১২	বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে পানি সরবরাহ আছে কিনা।			
১৩	বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটে বিজলি বাতি সক্রিয় আছে কিনা।			
১৪	বিচারপ্রার্থী জনগণের টয়লেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মান ভাল কিনা।			
১৫	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির ভিতর বিচারকাজের জন্য এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট	হ্যাঁ	১	
		না	২	

	কিনা?	জানিনা	৩	
১৬	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির পরিসর বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় সন্তোষজনক কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
১৭	আদালত ভবনের পার্শ্বে পয়ঃনিস্কাশনের পরিবেশ কেমন?	উত্তম	১	
		সন্তোষজনক	২	
		নিম্নমানের	৩	
১৮	আদালত ভবনের চতুষপার্শ্বের পয়ঃনালার অবস্থা কেমন?	উত্তম	১	
		সন্তোষজনক	২	
		নিম্নমানের	৩	
১৯	আদালত ভবনের সীমানা প্রাচীরের অবস্থা কেমন?	উত্তম	১	
		সন্তোষজনক	২	
		নিম্নমানের	৩	
২০	আদালত ভবনের ভিতরে দিনের বেলায় বিজলি বাতি না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে লেখাপড়ার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
২১	২০ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নের জবাব না হলে তার কারণ কি?			
২২	আদালত ভবনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
২৩	২১ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নের জবাব না হলে তার কারণ কি?			
২৪	কোর্ট স্টাফ যখন বাদী/বিবাদী/আসামি/ফরিয়াদির নাম ডাকেন তখন কি আপনারা স্পষ্ট শুনতে পান?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৫	২৪ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নের জবাব না হলে তার কারণ কি?			
২৬	কাঠগড়ায় আসামীদের দাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৭	আদালত ভবনে কোন পাশে কোন কেন্টিনের ব্যবস্থা আছে কিনা?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৮	বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য যখন অপেক্ষা করেন তখন বসার জন্য চেয়ার/বেঞ্চ আছে কিনা।	হ্যাঁ	১	
		না	২	
২৯	পূর্বের আদালত ভবন এবং নতুন আদালত ভবনে আসা-যাওয়ার পরিবহনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা? এতে কি সুবিধা ও অসুবিধা হয়েছে?			
৩০	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ হওয়ার পূর্বে এবং পরে কি কি পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?			
৩১	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের এবং পরের পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?			
৩২	আদালতে বিচার প্রার্থীগণ কি পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছেন?			

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর: তারিখ:

পরিশিষ্ট-৩

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্ন

প্রশ্নমালা-৩: (প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্নমালা)

[প্রকল্প পরিচালক নিজে উত্তর প্রদান করবেন।]

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
০১	প্রকল্প পরিচালকের নাম			
০২	লিঙ্গ			
০৩	মোবাইল ফোন নম্বর			
০৪	বয়স			
০৫	চাকুরীর অভিজ্ঞতা			
০৬	প্রকল্প পরিচালক পদে চাকুরীর মেয়াদ			
০৭	স্নাতক প্রকৌশলী-১, এমএসসি প্রকৌশলী-২			
০৮	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর ধারণাপত্র (Concept Paper) প্রণয়নে আপনি সংশ্লিস্ট ছিলেন কিনা।			
০৯	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়ন আপনি করেছেন কিনা।			
১০	ভবনের নকশা/ডিজাইন সংশোধনের কারণে কোনো আদালত ভবনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা। এরূপ কারণে কতটি আদালত ভবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে (যদি হয়ে থাকে।)।			
১১	জমি অধিগ্রহণের বিলম্বের জন্য কতটি আদালত ভবনের কাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে (যদি হয়ে থাকে)।			
১২	কোন ঠিকাদার মামলা করেছেন কিনা? ঠিকাদার মামলা করার কারণে কতটি ভবনের কাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে (যদি থাকে)।			
১৩	ঠিকাদার মামলা করার কারণে কাজ বিলম্বিত হয়ে থাকলে তা পরিহার করার অগ্রিম/বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল কিনা। সংক্ষিপ্তাকারে আপনার মতামত দিন।			
১৪	সময়মত ঠিকাদারের বিল পরিশোধ না করতে পারার কারণে কতটি আদালত ভবনের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে। (এ ধরনের সব ভবনের তালিকা সংগ্রহ করা হবে।)			
১৫	পূর্ত কাজ (ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ)-এর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ব স্ব ঠিকাদারের নিজস্ব প্রকৌশলী ছিল/আছে কিনা।			
১৬	পূর্ত নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট রিজাল্ট কে অনুমোদন করেছেন। (অনুমোদিত টেস্ট রিজাল্ট-এর নমুনা কপি সংগ্রহ করা হবে।)			
১৭	গত এক বছরে আপনি কতটি ভবনের বাস্তব কাজ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করতে পেরেছেন।			
১৮	সরেজমিনে পূর্ত নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয়			

	যানবাহন আছে কিনা।	
১৯	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
২০	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন নিয়মিত দাখিল করা হয়েছে কিনা।	
২১	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
২২	প্রকল্প অডিট কার্যক্রম নিয়মিত করা হয় কিনা?	
২৩	কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা? কতটি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন অবস্থায় আছে। (অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির কপি সংগ্রহ করা হবে।)	
২৪	আইএমইডি-এর কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিপালন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা। (একটি নমুনা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে।)	
২৫	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে সব ভৌত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আপনি মনে করেন কিনা।	
২৬	প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। [পর্যালোচনা/মূল্যায়নের জন্য দুটি দরপত্র মূল্যায়ন/অনুমোদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হবে।]	
২৭	প্রকল্পটি sustainable করার জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। সংক্ষিপ্তাকারে আপনার মতামত দিন।	
২৮	করোনা অতিমারির কারণে ভৌত কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে সময়ের হিসেবে কত মাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।	
২৯	প্রকল্পের ভৌত কাজের এ যাবত শতকরা কত ভাগ অগগ্রতি হয়েছে। (প্রতিটি আদালত ভবনের এ যাবত অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে।)	
৩০	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদিত জনবল কর্মরত আছে কিনা। অতিতে জনবলের অভাবে কাজের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে কিনা।	
৩১	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আপনি আরো কোন প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা।	

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর:
তারিখ:

পরিশিষ্ট-৪

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্ন

প্রশ্নমালা-৪ (প্রকল্পের পূর্ত কাজের মান নিয়ন্ত্রণকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য প্রশ্নমালা)

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
০১	উত্তরদাতার নাম			
০২	উত্তরদাতার লিঙ্গ			
০৩	উত্তরদাতার বয়স			
০৪	শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা প্রকৌশলী-১; স্নাতক প্রকৌশলী-২; এমএসসি প্রকৌশলী-৩			
০৫	মোবাইল ফোন নম্বর			
০৬	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর ধারণাপত্র (Concept Paper) প্রণয়নে আপনি সংশ্লিস্ট ছিলেন কিনা।			
০৭	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর জন্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলোর গুণগত মান পরীক্ষা করে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।			
০৮	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)-এর জন্য লিফট সংগ্রহ করার সংস্থান ছিল/আছে। সেগুলো সঠিকভাবে বুঝে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।			
০৯	লিফটগুলোর স্থায়ীত্ব গ্যারান্টি (কত বছরের) এবং গ্যারন্টিগুলো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা।			
১০	পূর্ত কাজ (ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ)-এর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ব স্ব ঠিকাদারের নিজস্ব প্রকৌশলী ছিল/আছে কিনা।			
১১	কনক্রিটের শক্তি কোন কোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। (ল্যাবরেটরির নাম এবং টেস্ট রেজাল্ট সংগ্রহ করা হবে।)			
১২	লোহার শক্তি কোন কোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। (ল্যাবরেটরির নাম সংগ্রহ করা হবে। টেস্ট প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে।)			
১৩	কনক্রিট মিকসার (concrete mixer) করার জন্য শতকরা কত ভাগ পানি ব্যবহার করা হয়েছিল। (প্রকৃত তথ্য বলুন।)			
১৪	কনক্রিট মিক্সিং-এর জন্য বালুর এফ, এম, কত ছিল। (টেস্ট প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে।)			
১৫	কনক্রিট ঢালাই-এর জন্য কিসের তৈরী সাটার ব্যবহার করা হয়েছে।			
১৬	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে কখনও ভৌত কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়েছে কিনা।			
১৭	কোনো অডিট আপত্তি আছে কিনা? কতটি অডিট আপত্তি অনিস্পন্ন অবস্থায় আছে। (অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির কপি সংগ্রহ করা হবে।)			

১৮	আইএমইডি-এর কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিপালন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা। (একটি নমুনা সংগ্রহ করা হবে।)	
১৯	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আপনি ধারণা করেন কিনা।	
২০	প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। [পর্যালোচনা/মূল্যায়নের জন্য দুটি দরপত্র মূল্যায়ন/অনুমোদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র প্রকল্প পরিচালক হতে সংগ্রহ করা হবে।]	

প্রকৌশলীর স্বাক্ষর:

তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নপরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট: (প্রশ্নমালা-৫) এফজিডি (প্রকল্পের কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা)

১. উত্তরদাতার নাম:
২. মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:
৩. পদবী:
৪. আপনি কী মনে করেন প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ণের কোন ঘাটতি ছিল?
৫. প্রকল্প বস্তবায়নকালে ডিপিপির কোন সমস্যা/ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়েছে কি? জবাব হ্যাঁ হলে কী কী ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়।

ক. নকশা: ----------

খ. পরিকল্পনা: ----------

গ. সম্ভাবতাযাচাই: ----------

ঘ. ভবন নির্মাণ স্থান নির্বাচন: ----------

৬. প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত উর্ধতন কর্মকর্তাগণের কর্মকান্ড ও ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

---
৭. প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণসমূহের (যথা: ইট, পাথর, বালু, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদির) মান সম্বন্ধে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

---
৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি করেছেন/করেন কিনা?

---

৯. প্রকল্পটির সমুদয় কার্যক্রম অনুমোদিত মেয়াদে সমাপ্ত হবে বলে কি আপনি মনে করেন কিনা?
---

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো দূর্বলতা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা?

(ক) ----------
(খ)----------
(গ)----------

১১. প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের (sustainable) জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

---

১২. ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আপনার মনে হয় কিনা?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)।"শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-৬): কেআইআই (প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রকল্প পরিচালনার কর্মী; আইন ও বিচার বিভাগ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার)

১. উত্তরদাতার নাম:
২. মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:
৩. পদবী:
৪. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।
৫. এ প্রকল্পের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের ডিপিপি প্রণয়ন, পিপিআর ২০০৮, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল কি?

---

৬. আপনি কী মনে করেন ডিপিপি প্রণয়ণের প্রনয়নে কোনো ঘাটতি ছিল? যদি ঘাটতি থাকে তবে কী কী ঘাটতি আছে বলে আপনি মনে করেন।

ক. নকশা: ----------

খ. পরিকল্পনা: ----------

গ. সম্ভাবতা যাচাই: ----------

ঘ. ভবন নির্মানে স্থান নির্বাচন: ----------

ঙ. রাস্তা প্রসস্থ করার কাজ: ----------

৭. প্রকল্পের PIC এবং PSC এর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কিনা।

---

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত উর্ধতন কর্মকর্তাগণের প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

---

৯. প্রকল্পের ভৌত কাজ, পণ্য, ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? (এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের কপি সংগ্রহ করা হবে।)

---

১০. প্রকল্পের সময় ও কর্মকান্ডের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে নিজস্ব উদ্যোগে পরিবীক্ষণ ও মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন করা হত কি না? হয়ে থাকলে তার কোন Matrix/ Checklist/Data Instrument আছে কিনা।

---

১১. প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণসমূহের (ইট, পাথর, বালু, সিমেন্ট, বিটুমিন ইত্যাদি) ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয় কিনা।

---

১২. প্রকল্পটির সমুদয় কার্যক্রম অনুমোদিত মেয়াদে সমাপ্ত হবে বলে আপনি মনে করেন কিনা।

১৩. Project Management Tools (Gantt chart, Work Breakdown Structure, Time Bound Action Plan etc.) কি যথাযথভাবে প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়?

---

১৪. আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ৩টি প্রধান সবলদিক সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

(ক) ---
(খ) ---
(খ) ---

১৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ৩টি দূর্বলদিক সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রদান করুন।

(ক) ---
(খ) ---
(গ) ---

১৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৌশলগত কোনো ভুল থেকে থাকলে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করুন; এবং সেগুলো এড়িয়ে যাবার উপায় সম্বন্ধে মতামত প্রদান করুন।

(ক) ---
(খ) ---
(গ) ---

১৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন কোন সুযোগ ছিল কিনা যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর হতে পারত সে ব্যাপারে মতামত দিন।

---

১৮. প্রকল্পের ফলাফল/ সুবিধাদি টেকসইকরণে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।

---

১৯. এ প্রকল্পের ডিপিপি-তে কোনো exit plan নেই। সম্ভাব্য exit plan সম্বন্ধে আপনার মতামত দিন।

---

২০. এ প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কিনা এবং এলাকার স্বল্প আয়ের পুরুষ ও নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা তা সম্বন্ধে আপনার মতামত দিন।

২১. এ প্রকল্পের বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রগতি বিবেচনায় আগের তুলনায় বিচার কাজ দ্রুত হচ্ছে কিনা তা সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রদান করুন।

---

২২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রেকর্ডপত্র আগের তুলনায় নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা।

কেআইআই পরিচালনাকারী সুপারভাইজারের স্বাক্ষর:

তারিখ:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্পের বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রশ্ন
প্রশ্নমালা-৭: (শ্রমিক শ্রেণি ও আদালত ভবনের আশে পাশে বসবাসরত জনগণের জন্য)

সেকশন-কঃ পরিচিতিমূলক তথ্য

পরিচিতিমূলক তথ্য		
এলাকার নাম		
ওয়ার্ডের নাম ওকোড		
থানার নাম ও কোড		
জেলার নাম ও কোড		
উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর	মোবাইল নম্বর	
সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ		সাক্ষাৎকার শুরুর সময় সাক্ষাৎকার শেষের সময়

সেকশন-খঃ

ক্রঃনং	বিষয়	উত্তর	কোড	স্কিপ
০১	উত্তরদাতার নাম			
০২	উত্তরদাতার লিঙ্গ			
০৩	উত্তরদাতার বয়স (তার জন্ম সাল জিজ্ঞেস করুন, প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করুন)	.....বছর		
০৪	শিক্ষাগতযোগ্যতা? নিরক্ষর-১, ১ম-৫মশ্রেণী -২, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী-৩, এস.এস.সি-৪, এইচ.এস.সি-৫, স্নাতক/অনার্স -৫, স্নাতকোত্তর-৬			
০৫	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের সময়ে আপনি এলাকায় উপস্থিত ছিলেন কিনা।	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
০৬	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে কিনা।	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৩	
০৭	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজে আপনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন কিনা।	হ্যাঁ	১	
		না	২	
০৮	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজে আপনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকলে ভবনটির নির্মাণ কাজের মান (ভাল/মন্দ) সম্বন্ধে আপনার মতামত বলুন। (একজন শ্রমিক শ্রেণির লোককে তথ্য সংগ্রহের সময়ে প্রয়োজনে অন্যান্য প্রশ্ন করা হবে।)			
০৯	আদালতে বিচারপ্রার্থীগণ পূর্বের থেকে দ্রুত বিচার পাচ্ছে বলে আপনার ধারণা হচ্ছে কিনা?			

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর: তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) "শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-৮): বিচারকের জন্য প্রশ্নপত্র

ভূমিকা:
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে আরম্ভ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আপনার কর্মরত জেলায়ও একটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ নির্মাণ করা হয়েছে অথবা নির্মাণ চলমান আছে।

প্রকল্পটির তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সরকারের আইএমইডি প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রজেক্ট প্রমোশন ম্যানেজন্টে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য একজন সম্মানিত বিচারক হিসেবে প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রকল্পটির নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আপনার বিজ্ঞ মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন:
(খ) আপনার বয়স বলুন:
(গ) আপনি কোন সালে সম্মানিত বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন:
(ঘ) বর্তমান কর্মস্থলে আপনি কত বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করছেন:
(ঙ) আপনার কর্মস্থলের আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ মজবুতভাবে করা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন:
(চ) আপনার এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা সে ব্যাপারে আপনার মতমত বলুন:
(ছ) আপনার খাস কামরার পরিসর বিচার সংশ্লিষ্ট কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন:
(জ) পূর্বের তুলনায় (যখন বর্তমান আদালত ভবনটি নির্মাণ করা হয় নাই) এখন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিলাদি অধিকতর নিরাপদে সংক্ষণ করার ইপ্সিত লক্ষ অর্জিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন:
(ঝ) এখন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিলাদি অধিকতর নিরাপদে সংক্ষণ করার ইপ্সিত লক্ষ অর্জিত না হলে তার কি কি কারণ আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন:

(ঞ) আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে (অথবা নির্মাণ সমাপ্ত হলে) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা কতভাগ অর্জিত হয়েছে/হবে বলে আপনার ধারণা হয়েছে/হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন:

(ট) এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা। আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় আনুমানিক শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন/লিপিবদ্ধ করুন ।

(ঠ) যদি জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় ৭০% অথবা তার বেশী উন্নত না হয়ে থাকে তবে সেবার মান উন্নত করার জন্য স্বল্প মেয়াদে (আগামী ৫ বছরে) এবং দীর্ঘ মেয়াদে (আগামী ১৫ বছরে) কী কী কর্যক্রম গ্রহণ করা উচিত হবে মর্মে আপনার ধারণা হয় সে ব্যাপারে আপনার মতমত দিন।

(ড) বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আপনার ধারণা হয় কিনা এ ব্যাপারে আপনার বিজ্ঞ মতামত দিন।

(ঢ) আপনার কর্মস্থলে এজলাসের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা।

(ণ) আপনার এজলাসে বিচারকার্য সুন্দর ও স্বাচ্ছন্ধ পরিবেশে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়তাকারী কর্মকর্তা/জনবল কর্মরত আছে কিনা সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন।

(ত) আদালত ভবনটি টেকসই (sustainable) করার জন্য আপনার বিজ্ঞ মতামত বলুন:

(থ) বিচারালয়ে আপনার নিজের যাতায়াতের জন্য সরকারী যানবাহন আছে কিনা সে ব্যাপারে আপনার মতমত দিন:

(দ) একটি দিবসে বিচার কাজ সমাপ্ত করার পরে আদালত ভবনের বর্তমান পরিবেশে আপনি মানসিকভাবে সন্তুষ্টি/তৃপ্তি লাভ করেন কিনা সে ব্যাপারে আপনার বিজ্ঞ মতামত দিন:

(ধ) তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার কাজে গতি সঞ্চার করা সম্ভব। প্রতি বিচার দিবসে একজন বিচারককে বিচারপ্রার্থীগণের/সাক্ষীগণের শুনানী গ্রহণ করতে হয়। এবং শুনানীর বক্তব্য বিচারককে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে একজন বিচারক দিনে খুব বেশী সময় যাবৎ নিজের হস্তে লিখতে পারেন না। এর পরিবর্তে বিচারকার্য পরিচালনার সময়ে শুনানীর বক্তব্য অনলআইন (online) প্রোগ্রামে লিপিবদ্ধ করা হলে বিচারকের পরিশ্রমের সাশ্রয় হবে। (বাদী ও বিবাদী ব্যতীত অন্য কেহ এ দলিলে প্রবেশধিকার পাবেন না বা তাদের কেহ বিচারকের লেখা পরিবর্তন করতে পারবেন না।) পরে মামলার রায়ও এ একই software এ online প্রোগ্রামে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে আপনার বিজ্ঞ মতামত নিম্নে দিন।

(১) এ ধরনের কাজ সমর্থন করা যায়।

(২) প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করার জন্য কতিপয় লজিস্টিকস (Logistics) এর প্রয়োজন রয়েছে (অথবা প্রয়োজন নেই)। নিচের লজিস্টিকস যোগান দেওয়া হলে প্রক্রিয়াটি অচিরে চালু করা যাবে:

অথবা

(৩) উপরের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হলে কতিপয় অসুবিধা হবে; যেমন-

সম্মানিত বিচারকের স্বাক্ষর:

সম্মানিত বিচারকের নাম:

সম্মানিত বিচারকের আদালতের ফোন নম্বর:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) "শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-৯): কোর্টের সহকারীর জন্য প্রশ্নপত্র

ভূমিকা:
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে আরম্ভ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আপনার কর্মরত জেলায়ও একটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ নির্মাণ করা হয়েছে অথবা নির্মাণ চলমান আছে।

প্রকল্পটির তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সরকারের আইএমইডি প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রজেক্ট প্রমোশন ম্যানেজন্টে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য কোর্টের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রকল্পটির নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আপনার বিজ্ঞ মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন:
(খ) আপনার বয়স বলুন:
(গ) আপনি কোন সালে চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেছেন:
(ঘ) বর্তমান কর্মস্থলে আপনি কত বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করছেন:
(ঙ) আপনার কর্মস্থলের আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ মজবুতভাবে করা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে/হচ্ছে কিনা:
(চ) এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা:
(ছ) পূর্বের তুলনায় (যখন বর্তমান আদালত ভবনটি নির্মাণ করা হয় নাই) এখন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিলাদি অধিকতর নিরাপদে সংক্ষণ করার ইপ্সিত লক্ষ অর্জিত হচ্ছে কিনা:
(জ) এখন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিলাদি অধিকতর নিরাপদে সংক্ষণ করার ইপ্সিত লক্ষ অর্জিত না হলে তার কি কি কারণ আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে:
(ঝ) আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে (অথবা নির্মাণ সমাপ্ত হলে) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করার লক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা কতভাগ অর্জিত হয়েছে/হবে বলে আপনার ধারণা হয়েছে/হচ্ছে:
(ঞ) এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা। আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় আনুমানিক শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে:

(ট) যদি জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় ৭০% অথবা তার বেশী উন্নত না হয়ে থাকে তবে সেবার মান উন্নত করার জন্য স্বল্প মেয়াদে (আগামী ৫ বছরে) এবং দীর্ঘ মেয়াদে (আগামী ১৫ বছরে) কী কী কর্যক্রম গ্রহণ করা উচিত হবে মর্মে আপনার ধারণা হয়:
(ঠ) বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হয় বলে আপনার ধারণা হয় কিনা:
(ড) এজলাসের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:
(ঢ) বিচারকের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:
(ণ) বর্তমান আদালত ভবনটি নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই এজলাসের কর্মচারীর সংখ্যা কত ছিল এবং বর্তমানে এজলাসে কর্মচারীর সংখ্যা কত।
(ত) এজলাসে বিচারকার্য সুন্দর ও স্বাচ্ছন্ধ পরিবেশে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়তাকারী কর্মকর্তা/জনবল কর্মরত আছে কিনা সে ব্যাপারে আনার মতামত দিন।
(থ) আদালত ভবনটি টেকসই করার জন্য আপনার বিজ্ঞ মতামত বলুন:
(দ) একটি দিবসে বিচার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে আদালত ভবনের বর্তমান পরিবেশে আপনি মানসিকভাবে সন্তুষ্টি/তৃপ্তি লাভ করেন কিনা:
(ধ) আপনি নিজে কোর্টের কাজ সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার ব্যাবহার করেন কিনা?
(ন) কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য আপনার মৌলিক জ্ঞান (basic knowledge) আছে কিনা?
(প) প্রতিদিনই একটি মামলার পরবর্তি তারিখ একটি রেজিষ্টারে লিখে এজলাসের একটি টেবিলে রেখে দিতে হয়। আইনজীবীদের সহকারীগণ বারবার সেই রেজিষ্টার খুলে দেখেন। এর পরিবর্তে একটি কম্পিউটারে মামলার পরবর্তি তারিখ লেখে ওয়েব সোইটে (website) পোষ্ট করা হলে সকলে ঘরে বসেই তথ্যটি পেতে পারেন। এ কাজটি কোর্টের কর্মকর্তা হিসেবে আপনাকে করতে বলা হলে আপনার কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন হবে কিনা।

তথ্যদাতার স্বাক্ষর:

তথ্যদাতার নাম:

তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নপরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) "শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-১০): আইনজীবীগণের জন্য প্রশ্ন

ভূমিকা:
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে আরম্ভ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আপনার কর্মরত জেলায়ও একটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অথবা নির্মাণ চলমান আছে।

প্রকল্পটির তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সরকারের আইএমইডি প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রজেক্ট প্রমোশন ম্যানেজন্টে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য কোর্টের বিচার কাজে সহায়ক একজন বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রকল্পটির নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আপনার বিজ্ঞ মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন/লিখুন:
(খ) আপনার বয়স বলুন/লিখুন:
(গ) আপনার মোবাইল ফোন নম্বর বলুন/লিখুন:
(গ) আপনি কোন সালে আইনজীবী পেশাগত কাজ শুরু করেছেন:
(ঘ) বর্তমান কর্মস্থলে আপনি কত বছর যাবৎ আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন:
(ঙ) আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ মজবুতভাবে করা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে/হচ্ছে কিনা:
(চ) এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা:
(ছ) এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা। আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় আনুমানিক শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে:
(জ) যদি জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় ৭০% অথবা তার বেশী উন্নত না হয়ে থাকে তবে সেবার মান উন্নত করার জন্য স্বল্প মেয়াদে (আগামী ৫ বছরে) এবং দীর্ঘ মেয়াদে (আগামী ১৫ বছরে) কী কী কর্যক্রম গ্রহণ করা উচিত হবে মর্মে আপনার ধারণা হয়:
(ঝ) বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হয় বলে আপনার ধারণা হয় কিনা:
(ঞ) এজলাসের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:

(ট) বিচারকের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:
(ঠ) এজলাসে বিচারকার্য সুন্দর ও স্বাচ্ছন্ধ পরিবেশে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়তাকারী কর্মকর্তা/জনবল কোর্টে কর্মরত আছে কিনা:
(ড) আদালত ভবনটি টেকসই করার জন্য আপনার বিজ্ঞ মতামত বলুন/লিখুন:
(ঢ) আইনজীবী সমিতির জন্য কোন নির্দিষ্ট বার অফিস আছে কিনা। থাকলে আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা আছে কিনা?
(ণ) একটি দিবসে বিচার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে আদালত ভবনের বর্তমান পরিবেশে আপনি মানসিকভাবে সন্তুষ্টি/তৃপ্তি লাভ করেন কিনা:

তথ্যদাতার স্বাক্ষর:

তথ্যদাতার নাম:

তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-১১): আইনজীবীগণের সহকারীগণের জন্য প্রশ্ন

ভূমিকা:
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে আরম্ভ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আপনার কর্মরত জেলায়ও একটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অথবা নির্মাণ চলমান আছে।

প্রকল্পটির তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সরকারের আইএমইডি প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রজেক্ট প্রমোশন ম্যানেজন্টে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর একজন সহায়কারী হিসেবে প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রকল্পটির নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আপনার বিজ্ঞ মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন/লিখুন:
(খ) আপনার বয়স বলুন/লিখুন:
(গ) আপনার মোবাইল ফোন নম্বর বলুন/লিখুন:
(গ) আপনি কোন সালে বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়ের সহকারী হিসেবে পেশাগত কাজ শুরু করেছেন:
(ঘ) বর্তমান কর্মস্থলে আপনি কত বছর যাবৎ পেশাগত কাজে দায়িত্ব পালন করছেন:
(ঙ) আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ মজবুতভাবে করা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে/হচ্ছে কিনা:
(চ) এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা:
(ছ) এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা। আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় আনুমানিক শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে:
(জ) বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হয় বলে আপনার ধারণা হয় কিনা:
(ঝ) এজলাসের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:
(ঞ) বিচারকের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:

(ট) আদালত ভবনে আপনার আইনজীবীর মক্কেলের জন্য সহায়তামূলক কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য আপনার বসার/কাজ করার চেয়ার/টেবিল আছে কিনা? না থাকলে কিভাবে কাজ করেন?
(ঠ) আদালত ভবনে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য ভবনের অভ্যন্তরে আপনার কী কী সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে।
(ড) একটি দিবসে বিচার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে আদালত ভবনের বর্তমান পরিবেশে আপনি মানসিকভাবে সন্তুষ্টি/তৃপ্তি লাভ করেন কিনা:

তথ্যদাতার স্বাক্ষর:

তথ্যদাতার নাম:

তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিভাগ

"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

চেকলিস্ট (প্রশ্নমালা-১২): GRO এর জন্য প্রশ্নমালা

ভূমিকা:
"বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে আরম্ভ করা হয়েছে এবং জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আপনার কর্মরত জেলায়ও একটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অথবা নির্মাণ চলমান আছে।

প্রকল্পটির তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সরকারের আইএমইডি প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রজেক্ট প্রমোশন ম্যানেজন্টে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর একজন সহায়কারী হিসেবে প্রকল্পটির ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রকল্পটির নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্বন্ধে আপনার বিজ্ঞ মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন/লিখুন:
(খ) আপনার বয়স বলুন/লিখুন:
(গ) আপনার মোবাইল ফোন নম্বর বলুন/লিখুন:
(গ) আপনি কোন সালে বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়ের সহকারী হিসেবে পেশাগত কাজ শুরু করেছেন:
(ঘ) বর্তমান কর্মস্থলে আপনি কত বছর যাবৎ পেশাগত কাজে দায়িত্ব পালন করছেন:
(ঙ) আদালত ভবনটির নির্মাণ কাজ মজবুতভাবে করা হয়েছে/হচ্ছে বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে/হচ্ছে কিনা:
(চ) এজলাসের পরিসর সেবাগ্রহণকারীগণের সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হয় কিনা:
(ছ) এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দাপ্তরিক স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা। আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ অনুসারে আদালত ভবনটি নির্মাণ করার কারণে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত সেবার মান পূর্বের তুলনায় আনুমানিক শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে:
(জ) বর্তমানে নির্মিত আদালত ভবনের দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের পরবর্তি ২০ বছরের চাহিদা (প্রয়োজনীয় সেবার মান) পূরণ করা সম্ভব হয় বলে আপনার ধারণা হয় কিনা:
(ঝ) এজলাসের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:
(ঞ) বিচারকের অভাবে বিচারকার্য বিলম্বিত হয় বলে আপনার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা:

(ট) আদালত ভবনে আপনার আইনজীবীর মক্কেলের জন্য সহায়তামূলক কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য আপনার বসার/কাজ করার চেয়ার/টেবিল আছে কিনা? না থাকলে কিভাবে কাজ করেন?
(ঠ) আদালত ভবনে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য ভবনের অভ্যন্তরে আপনার কী কী সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে।
(ড) হাজতখানায় আসামী রাখার জন্য পর্যাপ্ত স্থান আছে কিনা?
(ঢ) একটি দিবসে বিচার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে আদালত ভবনের বর্তমান পরিবেশে আপনি মানসিকভাবে সন্তুষ্টি/ তৃপ্তি লাভ করেন কিনা:

তথ্যদাতার স্বাক্ষর:

তথ্যদাতার নাম:

তারিখ:

রেফারেন্স

মূল ডিপিপি

১ম সংশোধিত ডিপিপি

২য় সংশোধিত ডিপিপি

প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি

পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

পিএসসি সভার কার্যবিবরণী

প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন

আইএমইডি অগ্রগতি প্রতিবেদন।

প্রণয়নে,

প্রজেক্ট প্রমোশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস (পিপিএমসি)

ফ্ল্যাট নং: ৩ এ, বাড়ি নং ৬, সড়ক নং ০৮, ব্লক-এফ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

মোবাইল: ০১৫৫৮৮৩৩৯২১; ইমেইল: ppmconsultants15@gmail.com